শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত

ও

শ্রীসঙ্কল্প-কল্পদ্রুম

—◆◆○◆◆—

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহোদয় প্রণীত

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-মহাকাব্যের ভাষাগ্রন্থ

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীগোপীনাথ বসাক কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

পি. ৩৬. রাধাবাজার

কলিকাতা

১৩৬১ সন] [মূল্য ১।০ আনা মাত্র

Vrindavan Das
Govind Kund, Vrindavan
Nityananda Baba Ashram

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহার স্বাভাবিক ভালবাসা ও ভক্তিরসময় সঙ্গপ্রভাবে

বাল্যাবধি আমার অধঃপতিত জীবনকে পরমার্থের

পথে পরিচালিত করিয়াছেন, যাহার অমূল্য

উপদেশ ও প্রেরণা সর্ব্বথা এ অযোগ্যকেও

নিত্যলীলার সন্ধান শিক্ষা দিয়াছেন

সেই ভারত বিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র

ব্যাখ্যাতা শ্রীমদ্‌গৌড়েশ্বর

সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংশ প্রভুপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামি

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে

তাঁহারই কৃপাপ্রসূত এই

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের ভাষাগ্রন্থখানি

ভক্তি সহকারে উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণঃ শরণং।

শ্রীবৃন্দাবন ধামের পুজ্যপাদ শ্রীল শ্রীগোপালভট্ট-পরিবার ৺কাশীপ্রবাসী ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বরাচার্য্য দার্শনিক-সার্ব্বভৌম সাহিত্য যড়দর্শনাচার্য্য ন্যায় তর্করত্ন প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদর লাল গোস্বামীজী লিখিত—

শ্রীশ্রীভগবদ্গৌরকৃষ্ণচরণৈকতানপণ্ডিতপ্রবর-শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিমহোদয়রচিতস্য শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতস্য ঢাকাভিজনপরমভক্ত শ্রীগোপীনাথবসাক সাহিত্যরত্নমহোদয়কৃতং বঙ্গানুবাদমালোচ্য তদীয়-মূলানুস্মৃতি পদ্ধতিং-পদবিন্যাস-পটিমসধ্রীচীনং ভাব-নির্ব্বাহমবগম্য লোকানামেনেন বাঢ়মুপকারং সম্ভাব্য প্রসাসদ্য-মান্-মানসঃ শ্রীশ্রীভগবদ্গৌরাঙ্গদেবমনুবাদকস্য সর্ব্বাঙ্গীণভাবুকমভ্যর্থয়তে।

শ্রীদামোদর গোস্বামী

শ্রীধাম-প্রাপ্ত রাজর্ষি রায় বনমালি রায় বাহাদুরের মন্ত্রীপ্রবর পরমস্মারসিক-স্মরণ-রসিকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ বি, এ, মহোদয় লিখিত।

শ্রীবৃন্দাবন
৩২।৩।৪৪

পরমপ্রীতি নিকেতনেষু

প্রিয় দাদু! শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের পয়ার বঙ্গানুবাদের নমুনা পাঠ করিয়া বড় সুখী হইলাম। একটী বিশেষ অভাব দুর হইবে আশা হইল।

* * * * *

শ্রীকামিনী কুমার ঘোষ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

পরম ভাগবত সুকবি সুগায়ক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তবিদ্ বহুসদ্গুণমণ্ডিত
পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক রসনিধি মহাশয়—
সুদীর্ঘায়ুনিরাপৎসু।

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ মন্তুঃ

প্রিয়দর্শন! শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের বাংলা পদ্যানুবাদ স্থানে স্থানে পাঠ করিলাম। আপনার গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই পাণ্ডিত্য আছে। আপনার কবিতা কষ্ট কল্পিত নহে, স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থ, মধুর রসের যুগল-কিশোরের উপাসকগণের অষ্টকাল লীলাস্মরণের পক্ষে উপযোগী। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণের যে পদ্ধতি আছে, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে তদপেক্ষা অধিক কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মহাকাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণ অতি বিশদ ভাবে, লীলা-বর্ণন সুবিস্তৃত ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থ পরম উপাদেয় ও ভক্তগণের প্রাণারাম বস্তু। কিন্তু স্মরণকারী সাধককে শ্রীরাধার লীলা স্মরণের পর, নন্দালয়ে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিতে হয়। তখন শ্রীরাধার সান্নিধ্য কিয়ৎক্ষণের জন্য ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে অপূর্ব্ব কৌশলে, শ্রীমতী রাধিকার সান্নিধ্যে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকালীন লীলামৃতের আস্বাদন করিবার প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মরণকারীকে শ্রীরাধা বিরহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমতী রাধার কোনও সুহৃৎ বা মঞ্জরী, শ্রীরাধার নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের শয্যোৎত্থানাদি লীলাবর্ণনে শ্রীমতীকে আপ্যায়িত করিতেছেন। শ্রীমতীর সঙ্গিনী সেবিকা প্রভৃতি ঐ সকল কথা - শ্রীরাধার সেবা করিতে করিতেই

শ্রবণ করিতেছেন ও আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন। মধ্যাহ্ন লীলাতেও অপূর্ব্ব কৌশল ও কৌতুক প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল স্থান ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনও অতি সুন্দর ও অপূর্ব্ব। শ্রীভাবনামৃতও মহাকাব্য অথচ সংক্ষিপ্ত। পূজ্যপাদ শ্রীযদুনন্দন দাস বাংলা পদ্যে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়াছেন। আপনি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতের পদ্যানুবাদে ভক্তগণকে সুখী করিলেন। পেশকৃৎ (কুমুরে পোকা) কর্ত্তৃক ধৃত অন্য কীট তদ্রূপ চিন্তায় যেমন পেশকৃত হয়, সাধকও সিদ্ধদেহ ও লীলা চিন্তায় তদ্রূপ বাঞ্ছিতদেহে প্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়া অভীষ্ট সেবা লাভ করেন। এজন্য অষ্টকাল লীলাস্মরণ একান্ত আবশ্যক। হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উহা হইয়াছে।

অনুবাদে আপনি-মূলের সৌন্দর্য্য যতটা সম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলা পদ্যের নিয়ম প্রণালীর দিকে, ছন্দ ও যতি প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না দিয়া, স্বাধীন ভাবে কেবল শ্লোকের ভাব প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ করিয়াছেন। অক্ষর সংখ্যা, যতি উত্তম মিলন ইত্যাদিতে লক্ষ্য না রাখিয়া বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট প্রকাশেই মনোযোগ দিয়াছেন। আপনি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ভাবুক রসজ্ঞ পাঠক ছন্দ আদির দিকে লক্ষ্য ত রাখেন না, রসের দিকে সিদ্ধান্তের দিকে বক্তব্য বিষয়ের বিশদভাবে প্রকাশের দিকেই দৃষ্টি রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের এই বাংলা পদ্যানুবাদ, আপনাকে রাধাকৃষ্ণের মধুর রসের উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে চির আদৃত ও অমর করিয়া রাখিবে। এ গ্রন্থ উক্ত ভক্তবৃন্দের কণ্ঠমণি হার হইবে। ভাষা মধুর। মূলের ভাব অবিকল বজায় রাখিতে স্থানে স্থানে আপনাকে কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিতে ও সাধারণ পদ্য রীতি লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। ভাবুক, রসিক,

ভক্ত মধুপ গোলাপের কমলের কাঁটা দেখিবেন না। সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা, সুগন্ধ ও মধুর দিকেই দৃষ্টি দিবেন। মধুকর মধুই চায়। আপনার জয় হউক। আপনি সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইয়া ভক্তি বৈষ্ণব জগতে অভিনব রত্ন দান করুন। "রসনিধি" উপাধি আপনার সার্থক। এগ্রন্থের সমালোচনা বা ভূমিকা লিখিলে একটী পৃথক গ্রন্থ হয়। আমার সে শক্তিও নাই সময়ও নাই। সংক্ষেপে গ্রন্থমহিমা ও অনুবাদের মাধুর্য্য সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিলাম মাত্র। সাহিত্য জগতে আপনি সুপরিচিত, (বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে)। পাঠক পাঠিকাগণ এই গ্রন্থের অনির্ব্বচনীয় লীলা-রসাসব পানে ধন্য হউন এবং গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। এ গ্রন্থের প্রচার বিপুলভাবে হইবে। জীবের মঙ্গল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্ত বাচস্পতি ভাগবতভূষণ

রাইপুর। গড় রাইপুর পোঃ। বাঁকুড়া জেলা।

স্বনামধন্য ভাগবতোত্তম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় লিখিত।

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী।

কুমিল্লা

২৫।৫।৩৭ ইং

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ চরণারবিন্দমধুপেষু -

আপনার কৃপালিপি ও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের পদ্যানুবাদের নমুনা পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনুবাদ অত্যন্ত মধুর হইয়াছে; অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না; মনে হয় যেন মূল গ্রন্থই পড়া হইতেছে। আপনার প্রতি

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা বর্ষিত হইতেছে, নতুবা এমন রসাত্মক অনুবাদ সম্ভব নয়। তাঁর কৃপায় আপনার একার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই সমাধা হইবে।

ভূমিকা একটা অবশ্যই দিবেন তাতে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

আশাকরি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় কুশলে আছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তি।

শ্রীবৈষ্ণব দার্শনিক ও ভক্তিশাস্ত্র নিষ্ণাত ভাগবতোত্তম

শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দাস মহোদয় লিখিত

অন্তেহরি

২৮।২।৪৪ বাং

সপ্রেমশ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের পদ্যানুবাদ কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত বিশেষ ভাবে আমার একখানি অতি প্রিয় গ্রন্থ। আপনি এই গ্রন্থখানির পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবাই শ্রীগোস্বামিপাদগণের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু।

*   *   *

লুব্ধ হইয়া ভজনের নামই রাগ মার্গের ভজন। চিত্ত ভক্তিদ্বারা কথঞ্চিৎ শুদ্ধ না হইলে বোধ হয় যথার্থ লোভের উদয় হয় না।

*   *   *

মনে হয় আপনি সম্পূর্ণ-গ্রন্থখানার অনুবাদ করিয়াই মুদ্রণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলে আমি যারপর নাই আনন্দিত হইব। “শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত” গ্রন্থের বিলক্ষণত্ব এবং চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদীনেশচরণ দাস

ভারত বিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ
বংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল
গোস্বামী সিদ্ধান্ত-রত্ন মহোদয়ের লিখিত।

শ্রীশ্রীরাধা মদন মোহনৌ বিজয়েতাম্।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণং।

শ্রীগ্রন্থ পরিচয়।

ভগবৎ বিমুখতাই জীবের মূল দোষ। সেই দোষে মায়া স্বরূপ আবরণ করায়, জীব অনন্ত দোষের আকর হইয়া পড়িয়াছে; শ্রীভগবৎস্মৃতি সর্ব্বদোষ নিবৃত্তির মূল উপায়। কারণ অভাবে কার্য্যের অভাব, এই নীতি-মূলক 'ভগবৎস্মৃতিই' নিখিল সাধনের মূলরাজ্ঞী, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রে উদ্‌ঘোষণা করিতেছে। নিখিল ভক্তি অঙ্গ সাধনের মধ্যে ঐ ভগবৎ স্মৃতিই মুখ্য অঙ্গ বা সাক্ষাৎ ভক্তি নামে অভিহিত। ইহারই অপর নাম উপাসনা। উপাসনা শব্দের উপ শব্দের অর্থ সমীপ, আসন শব্দের অর্থ থাকা। সেই ভগবৎস্মৃতি লয়, বিক্ষেপ, কষায়াদি দ্বারা বাধিত জীবের পক্ষে খুবই সুকঠিন। অতএব সেই স্মৃতিটী যদি মাধুর্য্য ও পারমার্থিক-শক্তিপূর্ণ বস্তু অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই লয়, বিক্ষেপ কষায়াদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অভীষ্ট দেবের চরণ সান্নিধ্যে থাকিতে পারা যায়। এই অভিপ্রায়ে শ্রীলঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন :—

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল বিলাস স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ব বিধি সার॥

শ্রীহরির স্মরণই মনের প্রাণ। প্রাণবিনা দেহ যেমন চেষ্টাবিহীন- যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণই কুকুর বিড়াল, শৃগাল প্রভৃতি ভয় করে ও দূরে পলায়, আবার দেহে প্রাণ না থাকিলে যে কাক, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি ভয়ে ভাগিত তাহারাই আবার কামড়াইয়া খায়। তেমনই যে মনে শ্রীহরিস্মৃতিরূপ প্রাণ থাকে, সে মনটীই জীয়ন্ত। কাক, কুকুর, শৃগাল স্থানীয় কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দূরে দূরে থাকে, তাহারা সেই মনের উপর কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না। আবার শ্রীহরি স্মরণ বিহীন হইলে সেই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মনকে কামড়াইয়া থাকে।

সেই অনন্ত মাধুর্য্য ধাম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাই মুখ্যতম। এই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলা স্মরণই নিখিল কর্ত্তব্যোপদেশের মধ্যে সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। সেই লীলাও মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে মন্ত্রোপাসনাময়ী-লীলা বদ্ধ জলহ্রদের মত নিভৃত নিকুঞ্জ মধ্যেই সতত বিরাজমান। আর স্বারসিকী-লীলা স্রোতস্বতী গঙ্গার মত; কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠ এবং গোষ্ঠ হইতে কুঞ্জে, এই প্রকারে গতাগতি করিয়া থাকে। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বারসিকী লীলাতেই বিশেষ আদর ও আবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু স্বারসিকী লীলা আস্বাদনের যেমন বৈচিত্রী ও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলায় তেমন বৈচিত্রী ও বৈশিষ্ট্য নাই। সেই লীলার স্মরণ পদ্ধতি শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনীর কৃপায় শ্রীরূপগোস্বামীপাদ সংক্ষেপে যে কয়েকটী শ্লোক পাইয়াছিলেন, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সেই সকল শ্লোককে মূল রাখিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত শ্রীগ্রন্থে বিশেষ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও যে যে লীলাবর্ণনের ও আস্বাদন চাতুর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়, পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীপাদ-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে রাগানুগীয় সাধকের হিতার্থে

তাহাই বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত শ্রীগ্রন্থখানি সাধারণের বোধগম্য নয় বলিয়া আমার বাল্য ও পারমার্থিক বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক, "রসনিধি" মহাশয় প্রতি শ্লোকার্থ অবলম্বনে সহজ ভাষায় পদ্যানুবাদের দ্বারা রাগানুগীয় সাধকের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আমি কিন্তু প্রথমতঃ পদ্যানুবাদের বিশেষ অভিনন্দন করিতে প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ আমার স্বভাব এই যে আধুনিক ভক্ত কবির কবিত্বের উপর আদর প্রকাশ না করা, কারণ তাহারা প্রায়শঃই মূল শ্লোকের অক্ষরের মর্য্যাদা না করিয়া নিজ প্রতিভা বলেই অনুবাদ করিয়া থাকে। এই পদ্যানুবাদের উপরেও আমার সেইরূপ ধারণাই ছিল, কিন্তু অনেকদূর দেখিয়া আমি বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়াছি। যেহেতু প্রতি শ্লোকার্থের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে।

আশা করি, বৈষ্ণব জগতে ইহার বহুল প্রচার হয়। এই সম্পত্তিটী আমার একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। ইত্যালমপল্লবনয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণং।

নিবেদন।

আমার মত শাস্ত্রজ্ঞানহীন ভজনবিমুখ বিষয়াসক্ত হীনব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত হেন সর্ব্ব-সাধক-সিদ্ধ সেবিত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যাওয়া যে অনধিকার চর্চ্চা ও স্পর্দ্ধার পরিচয় শুধু তাহা নহে, যে সকল মহানুভবগণ নিত্য নিরন্তর ইহার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাঙ্কিত প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্তে আঘাত প্রদান করিয়া স্বীয়আত্মাকে ভারগ্রস্ত করারও যথেষ্ট কারণ আছে। সংসারে যাহাদের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই জানেন আমার উক্তিগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে। তথাপি এ কার্য্যে আমার এত প্রাগল্‌ভ্য কেন যে আসিল আমি নিজেই তাহা এখন ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। লেখার অভ্যাস আমার কিঞ্চিৎ আছে অনেকেই জানেন। কিন্তু এ গ্রন্থ লিখিতে কি ভাবে যে আমার লেখনী চালিত হইয়াছে তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার নহে। মনে হয় মাসেকের মধ্যে সমস্ত গ্রন্থটী যেন একটা স্রোতের ধারে শেষ হইয়া গেল। তখনও গ্রন্থ প্রকাশের খেয়াল আমার ছিল না। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকাশ্য সংস্করণের কাঠিন্য ও বিস্তারিত বর্ণনাগুলি সহজ ও সংক্ষেপ করিয়া কি ভাবে সহজায়ত্ত করা যায়, ইহাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। পরে কাজে হাত দিয়া সহজ কিছু হইয়াছে বলিয়া যথেষ্ট না হইলেও সংক্ষেপের কাজেও স্থানে স্থানে যেন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হইয়াছে মনে হইল। তথাপি আমার মনের সঙ্কল্প যাঁহাকে না জানাইলে নয়, সেই প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল

গোস্বামী মহোদয়ের নিকট পত্র লিখি ও তদাদেশে গ্রন্থের কিছু পাণ্ডুলিপি শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাই। প্রভুপাদ ইহা দেখিয়া অনুমোদন সহকারে প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিলেন।

তাহাতেও মনে হইল প্রভুজী আমার প্রতি সহজপ্রীত্যান্ধ ; সুতরাং আমার যাঁহারা নিজগুণে হিতাকাঙ্ক্ষী, এরূপ কয়জন মহানুভবের নিকট গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলাম। তাঁহারাও স্নেহান্ধ-প্রভুজীরই পথানুসরণ করিলেন। পরে নিজে তুলনামূলক সমালোচনার জন্য কয়জন বন্ধুর নিকট উক্ত গ্রন্থের কোন পদ্যানুবাদ বর্ত্তমানে আছে কিনা জিজ্ঞাসু হওয়াতে এলাটীর (হুগলী) শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস তত্ত্ব বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট পত্রে জানিলাম, মুর্শিদাবাদ সাগরপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর সরকার মহোদয় "সজ্জন তোষিনী" পত্রিকায় ইহার কতকাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। পত্র লিখিতে তিনি তৎকৃত ছাপান অংশগুলি আমাকে পাঠাইয়া পরম-উদারতার পরিচয় দিলেন। দেখিয়াছি তাঁহার পদ্যগুলিও সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত খানিও উপাদেয় হইয়াছে। পরে শ্রীহট্টের অন্তেহরির বৈষ্ণব শাস্ত্রবিৎ মহানুভব শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দাস মহোদয় মৎকৃত গ্রন্থের প্রীত্যানুমোদনের সঙ্গে আরো অপ্রকাশিত পদ্যানুবাদের দুইটী সংবাদ পাঠান। শেষে জানিলাম উহাও অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত।

উক্ত সকল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সহৃদয় কৃপান্ধ মহাত্মাগণ সকলেই সমস্বরে গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি দান করিয়াছিলেন। তথাপি আমি আমার আত্মদোষ ও অযোগ্যতার রূপ লইয়াই পরমকরুণ বৈষ্ণব দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি ; একমাত্র এই ভরসায় যে কৃপাময় বৈষ্ণবগণ অভিভাবকরূপে মৎকর্ম্মের ত্রুটি বিচ্যুতিরূপ দোষরাশি অকপটে জানাইয়া

নিজগুণে সংশুদ্ধ করিয়া লইবেন। জ্ঞাত "শুদ্ধাংশ রাশি" পরবর্ত্তী সংস্করণে অবশ্য ছাপাইবার সঙ্কল্প রহিল। গ্রন্থে মূল গ্রন্থের শ্লোকাঙ্ক দেওয়া গেল।

মূল গ্রন্থে অনেক স্থানে দ্ব্যর্থ মূলক শ্লোক আছে, সেই স্থলে যথাসাধ্য উক্ত অর্থদ্বয় রাখিয়াই পদ্য করা হইয়াছে ও স্থানে স্থানে শ্লোকোক্ত ভাব বজায় রাখিতে যাইয়া দুর্ব্বোধ্য শব্দও প্রয়োগ হইয়াছে এবং খুব সংক্ষেপে শ্লোকের ভাব ব্যক্ত হওয়াতে স্থানে স্থানে আস্বাদনের ব্যাঘাত হইতে পারে, কৃপাময় পাঠকগণ যদি এই গ্রন্থটীকে শ্রীভাবনামৃত গ্রন্থের সূত্ররূপেও ব্যবহার করেন, তাহা হইলেও স্মরণ সময়ে তাঁহাদের স্বারসিক চিত্তের গুণে আপনি বিস্তৃত আস্বাদ্য হইয়া উঠিবে।

গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদের শ্রীসঙ্কল্প কল্পদ্রুম গ্রন্থখানিও পদ্যানুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। উক্ত গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গেই শ্রীবৈষ্ণবগণের করকমলে উপহার দেওয়া হইল।

আমার বাল্যসখা স্মরণ রসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক বি. এ. বি. টী. মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে ভূমিকান্তে মৎকৃত শ্রীরাধা ভাবাঢ্য শ্রীগৌরচন্দ্রিকার আটটী পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

পরিশেষে পুনঃ বক্তব্য এই আমার দোষের দিকে চাহিলে তাহার অন্ত নাই। কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবের স্বান্তর কৃপার নিকট এই দোষান্তের আশা আছে, এই জন্য শ্রীবৈষ্ণব-চরণান্তিকে সবিনয় নিবেদন করি তাঁহারা যেন মৎকৃত ধৃষ্টতা মার্জ্জনপূর্ব্বক কৃপাসঞ্চারে বঞ্চিত না করেন।

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগোপীনাথ বসাক

সূচী-পত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণং।

শ্রীশ্রীরাধা গিরিধারী শরণং॥

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত

মঙ্গলাচরণ।

বন্দোঁ মু অদভুত সুবরণ মেহ।
জিনি কোটি কাম-কান্তি-ধারা বরিখণে
    রস-পুর করু জগমাহ।
যাকর উদয়ে বিদ্যুৎ দ্যুতি প্রকটই
    তম পরপঞ্চ দূরে ভাগে।
সো শচীনন্দন মেহক পদ পাশে
    গোপী শরণ ধন মাগে॥ (১)
জয় ব্রজ কল্পভূমি ঈশ্বরী ঈশ্বর।
জয় তাঁর সনাতন রূপ পরিকর॥
তাঁদের সে পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
রাগানুগা ভক্তিপথ শাস্ত্র-মত লৈয়া।
গৌতমীয় তন্ত্র আর ক্রমদীপিকাদি।
প্রশস্ত সাধু-সম্মত রাগানুগা পদ্দই॥
অনুসরি সেবা করি অন্তরে বাহিবে।
হেন আনুগত্য মোরে দেউ কৃপাক'রে॥(২)
    (সনাথ করু বিশ্বনাথ
    অনাথ হীন গোপীনাথে।
    আপনগুণে চরণ কোণে
    রাখহ করি অনুগতে॥)

প্রথম সর্গ

নিশান্ত লীলা।

রসিক শেখর হরি রসিকা নাগরী।
তুমুল অনঙ্গ রণে অন্যোন্যে চাতুরী—
জানাইতে অতি ব্যস্তহেরি, শ্রান্তিসখী—
নিদ্রাকে আনিয়া কৈল রণের সমাধি ॥(৩)

রাইকানু সেবি সেবে নিদ্রাদেবী
সব সখী দাসীগণ।
রাত্রি শেষক্ষণে চিরাভ্যাস গুণে
কৈল সবে জাগরণ॥ (৪)

আঁখি মেলি সবে চমকিত, ভাবে
সেবাকাল বুঝি যায়।
'শ্যাম-বিনোদিনী জাগে নাই' জানি
শয্যা'পরে বসি রয় ॥ (৫)

তবে এক দাসী রস-পরিহাসি
জ্‌ভা তুলি কহে আনে।
"শ্যামরতি শ্রমে তোমাদের ঘুমে
আলস্য ভাঙ্গিবে কেনে ?"

দীর্ঘ জাগরণে ঘুর্ণিত নয়নে
সবে নিজ বক্ষ হেরি।
বক্ষজ পুস্করে হরি-নখ-হেরে
আস্বাদে শ্যাম মাধুরী। (৬)

কোন দাসীগণে নিশান্ত সেবনে কুসুম চয়ন করে।
বসি কত বালা, কেহ গাথে মালা, কেহবা তাম্বুল বীড়ে ॥
যুগল বন্ধন হেরিয়া তখন যেন নিশান্ত পবনে।
দোহ অঙ্গ বাসে হইয়ে সরসে কুঞ্জ-বহিরাগমনে ॥
যে সব মঞ্জরী শয্যার উপরি জাগিয়া বসিয়াছিল।
তাঁদের নাশায় দিয়া সে সুবাস চকিতে উঠা'য়া নিল ॥
অন্য কিঙ্করীকে কহিছে সঘনে দেখে যাও কি মাধুরী।
যাঁর জন্যে তোরা সেবাকাজে ভোরা আছে তাঁরা বাঁধা পড়ি ॥ (৭)
শুনিয়া তখন সেবাপরাগণ জালরন্ধ্রে আঁখি দিয়া।
পুষ্পশয্যা'পরি কিশোর কিশোরী দেখিছে বিভোর হৈয়া ॥

কন্দর্প নটনে শ্রান্তি দরশনে সুপ্তিরূপা সখী যেন।
নটিনী নটেরে আলিঙ্গন ক'রে পুরস্কৃত করিছেন ॥ (৮)
দোহে দোহে বেড়া নিঁদে বিভোরা বেশ-ভূষা-মাল্য ছাড়া।
দোহার ছ'দিকে মণিদীপালোকে হেম নীল উজিয়ারা ॥ (৯)
দোহে দোহলীন বাসভূষাহীন রতি চিহ্নময় অঙ্গে।
হেরিয়া পুলকে কহয়ে কৌতুকে এক সখী আন সঙ্গে ॥
এই সখীগণে দোহে আভরণে সাজা'তে নারিল ভাল।
তাই বুঝি আজ মনমথ-রাজ রোষে খুলি ফেলি দিল ॥
নিজ অভিমতে রতিরণক্ষতে দোহারে ভূষিত করি।
বিধি অগোচরি দেখ সহচরি বাড়ায়েছে কি মাধুরী ॥ (১০)
তনুযুগে দেখ নীল পীতাংশুক নাহি কেন বলি তায়।
তনু নীল পীত রয়েছে বেষ্টিত দোহে দোহাকার কায় ॥
নীল পীতবাস পুনরুক্তি দোষ জন্মিবে বলিয়া কাম।
যুগল সেবিতে অপূরব রীতে পুরাইল মনস্কাম ॥ (১১)
রাজা শ্রীঅনঙ্গ শ্রীরাধার অঙ্গ আনি নিজ অধিকারে।
মস্তক নয়নে বক্ষের শাসনে নিয়োজিল যে লজ্জারে ॥
সে লজ্জাকে আজি রাধাঅঙ্গ ত্যজি নির্ব্বাসিতা কৈল ফিবে ?
রাধা অঙ্গ রাজ্যে কোন গহনে যে তাহারে দেখি না এবে ?
অথবা লজ্জাই এখানে নিজেই অপরাধী কোন কাজে ?
কিংবা আমাদের কোন "ভাগ্যফের" লজ্জা ছাড়া করায়েছে ॥ ১২-১৩
কিংবা রাধা অঙ্গ করিয়া পূর্ণাঙ্গ আপনার সুশাসনে।
সে রাজা মদনে করি রাজ্য দানে আছে বসি অন্য স্থানে ?
তা'হলে স্বজনি লজ্জা সুভাগিনী হবে কত গৌরবিনী !
দোহ-জাগরণে রাই আঁখি কোণে বসি হবে পাটরাণী !! (১৪)

এই সুমাধুরী হেরি সহচরী অপার আনন্দে ভোর।
তবে কোন দাসী কহে মৃদু হাঁসি নিজসঙ্গিনীর ঠোর ॥
দেখ দোহরূপ কিবা অপরূপ তড়িত জড়িত ঘনে।
নিয়ত বরষে' মাধুর্য্যের রসে স্নাত কৈল সখীগণে ॥
আরো অদ্‌ভূত এই দাসীযুথ প্রভুসেবা পরিতোষ—
না ক'রেই যেন আগে পাইলেন পরানন্দ-পারিতোষ ॥ ১৫
করে দাসীগণ তাম্বুল নির্ম্মাণ অনুলেপ, ফুলমালা।
অঙ্গার ধানিতে অগুরু ধুপেতে কেহবা ধুপিত কৈলা ॥ ১৬
হেনই সুক্ষণ নিশান্ত পবন যুগলে সেবিতে চলে।
সে বায়ু পরশে কিঙ্করী হরষে নিজ সখী প্রতি বলে ॥
সখি ! মনে লয়ে, ঘুমন্ত মলয়ে এই বুঝি জাগি রঙ্গে।
সেবার লাগিয়া রহিয়া রহিয়া চলে মদালস অঙ্গে !! ১৭
নিশি অবশেষে মলয়-বাতাস ফুটন্ত কুসুমে চুমি।
সুবাস লইয়া দশদিকে যা'য়া বিতরিছে ভ্রমি ভ্রমি ॥
কুসুমের কোরে মধুপান ভরে নিদ্রিত ভ্রমর গণে।
শ্বাসপথ দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া করাইল জাগরণে ॥ ১৮
জাগি ভৃঙ্গগণ করিছে গুঞ্জন তাহা শুনি বৃন্দাদেবী।
হ'য়ে জাগরিতা নেত্র সচকিতা দশদিশ দিঠে সেবি ॥
কুঞ্জ শয্যা'পরি ঈশ্বর ঈশ্বরী ত্বরিতে জাগা'বে ব'লে।
আপন শিক্ষিতা পক্ষী কুলে তথা ইঙ্গিত করিলা ছলে ॥ ১৯
বৃন্দার আদেশে তাম্রচূড় এসে স্বর পক্ষ কাঁপাইয়া।
ঘন উচ্চারিতে নিশি ভোর ভীতে রাই জাগে দুখী-হৈয়া ॥ ২০
প্রিয়াশ্লেষরসে সুখের আলসে বিশেষ বাধক মানি।
কুক্কুটীর গণে অতি ক্রোধ মনে অভিশাপ দিল ধনী ॥

"রে কুক্কুটীগণ শমন ভবন গিয়া তোরা রব কর।
পরানন্দময় মোর কুঞ্জ নয় এ হেন চিৎকার ঘর॥" ২১
শাপ দিয়া ধনী নিশি শেষ জানি প্রিয়াশ্লেষ শিথিলতা।
কুক্কুটীর স্বরে না শুনিয়া পরে হ'ল গাঢ় আলিঙ্গিতা॥ ২২
পুন পক্ষীসব করে উচ্চরব কুক্কুট টিট্টিভ আদি।
অঙ্গ মোড়ি রাই কহে ক্ষমা চাই ঘুমাইতে দাও যদি!! ২৩
কাদম্ব কারণ্ড হংস সারস আদি জলচর পাখী।
কোক শুকশারী কোকিল ময়ূরী সমস্বরে উঠে ডাকি॥ ২৪
শুনি নিজ নাম জাগে রাধাশ্যাম বিরহ ভাবিত চিতে।
নীল পীত তনু যেন ফুল ধনু লাগে অঙ্গ মোড়াইতে॥
জাগিয়া সে দোহে আশ্লেষ বিরহে যৈছে দুখ হৈল বুকে।
অঙ্গ মোড়াইতে নিবিড়াশ্লেষিতে সুখ হৈল ততোধিকে॥ ২৫
জাগিল দুজন জানি দাসীগণ নিশঙ্কে দ্বার ঘুচায়।
পশে ধীরে ধীরে শয়ন মন্দিরে মঞ্জীর-রঞ্জিত পায়॥ ২৬
মঞ্জীর শুনিয়া উঠিতে ইচ্ছিয়া উঠিতে না পারে ধনী।
কৃষ্ণ-বক্ষ হৈতে আপনা-ছাড়া'তে যত্নে নারে বিনোদিনী॥ ২৭
শুকদেব যথা ভাগবত গাঁথা লোকের চিত জাগায়।
দক্ষ বিচক্ষণ শুকও তখন তথা কৃষ্ণ গুণ গায়॥ ২৮
দক্ষ কহে শ্যাম, হে অশেষ কাম—বিলাস পণ্ডিত-রাজ!
হে গোপী লোচন-অমৃত, হে প্রাণ প্রিয়া প্রেম-নদী-গজ॥
হে মাধুর্য্যধুর্য্য ব্রজ-যুবরাজ হে রস-সাগর বর্য্য। ২৯
প্রিয়াধর চু'মে ডুবে আছ ঘুমে এ নহে উচিত কার্য্য॥
যে তব ক্ষণদা নৈশরমণদা উৎসব দায়িনী নাম।
এবে সে ক্ষণদা ছেদিতে প্রেমদা হৈল বিপরীত বাম॥ ৩০

শুক বিচক্ষণ কহিছে তখন ওহে প্রভো নিঁদ ছাড়।
বক্ষের নিবিড়া আলিঙ্গিতা ধীরা প্রিয়াকে শিথিল কর॥
প্রভাত হইল চাতুর্য্য চঞ্চল প্রচ্ছন্ন কামুক হও।
ব্যক্ত কামুকতা না প্রকাশ এথা বিশেষাবধানে রও॥ ৩১
ওহে ব্রজানন্দ নন্দচিত্তানন্দ দুগ্ধসিন্ধু-সুধাকর।
হে যশোদা পুণ্য লতার প্রসুন, উঠ, চল নিজঘর॥
তোমাতে অত্যন্ত আশক্তি বশতঃ যদি নন্দ ব্রজরাজ।
দৈবে এস্থানে করে আগমনে তা'হলে কি হ'বে আজ ? ৩২
যুগল রসধী সুভা ও সুক্ষ্মধী শারী যুগে 'শুভা' কয়।
হে ভানু নন্দিনি, প্রেম-সুভাগিনি ; নারীচুড়ামণি জয়॥ ৩৩
রমণ-বদন-পদ্ম-মধুপানে মত্ত হৈয়া নিঁদ যাও।
প্রভাত সময়ে এতো ভাল নহে, জাগো, বঁধুরে জাগাও॥ ৩৪
ত্বরা নিদ্রা ছাড় নীতি অনুসর রাখ লাজ গৃহে যাও।
কে শিখাবে তোমা নীতির মহিমা সবারে তুমি শিখাও॥ ৩৫
শুক শারী গান শুনি রাধা কান উঠিয়া বসিল শেষে।
সেখানে উভয়ে অপূর্ব্ব শোভায়ে ত্রৈলোক্য জিনিয়া রাজে॥
কিঙ্কিনী নূপুর বাজিছে মধুর উজ্জল অঙ্গের ছটা।
বেষ্টিত অলকে কর্ণের তাড়ঙ্কে কণ্ঠহার ঊর্দ্ধে উঠা॥
কান্তিতে যুগল মুখ ঝলমল বিলাসে গলিত বাস।
করে সামালিতে মুদ্রিত-আঁখিতে শয্যাতে করে বিন্যাস॥ ৩৬-৩৭
তবে ঢু'লে ঢু'লে আলসে যুগলে রহে অঙ্গে অঙ্গ লাগি।
দুহু কাঁধে দুহু অর্পিয়ে দুবাহু দুহুঅঙ্গ ভার ভাগি॥ ৩৮
আলস ছাড়িতে অঙ্গ মোড়াইতে জৃম্ভা দিতে ঊর্দ্ধ মুখে।
দোহে যেন দোহ বদন কমল পরিক্রমা কৈল সুখে॥ ৩৯

দশন কিরণ মণি দীপে যেন দোহে কৈল নীরাজন।
অপাঙ্গ ঈক্ষণ—রসনায় যেন মাধুর্য্য কৈল স্বাদন ॥ ৪০
তবে ঘূর্ণাঘোরে মুখ পরস্পরে সংযোগ হইলে ভাল।
দোহে জড়াজড়ি সে শয্যায় ঢলি রহিলেন কিছুকাল ॥ ৪১
"নিদ্রা" "শয্যা" যেন দোহা আলিঙ্গন বিরহে ছাড়িতে নারে।
তবু কি কঠোর, পক্ষীকলস্বর জোরে ছাড়া'ল দোহারে ॥ ৪২

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত মহাকাব্যে ভাষানুবাদে
নিশান্ত লীলাস্বাদন নাম প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ
প্রাভাতিক লীলা।

রাধা কৃষ্ণ প্রমোদোত্থ শোভামৃত ধারা।
শত কোটী প্রাণ দিয়া ক্রয় করে যাঁরা ॥
সেই ললিতাদি সখী-দৃষ্টিরূপা মীন।
জালরন্ধ্রে যুগল লাবণ্য ধারে লীন ॥ (১)
বিশাখা কহে ললিতে ! দেখ সহচরি।
*নিরংশুক অংশুধারী! বিহারী-অতিহারী॥
সেই রাধাকৃষ্ণ দোহে অনঙ্গের রণে।
রতি চিহ্ন অলঙ্কারে শোভিছে কেমনে ॥২
* দেখ দোহে অনঙ্গদ ! অনঙ্গদ হন।
* নিরঞ্জন চখে দোহে হৈল নিরঞ্জন ॥

অধর বৈরাগ্য দেখ শয্যা বিশৃঙ্খল।
রজনী অগাধ রতি সূচিত সকল ॥ (৩)
হাঁসিয়া ললিতা কহে গত রজনীতে।
বড় রতি রণ হৈল চূড়াতে বেণীতে ॥
তাই দেখ চূড়া বেণী শিথিল বিষম।
অধরে দশনাঘাত চিহ্ন মনোরম ॥
দোহার বক্ষেতে শোভে নখ-পদ সই।
বল দেখি এ সমরে কে হয়েছে জয়ী ?(৪)
বিশাখা কহিছে দেখ গোবিন্দের পায়।
শ্রীরাধার বক্ষের কুঙ্কুম দেখা যায় ॥

* নিরংশুক=বস্ত্রশূন্য অথচ দোহারকান্তিতে দোহে জড়াইয়াছেন। বিহারী=হারশূন্য। অনঙ্গদ=অঙ্গদশূন্য অথচ দুজনই দুজনকে অনঙ্গ দান করিয়াছেন। নিরঞ্জন=অঞ্জনশূন্য, অতিরঞ্জন।

কুঙ্কুমের ছলে বুঝি হৃদয়ানুরাগ।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লাগায়েছে দাগ ॥
পুন দেখ রাধা পদ যাবকের দাগে।
মস্তকে ধরেছে কৃষ্ণ নিজ অনুরাগে ॥৫
ঐছে সখীগণ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে।
স্বভাগ্য প্রশংসি ভাসে আনন্দ সাগরে ॥৬
ভানুমতী আদি সখীর ইঙ্গিতানুসারি।
শ্রীরূপ মঞ্জরী দেখে যুগল মাধুরী ॥৭
তাম্বুল, যাবকাঞ্জন, কুঙ্কুম ভূষণ।
বিশৃঙ্খল ; তবু দোহে পরম শোভন ॥৮
শ্রীরূপ আদেশে কোন কিঙ্করী তখন।
বসিতে শয্যায় ধরে পৃষ্ঠে উপাধান ॥
কোন দাসী রাধাকৃষ্ণে বিবসন হেরি।
মৃদুল বসনে দিল তনুযুগাবরি ॥
কোনদাসী উভয়ের নিদ্রানাশ তরে।
সরস পীযুষ-বটী দোহমুখে ধরে ॥৯
জাগি দোহে পরস্পর হেরে শ্রীবদন।
তাহা দেখি ধনু সজ্জা করিল মদন ॥১০
সে বিক্রমে কাঁপি দোহে, দোহাজড়াইল।
এককালে কাম দোহায় কীলিত করিল ॥
দোহে মুখচন্দ্র সুধা পানে মত্ত হৈল ॥
স্মরাবেশে কেশপাশে মুখ আচ্ছাদিল ॥১১
লজ্জাদেবী ছিল কুঞ্জ-বাহিরে নিদ্রিত।
সখী কুঞ্জে প্রবেশিতে হইয়া জাগ্রত ॥

ত্বরা রাধা হৃদি গৃহে প্রবেশ করিয়া।
অতিকষ্টে দিল দোহা বন্ধন ছাড়া'য়া ॥১২
কেশে, হারে ,বেশরে, তারঙ্কে জড়াজড়ি।
ব্যাকুলা দেখি রাধারে করিতে
ছাড়াছাড়ি ॥
হাঁসি হাঁসি কোন দাসী যুগলে কহেন।
পরস্পরে বাঁধি যৈছে তোমরা দুজন ॥
হয়েছিলা অতনু প্রহারী, তৈছে হেরি।
হার কুণ্ডল, বেশরে কেশে জড়াজড়ি ॥ ১৪
রাই কহে, থাক দাসি ! তোমাদিগে
জানি।
গ্রন্থি ছাড়াইল দাসী তবু ইহা শুনি ॥ ১৫
একদাসী সুকোমল অমূল্য বসনে।
সুবাসিত জলে ঈষৎ ভিজায়া যতনে ॥
দোহার অধরে দোহার যে অঞ্জন দাগ।
দোহার নয়নে দোহার অধরের রাগ ॥
নাগরের শিরে রাধার যাবক ভূষণ।
মাজিয়া উজ্জ্বল কৈল যৈছন দর্পণ ॥১৬
একদাসী দোহমুখে তাম্বুল সেবিল।
মণি-দীপাবল্যে কেহ আরতি করিল ॥১৭
কোনদাসী যুগলেরে দর্পণ সেবিল।
কোন দাসী অলঙ্কার আনিয়া ধরিল ॥
কোন দাসী ধীরে ধীরে চামর ব্যজনে।
উভয়ের ঘর্ম্ম বিন্দু কৈল নিবারণে ॥ (১৮)

কোনদাসী দর্পণে দেখায় রাধা মুখ।
তাহে শ্যামরত্যাঙ্ক দেখি মনে উঠে সুখ॥
পুন পুন হেরি রাধা ভাবে মনে মন।
কৃষ্ণ সেবাযোগ্য মোর এ নব যৌবন॥
কৃষ্ণের পরশে তাই এত সুমধুর।
সফল জীবন মম কৃষ্ণ বাঞ্ছাপুর॥১৯।২০
রাধা ভাবামৃত কৃষ্ণ দিঠে করে পান।
তাতে রাধা করি কৃষ্ণে কটাক্ষ সন্ধান॥২১
কহে ভো বিলাসি, মম বেশভূষাচয়।
হঠে করিয়াছ তুমি সব অপচয়॥
কুঞ্জে না পশিতে মোর যত সহচরী।
সেইমত বেশ মোর শীঘ্র কর হরি॥
সখীগণ মোরে যেন লজ্জা দিতে নারে।
অনঙ্গেরে তুষ্ট করি সাজাও আমারে॥
সাধু যৈছে পূজে, ইষ্ট বাহিরে আনিয়া।
পূজা অন্তে স্থাপে পুন যথাস্থানে নিয়া॥
তুমি তৈছে নখ পদ আদি লুপ্ত করি।
সাজাহ পূর্ব্বের মত বৈদগ্ধী আচরি॥২৩
রসিকেন্দ্র কহে রাধে! তব অঙ্গ পীঠে।
সত্যই অনঙ্গ দেব হৈয়াছে প্রকটে॥
তাই আমি বাস ভূষা গন্ধ মাল্য দিয়া।
তাঁরে তুষ্ট করি তব শ্রীঅঙ্গ সেবিয়া॥২৪
ভানুমতী আদি দিল সোনার চিরুনী।
কৃষ্ণ কেশ আচরিয়া পুষ্পে বান্ধে বেণী॥

রাগলেখা ধরে চিত্রসম্ভার তুলিকা।
বিচিত্র চিত্রিল হরি কস্তুরী তিলকা॥২৬
লবঙ্গ মঞ্জরী দিল কর্ণ ভূষণ।
অঞ্জনে রঞ্জিল রাধা কমল নয়ন॥২৭
রুচি মঞ্জরী হাতে দিলা রত্ন হার।
শ্রীরাধার বক্ষে হরি দিতে উপহার॥
গর্ব্বিণী শ্রীরাধা কহে ওহে কলানিধি!
না রচিয়া চন্দন কাচলী বক্ষে, যদি—
আগে পড়াইলে হার, দেখি লাগে হাঁস।
এই তব সিঙ্গারে চাতুরী পরকাশ? ২৮
রাধা বাক্যে কৃষ্ণ কহে অহঙ্কার করি।
চিত্রকাজে গর্ব্বিণী তব যত সহচরী॥
এই দেখ আমি সুবিচিত্র চিত্র করি।
বিস্মাপিত করি'ছি সেসব গোপনারী॥২৯
ইহা বলি চাহিতেই সেবাদাসী প্রতি।
চিত্রোপকরণ সবে ধরে শীঘ্রগতি॥
রহোলীলা দর্শনাশে সবে দাঁড়াইলা।
রাই বক্ষ চিত্রিতে শ্যাম কামে বিদ্ধ হৈলা
কম্পে হস্তে রেখা বক্র হয় বারে বারে।
স্ববক্ষে ধরিয়া শ্যাম চাহে মুছিবারে॥
দেখি দাসী ভাবে মনে বুঝি রাধা প্রাণে।
কামাগ্নি জ্বালিছে ধৈর্য্য ইন্ধনদহনে॥৩১
বেশ কি হইবে, দোহার ধৈর্য্য গেল দূরে।
বিলাসের ছিন্নবেশে সাজা'ল দোহারে॥

জালরন্ধ্রে আঁখি রাখি যত সখী দাসী ।
"ঐছে চিরদিন হেরি" এই অভিলাষী ॥
এখনি প্রভাত আসি কৈলি সুখনাশ ।
ধিক্ তোরে বিধি, একি কৈলি সর্ব্বনাশ ॥
একে কেলি দৃষ্টে সবার চিত্তে হর্ষোদয় ।
পূর্ব্বদিকে হেরি পুন দুখে ম্লান হয় ॥
তরলতাশ্রিতা সখীর হর্ষ বিষাদে ।
সেই দৃষ্টি স্ফূর্ত্তি পায় সাধকের হৃদে ॥৩৪

সখীগণ চতুরিণী কেলি অবসান জানি ।
প্রবেশিলা বিলাস মন্দিরে ।
রাধিকা জানিয়া চিতে কৃষ্ণ বক্ষস্থল হৈতে
সরি, বৈসে আসন উপরে ॥
কৃষ্ণও সময় জানি শুনিতে সখীর বাণী
কপট নিদ্রায় শু'য়ে রহে ।
দাসী পক্ষপাতী করি চতুরা শ্রীরাধা প্যারী
সখী প্রতি ভঙ্গী করি কহে ॥ ৩৫।৩৬

"ধন্যা সব সখীগণে মম সঙ্গে ভাল মনে
করিয়াছ সখ্য ব্যবহার ।
মোর ভাগ্যে এবে মোরে দরশন দান করে,
এবে বুঝি চাহ কিনিবার ॥" ৩৭

হে উদ্ধতা সহচরি ! আমি কুলাঙ্গনা নারী
ছল করি গৃহ ছাড়া ক'রে ।
হঠে এ কুঞ্জে আনিয়ে লম্পটের হাতে দিয়ে
অন্তর্হিতা হ'লে কোথাকারে ॥ ৩৮

ভাগ্য মোর "পুরাতনী পুণ্যরাশি', এ রজনী
রক্ষা করিয়াছে ভালমতে ।
যে প্রভাবে নিশি ভরি পার্শ্বে শয়ন করি
ধ্বংশ নাহি হৈল সতীব্রতে ॥ ৩৯

সহস্র গোপীর সঙ্গে বহুনিশি জাগি রঙ্গে
এ কারণ নিদ্রাবেশে ছিলা।
তাই স্বপ্নদেবী মোরে কৈল এই উপকারে
লম্পটের স্পর্শ নাহি দিলা ॥ ৪০

শুনিয়া ললিতা ভনে "রাধা সতী" কে না জানে
"কে না জানে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।"
শ্রুতিবন্দ্য ব্রহ্মচারী নির্দ্দোষ সে সঙ্গ, তারি
সঙ্গরঙ্গ পদ সে নেহারি ॥ ৪১

এই ব্রহ্মচারী বরে স্ত্রীলিঙ্গ শবদ ব'লে
নিদ্রাকেও না কৈলেন স্পর্শ।
সে তোমার অনঙ্গ-সঙ্গী তুমি তার অনঙ্গ-রঙ্গী
সত্য বুঝি পাইয়াছি হর্ষ ॥ ৪২

বিশাখা কহে ললিতা আমি সব অবগতা
দুহু ধর্ম্ম শর্ম্ম লাভ তরে।
প্রয়াগের কাম্যকূপে পশিয়াছে ভালরূপে
নিজ-তনু ত্যাগ করিবারে ॥

সুচিত্রা কহিছে, সখি সে শর্ম্ম কি? বল দেখি
বিশাখা কহিছে, তবে শুন।
সতীত্বও ব্রহ্মচর্য্য দোহার যে ধর্ম্মবর্য্য
প্রয়াগে বিলয় পে'য়ে পুন ॥

এইবার পুষ্ট হৈয়া দোহাকারে মিলাইয়া
সম্প্রতি কৈরেছে সম্প্রয়োগী।
"ধর্ম্ম যৈছে পরিপাকে বিশুদ্ধ চিত্ত ধার্ম্মিকে
অচ্যুত যোগেতে করায় যোগী ॥" ৪৩

রাই বৈরাগ্য ধুরাধরা নৈর্গুণ্য মুক্তাহারা
নিরঞ্জনোদার দৃষ্টিযুতা।
তাই সে অচ্যুতযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্তা সম্প্রয়োগে
লক্ষ্য করি জানিনু সত্যতা॥ ৪৪
কৃষ্ণও আত্মভু তত্ত্ব পূর্ণানুভব নিমিত্ত
স্বেচ্ছায় স্বাধীন মায়াশ্রিত।
গুণাতীত অতি মুক্ত সেবে যার মোক্ষপদ
সে কৃষ্ণও সিদ্ধি শয্যাভুত॥ ৪৫।৪৬
যদিও এ রাধাশ্যাম সিদ্ধি লাভে পূর্ণকাম
তথাপি রাধার অধিকত।
"রাধা হৃদম্বরান্তরে স্বানন্দানুভূতি স্ফুরে
চিত্র-ইন্দু পুনর্ভব ক্ষত॥"
শুনি নর্ম্মালাপ চয় পুলকাঙ্গ মর্ম্মময়
হাস্য সম্বরিতে নারে হরি।
শয্যা হতে উঠি হাঁসি সখীর নিকটে আসি
নিজ বক্ষ প্রদর্শন করি॥
কহে সখি এই দেখ "হৃদয়ে চিত্রেন্দু লেখ
মম বক্ষে লিখেছে এ রাধা।"
রঙ্গ দেখি সখীগণ নহে হাস্য সম্বরণ
রাইও হাঁসে বস্ত্র-মুখাচ্ছাদা॥
ভ্রূভঙ্গে কৃষ্ণেরে তাড়ি স্বকর কমলে প্যারী
কৃষ্ণ-বক্ষ-চিহ্ন ঢাকি কহে।
যদি তব বক্ষস্থলে চিত্রা ইন্দু লেখা খেলে
অন্য সখী কেন বাকী রহে॥

রাই বৈরাগ্য ধুরাধরা নৈগু ণ্য মুক্তাহারা
নিরঞ্জনোদার দৃষ্টিযুতা।
তাই সে অচ্যুতযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্তা সম্প্রয়োগে
লক্ষ্য করি জানিনু সত্যতা॥ ৪৪
কৃষ্ণও আত্মভু তত্ত্ব পূর্ণানুভব নিমিত্ত
স্বেচ্ছায় স্বাধীন মায়াশ্রিত।
গুণাতীত অতি মুক্ত সেবে যার মোক্ষপদ
সে কৃষ্ণও সিদ্ধি শয্যাভুত॥ ৪৫।৪৬
যদিও এ রাধাশ্যাম সিদ্ধি লাভে পূর্ণকাম
তথাপি রাধার অধিকত।
"রাধা হৃদম্বরান্তরে স্বানন্দানুভুতি স্ফুরে
চিত্র-ইন্দু পুনর্ভব ক্ষত॥"
শুনি নর্ম্মালাপ চয় পুলকাঙ্গ ঘর্ম্মময়
হাস্য সম্বরিতে নারে হরি।
শয্যা হতে উঠি হাঁসি সখীর নিকটে আসি
নিজ বক্ষ প্রদর্শন করি॥
কহে সখি এই দেখ "হৃদয়ে চিত্রেন্দু লেখ
মম বক্ষে লিখেছে এ রাধা।"
রঙ্গ দেখি সখীগণ নহে হাস্য সম্বরণ
রাইও হাঁসে বস্ত্র-মুখাচ্ছাদা॥
ভ্রূভঙ্গে কৃষ্ণেরে তাড়ি স্বকর কমলে প্যারী
কৃষ্ণ-বক্ষ-চিহ্ন ঢাকি কহে।
যদি তব বক্ষস্থলে চিত্রা ইন্দু লেখা খেলে
অন্য সখী কেন বাকী রহে॥

ললিতা বিশাখা ভোগ্যা তোমার পরম যোগ্যা
এ বক্ষে কি পাইবেনা স্থান ?
তা'দেরে নখাঙ্ক দিলে তার পুরস্কার ছলে
করিত যে ত্রিগুণ প্রদান ॥ ৪৯।৫০।৫১

দুহু রসালাপ শুনি সখী কহে, রসমণি
রাধা মুখে এইতো শুনিলে।
তুমি সারা নিশিঘোরে অচৈতন্য নিদ্রাভরে
তবে কার চিত্র বক্ষস্থলে ॥
যদি কহ রাধাকৃত তা কভু না সম্ভবেত,
সাধ্বী স্তত সাধ্যা যে শ্রীরাধা।
তব পাশে এক শেষে নিশি যাপিলেও সে যে
তারি পূণ্যে সাধিয়াছে সাধা ॥ ৫২

কৃষ্ণ কহে শুন সখি সত্য সে পরম সাধ্বী
রাধার প্রচুর পূণ্য আছে।
সে বলে অবলা হৈয়া অতনু রণে বুঝিয়া
নিশিযোগে মোরে জিনিয়াছে ॥
সেই অহঙ্কার ভরে নখরূপ অস্ত্র ধরে
বক্ষস্থল ক'রেছে খনন।
মম বক্ষস্থলস্থিত অতি যত্নে সুরক্ষিত
লইবারে এই প্রাণ মন ॥ ৫৩

সখীগণ কহে হাঁসি তব বুকে ক্ষত রাশি
কি রীতে করিল বহুতর।
তবে ছলে গোপী-মালা জনে জনে ধরি কালা
দিলা সেই প্রশ্নের উত্তর ॥ ৫৪

ঐছে প্রাতে মধুসূদন প্রফুল্ল পদ্মিনীগণ
দেখি বৃন্দা আনন্দে মগন।
কিন্তু প্রাতঃকাল দেখি কম্পিত চঞ্চল আঁখি
ভয় চিন্তা মগ্ন পুন পুনঃ॥
গোপী চন্দ্রাননোদয় নৈশ চন্দ্র অস্ত হয়
লীলা ভঙ্গ ভয়ে দেবী ভীত।
বেদে আছে তমোক্ষয়ে প্রকাশে আনন্দ হয়ে
কিন্তু দেবীর হৈল বিপরীত॥ ৫৭
কেলি ভঙ্গ নহে দেখি "কক্ষটী মর্কটী" ডাকি
আজ্ঞা দিলা শ্রীবৃন্দা তখন।
কক্ষটী কহিছে ডালে ঐ দেখ প্রাতকালে
"জটিলা করিছে" আগমন॥ ৫৮।৫৯
"জটিলা" শবদ মাত্রে ব্রজরামাগণ গাত্রে
বৈবর্ণ্যাদি লৈয়া নিজ বশ।
'শঙ্কাই' অগস্ত্য হৈয়া সে বিলাস সিন্ধু লৈয়া
চুলুকিত করিল সকল॥ ৬০
হায়! সখি, কি করিব কেমনে ভবনে যাব
বলি, বাহিরিল কুঞ্জ হৈতে।
ভীত চিতে আলাপনে ইতি উতি নিরীক্ষণে
শ্লথ পদে এল প্রাঙ্গনেতে॥ ৬১
অঙ্গনে আসিয়া ধনী কহিছে সখেদ বাণী
অল্পতর সুখনিশি গেল
হায় অতি দুঃখ প্রদা জটিলা রাত্রি জটিল দা
আশালতা গ্রাসিয়া বসিল॥ ৬২

তবে কত সখী দাসী পুন কুঞ্জ গৃহে পশি
যুগল প্রসাদী ছিন্ন মালা।
অঙ্গোত্তীর্ণ চন্দনাদি ফেলামৃত, মণ্ডনাদি
পরস্পর লোভে বাটি নিলা ॥ ৬৩
রাধাকৃষ্ণ 'শঙ্কা'বলে অঙ্গ অঙ্গ "ত্যাগ কালে
পুন সঙ্গ "ঔৎসুক্য প্রবল।
পরস্পর যুদ্ধে হয় প্রথমের পরাজয়
"ঔৎসুক্য" পাইল জয় বল ॥
কৃষ্ণ বাহু রাধা কাঁধে পুন রমণীয় ছাঁদে
শোভে যেন বিদ্যুতে জলদে।
লীলামৃত বর্ষে হেরি হর্ষে ময়ুর ময়ুরী
রঙ্গে নৃত্য করে কেকা নাদে ॥
সখী, দাসী চখে হেরি "মেঘ বিজুরী জড়াজড়ি"
বলি সবে বিভ্রান্তা হইলা। ৬৫
তৃষ্ণা শঙ্কায় যুগপৎ দোহে দোহা মুখ ও পথ
হেরি হেরি ব্রজেই চলিলা ॥
এক চখে প্রিয়ে দেখে অন্য আঁখি পথে রাখে
কেহ পাছে দেখিবে বলিয়া।
সভয়ে চঞ্চল হিয়া ইতি উতি নেহারিয়া
পরস্পর চলিলা ধাইয়া ॥ ৬৬
চন্দ্ররূপ রাজাভাবে অরুণ দস্যু প্রভাবে
সুহৃদন্ধকার পলাইল।
দূরস্থিত স্থানু হেরি শঙ্কে কিশোর কিশোরী
"জটিলাই" দেখিতে লাগিল ॥ ৬৭

রাধাকৃষ্ণ বাহু বেড়ে "জটিলাগমন ভয়ে"
নৈল তাই কাম শরাহত।
সূর্য্যোদয়ে পদ্মীগণে পীড়া দিতে 'কাম' মনে
শর সন্ধান হৈল বিস্মৃত ॥ ৬৮

'ঔৎসুক্য' সেনানীয়ে অনুকুলাচরনীয়ে
ভুজে বাঁধি নিকুঞ্জ সীমায়—
আসিবা মাত্র, তথায় বলবতী সে 'শঙ্কায়'
ঔৎসুক্যেরে জিনিল হেলায় ॥ ৬৯

'শঙ্কা'রাধা স্কন্ধ হৈতে কৃষ্ণ বাহু ছাড়াইতে
অনায়াসে হইলা সফলা।
দোহে সকাতর আঁখি কাঁদি পরস্পরে দেখি
প্রিয় সখীগণে কাঁদাইলা ॥ ৭০

বিপরীত পথে যেতে ভাবী বিরহে খেদে
মুখ বিধু মলিন হইল। ৭১
দোহে দোহ চিত্ত মণি পা'য়াও "বিচ্ছেদ গ্লানি"
হেরি, "প্রেম" প্রতিভূ রহিল ॥

রাধা সঙ্গ হারা "হরি" পথে পা'য়া "ব্যথা"-নারী
আলিঙ্গন করি রুদ্ধ কৈলা।
অরুণ কৃষ্ণ-নয়নে উষ্ণ-অশ্রু-বরিষণে
পথে তাই চলিতে নারিলা ॥ ৭৩

কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথা অনুভব করি রাধা
যাইতে সে নিজ নিকেতন।
সখী ধরি শ্লথ পদে ব্যথিত কম্পিত হৃদে
সখী প্রতি বলিছে বচন ॥

সখি, এবে কোথা যাও দাও মোর বঁধু দাও.
বিচ্ছেদ ব্যথায় মরি মরি।
এ সময় কোথা যাবে? ব্রজে নিয়ে কি করিবে?
একি কর হয়ে সহচরি॥
একে কৃষ্ণ-সঙ্গ ভঙ্গ দারুণ ধাতার রঙ্গ
সে বিধির শত্রুতা সম্ভবে।
প্রাণাধিক তোরা মোরে নি'বি শ্বশ্রূ অন্ধ-ঘোরে
"এই দ্রোহে" কে আর রক্ষিবে॥ ৭৫
অনুরাগ তৃষ্ণা লৈয়া সারা নিশি বিলাসিয়া
ভাবে, শ্যাম সঙ্গেতে বঞ্চিত।
তাই ললিতারে ধরি কহিছে বিলাপ করি
নিজ মন আকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিত॥
মোরে প্রলোভিতা করি আনিলি নিকুঞ্জে ধরি
কৃষ্ণসঙ্গ সিন্ধু মিলাইতে।
এই গৃহ ছাড়াইয়া পুন যাও গৃহে লৈয়া
কি কারণে না দিলা নাহিতে॥ ৭৬
এই দেখিনু অস্তে রবি! এ দেখি পূর্ব্বে সে ছবি!
রজনী কি হয় নাই আজ? ৭৭
সখি, মোর এই "কাণে কৃষ্ণ কথামৃত পানে"
লেশেও কি পড়ে গেল বাজ?
যে রসনা, যে নয়ন, সে রস, রূপ স্বাদন
লেশও না করিল গ্রহণ।
সেই শ্রুতি সে রসনা ধিক্ তার সে রচনা
কেন হায় নহিল মরণ॥ ৭৮

শুনি, সখী কহে ধীরে নিশিতে সে "যোগে" তোরে
যে নির্ব্বেদ পদ্ধতি পড়া'ল।
রাধে! যা বলিছ, আহা! এবে "বিয়োগে"ও তাহা
আত্মদৈন্যে স্ফুরণ করা'ল॥
কৃষ্ণ পঞ্চামৃতগণ মিলনে যে আস্বাদন
অনুরাগ তৃষ্ণায় করাইল।
বিয়োগ নির্ব্বেদ রীতে এবে তার বিপরীতে
অলঙ্কার করি পড়াইল !! ৭৯
বাক্য না সমুঝে প্যারী সব সখী ধরি, ঘেরি
গৃহে আনি শয্যায় শোয়া'ল।
গৃহ প্রবেশের কালে প্রেমের অচিন্ত্য বলে
কারো দৃষ্টি গোচর না হৈল॥ ৮০

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে প্রাভাতিক
লীলানাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় স্বর্গ

রসোদ্গারাদি লীলা

রাধা আসি নিজ গৃহে হৈলে নিদ্রাগতা।
শ্রীরূপাদি মঞ্জরীর গণ হৈয়া স্নাতা॥
চন্দনাদ্যে নিজ তনু অনুলেপ করি।
শ্রীরাধা প্রসাদী-মাল্য-বসনাদি পরি॥
গুরু-সখী-দত্ত কৃপাভরণ ধারণে।
অপূর্ব্ব কান্তিতে পুষ্ট হৈলা সব জনে॥
আত্মসুখ ছাড়ি যাঁরা প্রেম-সেবা রত।
সে "রূপাদি" দাসিগণে সৌন্দর্য্যাদি কত॥
যাঁদের নখাগ্র রেখা সৌদামিনী জিনে।
মূর্ত্তা কলাবতী যাঁরা যুগল সেবনে॥
সে প্রতি মঞ্জরী যুথেশ্বরী উপযুক্তা।
রাধা-দাস্যামৃত রসে তাতেও বিরক্তা॥ ২

যাবটে জটিলা বাসে   অন্তঃপুরোত্তর পার্শ্বে
স্বতন্ত্র নিবাসে শ্রীরাধিকা।
বৃষভানু মহারাজে   নানা শিল্পে রত্ন সাজে
নির্ম্মি দিল উজ্জ্বলাট্টালিকা॥ ৩
কি অলিন্দ, ছাদ, স্থূণ   গোপানসী, কোষ্ঠাঙ্গন,
বেদী, কবাট রত্নে ঝলমল।
মণি দীপাবলী দীপ্ত   নানা চিত্রাবলী যুক্ত
জননেত্র চিত্র্য টলমল॥

বিষ্ণুতে সারূপ্য প্রাপ্তে লোকে যে বৈচিত্র্য ব্যাপে
সে বৈচিত্র্য জানি সাধারণ।
রাই অট্টালি দৃষ্টিমাত্রে স্বনিষ্ঠ্য জাড্য বৈচিত্র্যে
সর্ব্বোৎকর্ষে হয় যে স্ফুরণ ॥ ৪
অট্টালি'পরি রাজিত ইন্দ্র নীল মণিকৃত
মেঘতুল্য বলভী উপরে।
রজত নির্ম্মিত শ্বেত হংসশ্রেণী সুসজ্জিত
পরমাপরূপ শোভা ধরে ॥
নীলিমা বলভী হেরি কত ময়ূর ময়ূরী
মেঘবোধে পেখম ধরিছে।
রজতের হংসচয় তাহা দেখি পা'য়া ভয়
শত্রুবোধে পক্ষ সঙ্কুচিছে ॥ ৫
সে গৃহে কিঙ্করীগণ রাই শয়ন ভোজন
উপবেশনাদির যে বেদী।
সুগন্ধি সলিল হাতে গুরু-সখী আনুগত্যে
রাধাপদ স্মরি স্মরি কাঁদি ॥
মার্জ্জন করি শোধিল তাহে চন্দন লেপিল
জল শোষি মৃগ লোমাসনে।
তাহে আস্তরণ দিয়া সকলে মিলিত হৈয়া
সুখে কৈল চাঁদোয়া বন্ধনে ॥ ৬
পাত্র মাজে কোন নারী কেহবা যোগায় বারি
সবে কাল-যোগ্য সেবা করে।
কেহ বিচিত্র বসনে আচ্ছাদিয়া রত্নাসনে
সুকোমল উপবর্হ ধরে ॥ ৭

এক দাসী পূর্ব্বদিনে যে দিব্য বস্ত্রাভরণে
শোধি রাখি'ছিল পেটিকায়।
কঙ্কনের ঝনৎকারে তাহা খুলি দেখি, পরে
কুঙ্কুমাদি চন্দন ঘর্ষয় ॥
সুমনা কিঙ্করী এক বিচিত্র কুসুমে দেখ
গড়ে চূড়া, কটক, কাঞ্চি হার।
আর দাসী প্রেমভরে জাতি, লবঙ্গ, কর্পূরে
গড়ে রস-তাম্বুলোপহার ॥ ৮
সেকালে চৌদিকে শুনি দধি মন্থনের ধ্বনি
ব্রাহ্মণেরা উচ্চ বেদ গায়।
শুনি গোপ, বৎসগণ, যেন বধির শ্রবণ
দোহনের হয় অন্তরায় ॥ ১০
প্রাতে শ্রেষ্ঠ বন্দীগণ করে কৃষ্ণ গুণগান
সুধার তরঙ্গ উঘারিয়া।
শারী শুক ময়ূরাদি পাখীগণ কল নাদি
ব্রজলোক দিল জাগাইয়া ॥ ১১
ব্রজ দেবীগণ জাগি কৃষ্ণের দর্শন লাগি
নন্দগৃহে গমন উৎসুকা। ১২
হেনকালে রাধামুখ দেখিতে যাহার সুখ,
এ'ল বড়াই স্নেহের পেটিকা ॥
রাধিকা মন্দিরে ঢু'কে হে রাধে! হে রাধে! ডাকে,
পুন পুন বাৎসল্যের ভরে। ১৩
"হে আর্য্যে এখানে আমি" বলিয়া জাগিয়া ধনী
জৃম্ভা তুলি মুখরাকে হেরে ॥

মুখরা রাধার বুকে কৃষ্ণ-পীতাম্বর দে'খে,
না দেখার করি অভিনয়।
রাধিকারে ক্রোড়ে ধরি করাঙ্গ মার্জ্জন করি
নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয় ॥
হে রাধে! প্রভাত হৈলে তবু নিদ্রাগত ছিলে ?
তুমি কি দেখ না সূর্যোদয় ?
স্নান করি সূর্য্য পূজ, প্রথমে কিঞ্চিৎ ভুঞ্জ
নিত্য তোর তনু কৃশ হয় ॥ ১৪।১৬
রাধারে লালন করে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন তরে
ত্বরা বুড়ী নন্দ-পুরে যায়। ১৬
রত্ন পর্য্যঙ্কে বসিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া
আছে ধনী সখী প্রতিক্ষায় ॥
তবে আসি সখীবৃন্দে হইয়া মণ্ডলী বন্ধে
রাধাচন্দ্রে ঘেরিয়া বসিলা।
রাধা সঙ্গে সখী যত হাঁস পরিহাসে রত
হেনকালে আইলা শ্যামলা ॥ ১৭
রাধাসহ সম্মিলনে আনন্দামৃত সেবনে
হৃদে যিনি ক'রেছে নিশ্চয়।
হৈয়া যিনি যুথেশ্বর কৃষ্ণ সঙ্গ অনাদরি
রাধামুখে "রতিকথা" চায় ॥ ১৮
কাল জানি সে শ্যালা রাধা নিকটে আইলা
দেখি ধনী ধাইয়া ধরিলা।
গাঢ় আলিঙ্গন করি আদরে সে কণ্ঠ ধরি
নিজ রত্নাসনে বসাইলা ॥

পুন অনুরাগ ভরে কহে ধনী শ্যামলারে
তো'কেই ভাবিতেছিনু আমি।
এই যৈছে দেখা দিলে, তৈছে মোর বাঞ্ছা ফলে
তবেই আজ সুপ্রভাত গণি॥
শ্যামে! মোর তৃষ্ণাতরু সতত বাড়িছে গুরু
সখীরাও করিছে সিঞ্চন।
তথাপি ফলে না ফল, পূরিবে কি কৌতুহল?
সে ফল কি করিব দর্শন? ১৯।২০
হাঁসিয়া শ্যামলা কয় যদি তরু না ফলয়
চিন্তা নাহি, হবে ফলবান।
সে তরুর ফল-সঙ্গ গুণে যে তোর অলসাঙ্গ!
কি ফলের আশ্চর্য্য বিধান!!
যার সৌরভ্য রসালে আস্বাদি আপনা ভু'লে
অনন্নুভূতই মনে হয়।
যাহার অরুণ রসে তব আঁখি রসালসে
করি দিল অরুণিমা ময়॥
সেই ফল দেখ নাই? বড়ই বিচিত্র রাই!
যাহা পুন পুন আস্বাদিয়া।
হৈয়াছে অধরে ব্রণ সেই ফল আস্বাদন
কর নাই? কিমাশ্চর্য্য ইহা॥
এই বাক্‌ভঙ্গি-দ্বারে সে লক্ষণ ব্যক্ত ক'রে
তবে ধনী কয়, হে শ্যামলে।
মরম সঙ্গিনী হৈয়া মন ব্যথা না বুঝিয়া
আরো মোরে পরিহাস কৈলে?

তবে শোন মোর ব্যথা তাঁর অনুভব কথা
কথা ক্রমে মনে যা পড়িল।
যৈছে ঘন অন্ধকারে দ্যুৎ প্রকাশ করে
আরো গাঢ় আঁধারে ডারিল ॥
তৈছে সখি এ জনমে একবার অল্পক্ষণে
পিয়া মোরে দিয়া দরশন।
দুঃখ নাশ করি পুন অদর্শনে শত গুণ
করিয়াছে দুঃখেরি বর্দ্ধন ॥ ২১।২৩
শ্যামা কয় হে রাধিকে বিদ্যুৎ কহ যাঁহাকে
সেই তো প্রণয় কলানিধি।
অমৃত করাগ্র দানে সুখী কৈল তব মনে
সে কলায় শোভে বক্ষজাদি ॥ ২৪
রাধা কয় হে শ্যামলে তারে কলানিধি ব'লে
যে তোমরা করেছ নিশ্চয়।
সে আমায় নানা ছলে কলাদানের বদলে
"কলঙ্কই" প্রদান করয় ॥
শুন শ্যামা সুরঙ্গিনি মোর দৃষ্টি চকোরিণী
যে কিছু কৌমুদী কণা পায়।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দূরে থাক "নয়নের সুখ হোক্"
তাও সখি, পূর্ণ নাহি হয় ॥ ২৫
শ্যামলা কহিছে শুনি অবহিত্থা ছাড় ধনি!
আমার যা মনো অভিলাষ।
স্পষ্ট করি আজ বল তোমার মুখ কমলে
শুনি আজি রজনী বিলাস ॥

সুধাময়ী সে গঙ্গায় নিমজ্জিত করি তায়,
সব তাপ দূর কর রাই।
কৃষ্ণ-সঙ্গোল্লাস রাশি আমি বড় ভালবাসি
জানতো অন্য বাসনা নাই ॥
যৈছে সদাচারী রীত প্রাতঃ সিনান ব্যতীত
কোন কার্য্য চিত্তে নাহি ভায়।
কৃত বিলাস তরঙ্গে তোমার কথার গঙ্গে
না ডুবিলে ব্যর্থ মানি কায় ॥ ২৬
শ্যামার আগ্রহ শুনি সান্দ্র অনুরাগে ধনী
কহে কিবা ক'বলো শ্যামলে
নিকুঞ্জ-নিলয়ে শ্যাম কান্তি ধারে অবিরাম
যবে মোরে স্নান করাইলে ॥
কে তখন মোরে যেন অসংখ্য মত্ত-মদন
চিত্র নাট্য-মঞ্চে লই গেল।
যাহার প্রভাবে মোর সর্ব্ব অঙ্গ জর জর
মন বুদ্ধি সকল ব্যাকুল ॥ ২৭
যবে আমি সভ্য রূপে নাট্য দেখি অপরূপে
তুষ্ট হৈয়া সে কন্দর্প-চয়ে।
সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি-সার দিয়াছিনু পুরস্কার
তারপর মোর মনে লয়ে—
সে রঙ্গ ভূমিতে আরো কত নাট্য চমৎকার
হয়েছিল স্বতঃ প্রাদুর্ভূত।
তাহা মুই চেষ্টা করি কিছুই স্মরিতে নারি
সব যেন হয়েছি বিস্মৃত ॥ ২৮

শ্যামলা কহিছে ধনি যে বিলাস সিন্ধুমণি
নিজ নাট্যে কোটী কন্দর্পেরে—
বিস্মিত মুর্চ্ছিত করে কি আশ্চর্য্য, তুমি তা'রে
নাচায়েছ হয়ে সূত্রধারে!!
তবে কেন বল তুমি সভ্য হইয়া আমি
কাম নৃত্য করেছি দর্শন?
হেন লয় মোর মন কর তুমি সঙ্গোপন
কিংবা তব এ মিথ্যা ভাষণ॥
রাই কহে যা কহিলে মোর মুখে যা শুনিলে
ইহা ছাড়া আরো কত কত।
শত শত আস্বাদনে অনুভূতি মোর মনে
স্মৃতি ভাসে হয় সমুদিত॥
কিন্তু সখি সে সকল স্বপ্ন! কিবা ইন্দ্রজাল!
অথবা কি মোর চিত্ত ভ্রম!
এখন অবধি সেই অন্তরের তর্ক যেই
নিশ্চিত করিতে নারি ক্রম!!
তৃষ্ণা ক্ষুধাতুর জনে স্বপ্নে যে পান ভোজনে
যৈছে তৃপ্তি নহে কদাচন।
তৈছে সে বিলাসী সঙ্গ আমার কি দৈব রঙ্গ
মিথ্যা বলি হয় প্রপাদন॥ ২৯।৩০
রাধার সন্দেহ শুনি শ্যামলা কহিছে, ধনি
যে মুখাব্জ-গন্ধে নারী কুলে।
অন্ধ করে, সে আসব তৃষ্ণায় পিয়াছ সব
ভ্রমই তাহা! নহে ইন্দ্রজালে॥ ৩১

'রাই' 'শ্যামা' কথা বলে মধুরিকা হেনকালে
নন্দপুর হৈতে উপনীতা।
সাদরে সঙ্গিনীগণ বসিতে দিল আসন
কৃষ্ণকথা শ্রবণে ব্যগ্রতা ॥ ৩২
মধুরিকা হাঁসিকয় শুন রাধে, সখিচয়,
যে কৌতুক দেখিলাম ব্রজে।
প্রাতঃকালে যশোমতী হয়ে অতি ব্যগ্রমতি
দেখে কৃষ্ণ শুতি আছে শেযে ॥
অতি স্নেহে নন্দরাণী ডাকে, জাগো নীলমণি,
তাতে ঝরে স্তন্য আঁখি লোর ! ৩৩
শুনি হরি নিদ্রোত্থিত আলসে আঁখি ঘুর্ণিত
মুখে জৃম্ভা গন্ধে অলি ভোর ॥
তরুণাঙ্গ সংমোটিত বক্র উর্দ্ধাদিক্ গত
মুখপদ্মে কি অপূর্ব্ব শোভা।
চলিত অলকাকুল খলিত চূড়ার ফুল
সে সৌন্দর্য্য জগ মনলোভা ॥ ৩৪
যশোদা আনন্দে শীর্ষে হস্তে স্নেহে করি স্পর্শে
অব্যাদজোহঙ্ঘ্রি মণিমান আদি।
মন্ত্র পড়ি কৃষ্ণ দেহে উর্দ্ধে দৃষ্টি করি কহে
হে নারায়ণ, হে কৃপানিধি ॥
তুমিই কারুণ্য-ভূপ বন্ধুগণ প্রাণ রূপ
এই পুত্র করেছ অর্পণ।
নিরুপাধি কৃপাময় মোরে হইয়া সদয়
এই ধন করিও রক্ষণ ॥ ৩৫।৩৬

সে ক্ষণে রোহিনী আসি কিলিম্বা ও পৌর্ণমাসী
উপনীতা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে।
আদর সম্মান করি বসাইয়া ব্রজেশ্বরী
পুত্র দ্বারে করাইলা প্রণামে ॥ ৩৭
পুন কহে মধুরিকা শুন রাধে! গান্ধর্ব্বিকে,
অদ্যকার বিচিত্র ঘটনা।
যশোদা কৃষ্ণের গাত্রে নীলাম্বর দেখি মাত্রে
কেন হেন, করিছে ভাবনা।
"অধর-তাম্বুল রাগে" দেবী কৃষ্ণ-গণ্ডে দে'খে,
ভঙ্গি করি কহিছে মাধবে।
তব গণ্ড দর্পণেতে অরুণ-তাড়ঙ্ক দ্যুতে
প্রতিবিম্ব পড়ে'ছে সম্ভবে ॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া হরি অতি চতুরতা করি
তোমাকেই চুম্বনের কালে।
নিজ গণ্ড-স্থল দাগ তোমার সে চুম্ব রাগ
মুছিলেন নিজ পাণি-তলে ॥ ৩৯
সমস্ত রজনী ভরি অনঙ্গ বিলাস করি
উত্থানের কালে ঘুর্ণা হেরি।
বলে, দেখ গো রোহিনী কল্য কৃষ্ণ কি ভুঞ্জে নি?
ভোজ্য দ্রব্য আন শীঘ্র করি ॥ ৪০
দাসগণে ডাকাইয়া মণি পীঠে বসাইয়া
আজ্ঞা দিল মুখ প্রক্ষালিতে।
আজ্ঞা পে'য়ে দাসগণে পরম উল্লাস মনে
সেবে নিজ নিজ সেবা রীতে ॥

দক্ষিণে শ্রীবলরাম শ্রীমধুমঙ্গল বাম
সে কালে সে পীঠেতে বসিল।
চপলা ও সুধাকর মধ্যে নব জলধর
চিত্রশোভা প্রদীপ্ত হইল ॥ ৪১

রজতের পাত্রে করি রোহিণী নবনী ভরি
মিশ্রি ও কর্পূর সুবাসিত।
দেখি হেন লয় চিত মাতৃ হৃদি-পদ্ম স্থিত
বাৎসল্যই পাত্রে সংস্থাপিত ॥ ৪২

ব্রজরাণী ত্বরান্বিত মিশ্রি যুত নবনীত
কৃষ্ণ, বলরাম ও মঙ্গলে।
বারে বারে পরিবেশে ভু'ঞ্জে সবে পরিতোষে
পরিতৃপ্ত হইল সকলে ॥

কিন্তু সে মধুমঙ্গল ভোজনের কৌতুহল
বারে বারে লাগিল কহিতে।
"ক্ষুধার্ত্তই রৈনু আলি" শুনি আরো নন্দরাণী
দিল বহু নবনী খাইতে ॥ ৪৩

ভোজন করা'য়া মায় পরম কৌতুক পায়,
হেনকালে গোপ আসি কয়।
হে শ্রীকৃষ্ণ! গোপগণ করিতে নারে দোহন,
ধেনু কারো কথা না শুনয় ॥ ৪৪

গোগণ তোমার পথে দৃষ্টি দিয়াঁ স্বনিকটে—
নিজ বৎস না করে লেহন।
তব অদর্শনে সবে ঘন ডাকে হম্বা রবে
ক্ষণ মাত্র না করে সহন ॥ ৪৫

শুনি কৃষ্ণ স্মিত মুখে মায়েরে ভাসা'য়ে সুখে
গো দোহন করিতে চলিলা।
রাণী কয় বলদেবে অগৌণে ঘরে ফিরিবে
কানু সঙ্গে শীঘ্র করি খেলা॥ ৪৬।৪৭

জননীর বাক্যশুনি কহিছেন যদুমণি
তুমি মোরে না কর বিশ্বাস।
তুমি যে কহ দাদায় 'আমি যদি শিষ্ট নই'
কেন বা থাকিব দাদার বশ? ৪৮

রাণী কয় বৎস! তুমি যৈছে শিষ্ট অগ্রগামী
বাল্য হ'তে জানে ব্রজবাসী।
কিছুদিন পূর্ব্বে তারা নিজ গৃহ-দ্রব্য হারা
জানা'য়া কলহ কৈল আসি। ৪৯

পুত্রে গো দোহনে প্রীতি জানি সুখে যশোমতী
সুবর্ণ দোহন ভাণ্ড দিয়া।
হাতে গো ছাদন ডোরি গোষ্ঠে চলিলা হরি
পরমার্চ্চনীয় বেশ হৈয়া॥ ৫০

মন্দগতি গজজিনি গো দোহনে যদুমণি
চলে নূপুর কিঙ্কিনী ধ্বনিয়ে।
চঞ্চল অলকা শ্যাম নাণি কুণ্ডলানুপাম
ছবি উঠে মুখ লাবনীয়ে॥ ৫১

অপঘন ঘনোপরি সচপল পীতোত্তরী
উজ্জ্বল কৌস্তুভ বক্ষস্থলে।
মেঘোপরি ভানু সাজে আনন্দে চপলা নাচে
শোভার তুলনা নাহি মিলে॥

বনমালা বারে বারে চরণ চুম্বন করে
নূপুরের সৌভাগ্য ভাবিয়া ॥ ৫২
ঐছন ললিত গতি চলে 'গো সদন' প্রতি
মাতৃগণে নেত্রানন্দ দিয়া ॥
মধ্যে মধ্যে দাসগণ করে তাম্বুল সেবন
সে তাম্বুল চর্ব্বিয়া চর্ব্বিয়া।
গোপুরের সন্নিধানে গোদোহন কারণে
উপনীত হইলা আসিয়া ॥ ৫৩
গোপুরের বহির্দ্বারে কুট্টিম তটী উপরে
সখাগম প্রতিক্ষার ছলে।
বসি ইতি উতি চায় 'কোন তরুণী কোথায়'
ভাবি, নিজ নয়ন সঞ্চালে ॥
ক্রমে ক্রমে সুবলাদি মিলিল প্রাণের সাথী
শোভা আরো বিশেষ বাড়িল। ৫৪
সঙ্গীরা নন্দনন্দনে যা কহিল কাণে কাণে
তার অর্থ আস্বাদন কৈল ॥
তাহাতে কৃষ্ণের আস্যে স্ফুরিল যে মৃদু হাস্য
তার অর্থ আমি কি বলিব।
তোমার চিত্ত ভ্রমর হৌক সেথা অগ্রসর
মর্ম্ম কথা সেই সে বুঝিব ॥ ৫৫
সে কর্ণ কথা শুনিতে উষ্ণীষের বক্রিমাতে
রাজে স্বর্ণ সুত্রে মণিবৃন্দ।
তাহাতে ব্রজ যুবতী মোহ প্রাপ্ত হয় অতি
সমুদিত কি মাধুর্য্য সিন্ধু ॥ ৫৬

তারপর তথা হৈতে চলে গো'শালার পথে
বাজে নূপুর অঙ্গ গন্ধ বয় ।
কত নারী সৌধ হ'তে হেরি সে মাধুর্য্যামৃতে
আঁখি পদ্মে সে কৃষ্ণ পূজয় ॥ ৫৭
মধুরিকা এই মতে কহি কৃষ্ণ লীলামৃতে
পরিবেশে সুষমা রসালা ।
রাধার বিরহ জ্বর করি কিছু অল্পতর
পুন তৃষ্ণা শতগুণ কৈলা ॥ ৫৮
শ্রীরাধার কর্ণ যুগে 'ধনী' দেখি শ্যামরাগে,
নয়নের বাড়ে তৃষ্ণা জ্বর ।
প্রতিবাসী-ধন দেখি সমবাসী হয় দুখী
জ্বলে যেন মাৎসর্য্য অন্তর ॥ ৫৯
রাধা কয় হে মধুরি যাদের নেত্র চকোরি
সে লাবণ্য দেখিতে বিহরে ।
সেই হেমাঙ্গিনীগণ ধন্যতমা অনুক্ষণ
মোর আঁখি মরে অনাহারে ॥ ৬০।৬১
ঐছে শুনি শ্যামা ধনী রাই-অনুরাগ জানি
হস্ত ধরি কহে ললিতারে ।
সম্প্রতি চলিনু মুই তুমি এ পদ্মিনী লই
সমর্পিও কৃষ্ণ মধুকরে ॥ ৬২
এথা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধার প্রাণ না রহে
ক্ষণ এক যুগ তুল্য মানে ।
দন্ত ধাবন স্নানাদি করায় দাসী যথাবিধি
অভ্যাসে করিল বিনা জ্ঞানে ॥

তবে স্নাত সখিগণে বস্ত্র ভূষা পরিধানে
দাসিগণ যে কৈল শোভিত।
শারদ চন্দ্রিকা নিধি মথিতে উঠে "শ্রী" যদি
সে শোভাও তাতে পরাজিত ॥ ৬৪

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে—
রসোদ্গারাদি লীলাস্বাদন নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

শ্রীরাধার স্নান, ভূষণাদি লীলা।

অনন্তর সখীগণ রত্নবেদী'পরি।
মুখ প্রক্ষালিতে সুখে বসা'ল কিশোরী॥
কালোচিত জল লয়ে স্বুবর্ণ ভৃঙ্গারে।
সেবোৎসুকা দাসীমাঝে রাধা শোভা করে ॥ ১
স্বর্ণ ঝারিতে জল দাসী করে ঢালে।
সেইজলে কুল্লোলিত করিবার কালে॥
রাধিকার গণ্ডযুগ ঈষৎ উন্নত।
মুখ মধ্যে মৃধুধ্বনি হয় সুললিত॥
জলকণা ইতস্ততঃ ছড়াইবে ব'লে।
একান্তে স্বর্ণ ডাবরে কুল্লোলিয়া ফেলে ॥ ২

এইমত মুখ মধ্য ক্ষালন করিয়া।
মুখচন্দ্র ধুইবারে প্রবৃত্ত হইয়া॥
শ্রীমুখে পতিতালকা করাঙ্গুলে চালি।
ললাটাঁখি গণ্ডদ্যুতি শোধিলেন ক্ষালি ॥৩
এক সখী কল্প বৃক্ষের দাঁতন অর্পিল।
মুকুলিত করে রাধা দন্ত ধাবন কৈল ॥
সেকালে পহুঁছি সুত্র দুলিতে লাগিল।
বলয় নিশব্দ, কর্ণে কুণ্ডল চঞ্চল॥
এইমত মুখচন্দ্র মার্জ্জন করিল।
মুকুতা জ্যোতির মত দশন শোভিল ॥ ৫
এক সখী মণিময়ী জিভ-চাঁচা দিল।
দুই করে ধরি ধনী রসনা শোধিল।

তাতে যে শির নয়ন কম্পন মাধুরী।
অলকা স্খলিত হয় শ্রীমুখ উপরি॥
দেখিয়া রভস স্মৃতি উদিত হইল।
সখী-হাঁস দেখি ধনী হাঁসিতে লাগিল॥ ৫
এইরূপে ভিতর বাহির মাজি পুন।
সখিদত্ত বস্ত্রে কৈল জলাপসরণ॥ ৮
কাছে এক সখী মণি-দর্পণ ধরিল।
প্রিয়োৎসব-স্থলী মুখ হেরি সুখী হৈল॥ ৯
পরে সখী স্নান লাগি অঙ্গ ভূষা খু'লে।
ভূষণের চিহ্নে আরো ভূষিত করিলে॥ ১০
ত্বরা করি স্নানযোগ্য শুক্ল বস্ত্র পরে।
বিদ্যুৎ প্রতিমা যেন চন্দ্রিকা আবরে॥ ১১
সুকোমলাসনে যবে উপবেশ কৈল।
সেবা আসে সখিগণ ঘেরি দাঁড়াইল॥
শ্রীরতি মঞ্জরী কৈল মুক্তাবগুণ্ঠন।
শোভিতা করিল খুলি বেণীর বন্ধন॥ ১৩
সুবাসিত তৈলে সেবি অঙ্গুলের দ্বারে।
ধীরে আকর্ষিয়া কেশ গ্রন্থি মুক্ত করে॥
বলয় শবদযুত কর কুট্টাল দ্বারে।
মৃদু মৃদু মর্দ্দন করয়ে বারে বারে॥
তাতে রাধা আঁখি হয় অল্প নিমিলিত।
অতনু সুখজ কম্প শরীরে উদিত॥ ১৫
কঙ্কতি সংস্কার করি কেশ বন্ধন কৈল।
ইহা দেখি সখিগণ মনেতে ভাবিল॥

কেশ গাঢ় অন্ধকার মুখ বিধু রোধে।
শ্রীরতি মঞ্জরী তাই হৈয়া যেন ক্রোধে॥
কঙ্কতিকা অস্ত্র দ্বারা আকর্ষণ করি।
সমুচিত ফল দিল বন্ধন আচরি॥ ১৬
শ্রীরস মঞ্জরী আদি কিঙ্করীর গণ।
তৈল সেবিতে কৈল অঙ্গ উৎঘাটন॥
মৃদু মৃদু হাঁসে বিলাসের চিহ্ন হেরি।
লজ্জায় বাহুতে অঙ্গ আচ্ছাদে কিশোরী॥
হেনকালে সুচতুরা জনৈকা কিঙ্করী।
পদ্মপরাগে কুঙ্কুম কর্পূর মিশ্র করি।
চন্দন দ্রবের সহ গোলাপের জলে।
মিশাইল উদ্বর্ত্তন সামগ্রী সকলে॥ ১৮
অন্যদাসী সে উদ্বর্ত্তন সামগ্রী দিয়া।
লাবণ্যময়ী বিদ্যুৎ প্রতিমা শোধিয়া॥
সম্যক হয়েছে কিনা উদ্বর্ত্তন ক্রিয়া।
নীতিকলা প্রকাশিয়াদেখে আঁখি দিয়া॥১৯
একদাসী সুগন্ধি আমলকী দ্রব-জলে।
ধীরে কেশ মাজিল মৃদুল পানি তলে॥
স্ফটিক মণি নিৰ্ম্মিত স্নান-বেদীকার।
চারিদিকে দাসী স্নানে জল ঢালিবার॥
উচ্চ ভিত্তি ও জল নির্গম প্রণালিকা।
বেদী স্বর্ণোজ্জ্বল করি বসিলা রাধিকা॥২০
পার্শ্বে উচ্চ ভিত্তির উপরে এক দাসী।
রাধাশিরে ধীরে ধীরে জল ঢালে বসি॥

একদাসী কর যুগে ধরি পরানন্দে।
সাবধানে মার্জ্জন করয়ে কেশ বৃন্দে ॥ ২৩
অনঙ্গ নীল পতাকা, দেহ স্বর্ণ ধ্বজ ॥
ঘন রস-সেবনে শোভিত যেন আজ ॥ ৩
দাসিগণের শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন শেষ হৈল।
ললিতাদি মহাস্নান আরম্ভ করিল ॥
কালোচিত পুষ্পে সুবাসিত জল চয়।
চারিদিকে মহাধ্বনি রাধে জয় জয় ॥ ২৪
অভিষেক জলপূর্ণ স্ফটিক গাগরি।
রাধাশিরে জল ঢালে যত সহচরি ॥
কেশকান্ত্যে স্ফটিক গাগরি নীল দ্যুতি।
শ্রীমুখের হেমকান্ত্যে হৈল হেমজ্যোতি ॥
দন্তকান্ত্যে হইল শিখর মণিময়।
অধর রাগে পদ্মরাগমণি বর্ণ হয় ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রোপরি ধারা অর্পণের কালে।
নাসারন্ধ্রে মুখে জল প্রবেশিবে ব'লে ॥
করযুগে আচ্ছাদিতে বিদ্রুমময় হৈল।
করযুগে সন্নিধানে হেমময় কৈল ॥
শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত নিতম্ব নিকটে।
জলপিণ্ডবৎ হৈল স্ফটিকের ঘটে ॥ ২৬
অহো শ্রীরাধিকা অঙ্গ ধন্য ধন্যতম।
তুচ্ছ ঘটে রত্নময় করে সর্ব্বোত্তম ॥
স্নানান্তে শ্রীরাধা অঙ্গে বিন্দু বিন্দু জল।
দাসিগণ শুভ্র বস্ত্রে মাজিল সকল ॥

যেন থির বিদ্যুৎপ্রভায় ফলিত মুক্তাবলী
শারদীয় শুভ্র মেঘে শোষিল সকাল ॥ ২৭
একদাসী কেশ-জলাপশরণ কারণ।
শুভ্র বস্ত্রে কেশগুচ্ছ করিতে বেষ্টন ॥
গঙ্গাদ্বারে কৃষ্ণা যেন আচ্ছাদিত হয়ে।
তথাপি যমুনা কান্ত্যে গঙ্গাপরাজয়ে ॥
বস্ত্রে কেশ নিপীড়িতে জল উদ্গীরয়।
চন্দ্রিকাগ্রস্ত-হৈয়া যেন আঁধার কাঁদয় ॥ ২৯
শুভ্র বস্ত্রে উদরাব'ধ চরণ ঢাকিয়া।
স্নানীয় আর্দ্রবস্ত্র ধনী দিলেন ছাড়িয়া ॥
গন্ধগুণা পৃথ্বী গাঢ় অনুরাগ ভরে।
রস সিক্ত বস্ত্র যেন হৃদয়েতে ধরে ॥ ৩০
শরীর কুঞ্চিত করি অঙ্গুলী চম্পকে।
কেশরাশি সন্নত কৈল শ্রীমুখ সম্মুখে ॥
কে কোথা দেখিবে ব'লে সভয় নয়নী।
চকিতা দুহাতে ধরি গাত্র মার্জ্জনী।
কেশোপরি ঘন ঘন আঘাত করিল।
ঘন-রস তস-রেণু আকাশে ব্যাপিল ॥ ৩২
যেন অচপলা বিদ্যুল্লতা চন্দ্রিকায়।
নিজ শাখাভুজে তমে আঘাত করয় ॥
তাতে তমো নত কিন্তু উজ্জ্বলতা লভে।
পরাভূত ভক্ত যেন প্রভাযুক্ত হয়ে ॥ ৩৩
পরে রাধা ডোরবদ্ধ চরণালম্বিত।
লাহাঙ্গা ঘাগড়া পরে নানাচিত্র যুত ॥

তদুপরি মেঘবর্ণ স্বর্ণবিন্দু যুত।
মনোহারী শাটিকায় করিল বেষ্টিত ॥৩৫
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে জলাপনোদনে।
কিঙ্করী অগুরু ধূমে করিল শোষণে ॥
সেই ধূম কেশ স্পর্শি হয় স্বর্গগত।
মহৎ সেবায় কেবা না হয় সমুন্নত ॥৩৬
অনন্তর বিধুমুখী বৈসে স্বর্ণাসনে।
কান্তির প্রতিমা যেন সিঙ্গার ভবনে।
কলাভিজ্ঞা সুদেবিকা পরিচর্য্যা আশে।
পরম আনন্দে বসি রাধিকার পাশে ॥
রাধা স্কন্ধে বাম হস্ত বিন্যস্ত করিয়া।
দক্ষিণ হস্তে কঙ্কতিকার অগ্রভাগ দিয়া ॥
আকর্ষিয়া কেশরাশি বাম করে স্থাপি।
প্রসারিত ক'রে কেশগুচ্ছ রাখে চাপি ॥৩৮
যেন মনে হয় হেম-জালে শ্রীযমুনা।
টানি হস্তপরে করে প্রস্ত ও সুক্ষীণা ॥৩৯
ললাট হইতে শিরোমধ্যে সুদেবীয়ে।
সিঁথিরেখা রচনা করিল কঙ্কতিয়ে ॥
কেশগুচ্ছ দুই পুচ্ছে বিভাগ করিয়ে।
কাম-স্তুত-সূক্ষ্ম-পথ দিল প্রকাশিয়ে ॥৪০
মনে হয় যাঁরে স্মরি পাপ দূর হয়।
সেই ত্রিপথগা গঙ্গা হইল উদয় ॥
হারিচিত কবরীবরের কেলির প্রবাহে।
স্বজন নয়ন-তরি তাতে ভাসি রহে ॥৪১

ললিতা শিরাগ্রে পরাইল শিরোমণি।
কেশতম ভেদি যেন উদিল দিন-মণি ॥
চিত্র-সূর্যোদয়ে কেশতম নাহি যায়।
এই সূর্য্য তমপ্রিয়, তাই মিলি রয় ॥৪২
শীর্ষফুল বেড়ি নব মুকুতার শ্রেণী।
সীমন্ত রেখার 'পরে শোভিত লাবণী ॥
তারাগণ যেন শীতে হিমাংশু সেবিয়া।
শীত নিবারিতে বৈসে সূর্যোরে ঘিরিয়া ॥৪৩
পরে রাইভালে ললাটিকা পরাইল।
মৌক্তিকের শ্রেণী যেন অলকা চুম্বিল ॥
মুখছবি যেন সুধা স্বচ্ছ শৈবলিনী।
মুক্তারাজি তাতে যেন বুদ্বুদের শ্রেণী ॥
শিরোমণি মুক্তামালা ললাটিকা সূত্রে।
সুদেবী পুষ্প ও কেশে বাঁধিয়া একত্রে ॥
তাতে সুবিচিত্র বেণী রচনা করিয়া।
জঙ্ঘাবধি বিলম্বিত করিল সাজাইয়া ॥৪৫
বিধু যেন তপ করি কলঙ্ক বমিল।
তাতে যেন রাধামুখ চন্দ্রত্ব লভিল ॥
উদ্বান্ত কালিমা রাধা-পদাশ্রয় লৈতে।
বেণীরূপে স্থান দিল আপন শিরেতে ॥
কারুণ্যময়ী রাধার করুণা দেখিয়া।
সঙ্কুচিত বেণী পড়ে চরণে লম্বিয়া ॥
জঘন-অবধি বেণী লম্বিত হইয়া।
হস্তদ্বারা রহে যেন চরণ স্পর্শিয়া ॥৪৬

স্বর্ণ-হীরা-মৌক্তিকের বিচিত্র ফোন্দন।
সুদেবী বেণীর অগ্রে করিল বন্ধন ॥
মনে লয় যেন কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্প লতা।
ঊর্দ্ধ ভাগে ধরিয়াছে বেণীরূপা-জটা ॥
ইন্দ্রজয়ী 'কাম' চিত্র-চামর আনিয়া ॥
সে বেণী জটার অগ্রে রাখিলা বাঁধিয়া ॥
চামরের তলে যথা হয় নিধিস্থিতি।
সেই নিম্নে শ্রীচরণে নিধি জ্ঞান তথি ॥৪৮
সুদেবীরে শ্লেষেললিতা রাধায় পরিহাসে।
তুমি কি বন্ধদা ? দেবি ! কহ সবিশেষে ॥
যেই বাল-ভক্তি তুমি করিলে বন্ধন।
হরি তাদের রতি ক্ষণে করিবে মোচন ॥৪৯
অনন্তর ললিতা শ্রীরাধিকা মস্তকে।
করার্পিয়া তুলি লৈয়া দক্ষিণ হস্তকে ॥
অলকা রাজিত ভালে অগুরু-কস্তুরী।
দ্রব দিয়া চিত্র-মণ্ডল-রচনা করি ॥
মধ্যে সিন্দুরের অষ্ট দল পদ্ম লিখে।
সকর্পূর চন্দনেতে রচিল তিলকে ॥৫০
মরি কি তিলক ! যেন 'মদন' শঙ্করে।
জয় করি ভাল হ'তে শশিকলা কে'ড়ে ॥
আনিয়া শ্রীরাধিকার ললাট রচিয়া।
চিরধৃত শুচিরস রাখিল পূরিয়া ॥৫২
অথবা রাধিকাভালে সুবর্ণের পাটে।
অলকা মাতৃকাক্ষরা বহুবর্ণ র'টে ॥

কৃষ্ণের প্রচুরানন্দ বশীকার তন্ত্রে।
রচিল বিচিত্র শোভি যেন স্মর-যন্ত্রে ॥৫৩
অনন্তর কর্পূর-নির্ম্মিত বর্ত্তিকাতে।
ললিতা অঞ্জন দেয় শ্রীরাধা নেত্রেতে ॥
সেকালে শ্রীরাধা পক্ষ-কুঞ্চন-মাধুরী।
বর্ণিতে কবি রসনা বলে বলিহারি ॥৫৪
অঞ্জন-রঞ্জিত নেত্র যুগল দর্শনে।
উপমা স্ফুরিল রাধা পরিজন মনে ॥
বিগত প্রভাব হেরি সূর্য্য-অরি 'তম'।
সূর্য্য প্রিয় পদ্ম যুগে কৈল আবরণ ॥
কিন্তু বড় আশ্চর্য্য সে তম আবরণে।
নেত্র পদ্ম-কান্তি ব্যাপি রহে বিদ্যমানে ॥৫৫
ললিতা অঞ্জন ছলে রাধায় পরিহাসি।
কহে কি কহ নয়ন, তোমায় দিনু মসী ?
অঙ্গশ্রেষ্ঠ তোমাদোহে রত্নাদি না দিয়া।
কৃষ্ণরুচি দ্রব দিনু সতৃষ্ণ জানিয়া ॥
ললিতা-ললিতাক্ষরে রাধা হর্ষ হৈল।
ললিতা পুন রাধার আঁখিরে কহিল ॥৫৬
হে অঞ্জন-রঞ্জিতাক্ষে কৃষ্ণ ঘনোদগমে।
লোকাপেক্ষা ছাড়ি তুমি নাচিও সুক্রমে ॥
সুধাংশু-বদনী রাধা পরিহাস শুনি।
কহয়ে ললিতে তোমার অপাঙ্গ নটিনী ॥
মমাক্ষিরে নৃত্যবিদ্যা যদি না শিখাবে।
আমার এ মূর্খ দৃষ্টি কেমনে নাচিবে ?॥৫৮

তদন্তে ললিতা রত্ন যুত-মুক্তা বরে।
সাদরে পরা'ল রাই নাসিকা শিখরে॥
দেখি মনে হ'ল যেন মুখ সুধাকরে।
নিজ প্রিয়া তারাকে আপন বক্ষে ধরে॥
মুখ স্বর্ণ পট্টাসনে মুক্তা যেন রাজে।
দুর্ব্বশ কৃষ্ণাখি দেশ বশ করে তেজে॥
অথবা লাবণ্য লতার বীজ জ্ঞানে হরি।
অতৃপ্ত সতৃষ্ণ বিলাসী আঁখি প্রেরি॥
কিংবা তিল-ফুল-তুণ হ'তে মতি-বেলি।
নির্গত নির্দ্দোষ-কাম-বান প্রায়, বলী—
কৃষ্ণ ধৈর্য্য-দুর্গ ধ্বংশ করিবার তরে।
কি আশ্চর্য্য নিজ বীর্য্য প্রকটন করে॥
পুন ললিতা সুভগ নাসা আভরণে।
উদ্দেশিয়ে পরিহাসে করিছে স্তবনে॥
হে মুক্তে—মাধুর্য্যামৃত 'চার'বড়িশে।
ঝাট কৃষ্ণ আঁখি মীনে টানিও স্ববশে৬॥
ললিতা নর্ম্মোক্তি শুনি কহিছে বিশাখা।
বিপরীত ঘটাবে সখি কৃষ্ণ-আঁখি বাঁকা॥
যে আঁখি নারীর ধৈর্য্য ভয় বুদ্ধি গ্রাসে।
সে আঁখি গ্রাসিবে এই মুকুতা বরিশে॥
সখিনর্ম্ম শুনি রাধা কয় হে বিশাখে।
তোমরা সে কৃষ্ণাকর্ষী রাখ বুকে বুকে॥
পরে শ্রীললিতা রাধা চারু কর্ণ যুগে।
উপরে চক্রি পড়ায় কুণ্ডল অধভাগে॥৬৬

যেন কন্দর্প তরুর সুপল্লব মাঝে।
কৃষ্ণালির মধুপূর্ণ দ্বিস্তবক রাজে॥৬৭
পরে রাধা গণ্ডযুগে মকরী আঁকিতে।
মকর-কেতনে ডাকি লাগিলা কহিতে॥
হে কন্দর্প এ পীঠে তুমি আসিয়া বসিও।
কৃষ্ণাধর পল্লবের অর্চ্চনা লইও॥৬৮
পুন সে মকরী যুগে করি অপদেশ।
ললিতা শ্রীরাধিকারে করে পরিহাস॥
তোমা-পরে পড়ে যবে কৃষ্ণের মকরে।
পতি জানি ভাগ্য মানি ল'য়ো বক্ষোপরে॥
"অঘহর-শ্রুতি-সেবী সে মকর দ্বয়।
এতাদৃশ পতিলাভ অল্প ভাগ্যে নয়॥
লিখিত মকরী মুখ ব্যাদান দর্শনে।
মনে হয় রাধা গণ্ড সুবর্ণ দর্পণে॥
কর্ণ-ভুষা-হীরা-কণা বিম্বিত দেখিয়া।
খই ভ্রমে গ্রাসে রত বদন ব্যাদিয়া,
ললিতার পরিহাস শুনি রাধা কয়।
মমস্থির মৃদু-মকরী কৃষ্ণ যোগ্যা নয়॥
কৃষ্ণ কর্ণে শুষ্ক নিরস চঞ্চল মকর।
যোগ্য নহে মিছে কেন পরিহাস কর॥
কিন্তু সখি তোর ভুজাঙ্গদ কুণ্ডলীতে।
কৃষ্ণ-কঠিন কুণ্ডলে রাখিও শায়িতে॥
যদি বল কি হইবে শোয়াইলে কুণ্ডলে।
তাতে বলি সমুদিত যোগ্য সঙ্গ হৈলে॥

দোষ-ছাড়ি যাবে, গুণ বিশেষ উদিবে।
যোগ্য স্ত্রী লাভ হৈলে চাপল্য যাইবে॥
মৃগমদ বিন্দু দিল শ্রীরাধা চিবুকে।
তমোহারী বিধু যেন সংহারি তমোকে॥
পরম কারুণ্যে যেন সে তম শিশুকে।
আদরে অর্পিল স্থান আপনার বুকে ॥৭৩
ললিতা বিন্দুকে পুন পরিহাসি কয়।
মাধুর্য্য-শুধাংশু মাঝে যে বিন্দু শোভয়॥
কৃষ্ণ তাহা নিরখিয়া নিজ মুদ্রা জ্ঞানে।
সরসি রসানুভবে করিবে রমণে ॥৭৪
বিন্দু দেখি মনে হয় শিল্পী সে মদন।
দোনা'পরি কৈল বিম্বফল সংস্থাপন॥
তার নীচে বিম্বফল রসের লাগিয়া।
ভ্রমর শিশুকে যেন রাখে শোয়াইয়া॥
তবে চিত্রা রাধিকার স্তন যুগোপরি।
দিল সূক্ষ্ম লতা পাতা সুচিত্রিত করি ॥৭৬
দেখি মনে হয় রস সরোবরে যেন।
কাম চক্রবাক দ্বয় ছিল নিমগন॥
সহসা উত্থিত দেখি মুরারি মাতঙ্গ।
দোহ সঙ্গে কর শুণ্ডে করাইবে রঙ্গ ॥৭৭
পরে শ্রীচম্পকলতা, ইন্দুলেখা গিয়া।
দ্বিভুজে অঙ্গদ দোহে দিল পরাইয়া॥
পূর্ণ চন্দ্র যেন দোহে দ্বিখণ্ড করিয়া
উৎকৃষ্ট মৃণাল যুগে থুইল বাঁধিয়া ॥৭৮

পরে পরিহাসে দোহে অঙ্গদেরে কহে।
হে অঙ্গদ তব যেন "অঙ্গদ" নাম রহে॥
তব স্বধারিণীর অতুল অঙ্গ দান।
প্রিয়তমে করাইয়া সার্থক ক'রো নাম॥
যদি তাহা নার তবে লোকের সভায়।
অঙ্গ "খণ্ডহ" বলি দুষিবে তোমায় ॥ ২৯
চম্পকের এ পরিহাসে ইন্দুলেখা কয়।
এ অঙ্গদ হরিনেত্রে "অনঙ্গদ" হয়॥
অতএব মোদের পরমার্থ পূর্ণ করে।
অঙ্গচ্ছেদী কেন কহ প্রশংস অঙ্গদেরে॥
এইরূপ নর্ম্ম বাণী শুনি শ্রীরাধিকা।
কহিলেন নতমুখী লজ্জিতা অধিকা॥
হে সখি তোমরা মোর অঙ্গদে যা কও।
এই ধর্ম্মে তোমরা সে গোবিন্দের হও॥
অঙ্গদ অনঙ্গদ অগদত্ব গুণে।
তোমরা সে পরস্পর থাকহ বন্ধনে॥
পরে সখী শ্রীরাধার মণিবন্ধ যুগলে।
স্বর্ণ রেখাযুক্ত নীলমণি চুড়ি দিলে॥
কহিছে এ চুড়ি কোন সময় বিশেষে।
মধুর অস্ফুট রবে কর্ণ পরিতোষে॥ ৮২
যেন রাধা কর নখ হংস শিশু ভয়ে।
নীলালিশ্রেণী আছে কর্পথ কণ্ঠাশ্রয়ে॥
শরণ্য সে রাধা কর কমল যুগল।
নখ হংস শিশু হ'তে রক্ষিছে সকল॥ ৮৩

পুন রাধা মণিবন্ধে কঙ্কণ পড়া'লে।
যেন কৃষ্ণ 'তনু' 'বস্ত্র' কান্তি জপ মালে॥
বলয় কঙ্কণ ছলে ধারণ করিয়ে।
জাপক স্বভাব ধনী দেয় পরিচয়ে॥ ৮৪
পরে রাধা হস্তে সখী পঁহুচি পড়া'লে।
মনে হয় রাধা লতা কর-পল্লব মূলে॥
কাম-ব্যাধে হরি-চিত চকোরে বাঁধিতে।
সূত্র বেঁধে পঁহুচিতে আছে ফাঁদ পে'তে॥
দোহ করাঙ্গুলে কৈল অঙ্গুরী ধারণ।
করের সৌভাগ্য দেখি নখ চন্দ্রগণ॥
যেন কর পদ্মাশ্রিতে মহদাশ্রয় কৈল।
চন্দ্রপত্নী তারা তাই অঙ্গুলে বেষ্টিল॥
বিশাখা পড়াল মুক্তাময়ারুণ কাচলী।
যেন সর্ব্বাকর্ষী কৃষ্ণাকর্ষী রাগ বলী॥
রাধার অন্তর হ'তে বাহিরে আসিয়া।
দাঁড়াল কঞ্চুলি ছলে বিক্রম প্রকাশিয়া॥
কণ্ঠ হতে ক্রম লম্বি চঞ্চল মুক্তাহার।
রাধা কুচ যুগোপরি শোভিল অপার॥
কাম যেন নিজ দোষ ক্ষালনের তরে।
সে শঙ্খে-গঙ্গা ঢালে শম্ভু যুগোপরে॥
রাধা বক্ষ বিষ্ণুপদে হরি-ধাম-ধারী—
স্বচ্ছামূল্য ধ্রুবপদক দিল সহচরী॥ ৯১
তুঙ্গবিদ্যা নিতম্বে দিল ক্ষুদ্র ঘুন্টিকা।
কাম গৃহ দ্বারে যেন উৎসব মালিকা॥

ঋদ্ধিমৎ-কন্দর্প গৃহে নিত্য মহোৎসব।
নাভি তটে ঘোষে যেন মধু হংস রব॥
রঙ্গদেবী পাদপদ্মে পড়া'ল নূপুর।
রুচির হংসক তাতে অতি সুমধুর॥
পদাঙ্গুলে ধ্বনিযুত মণিময়োর্ম্মিকা।
ত্রৈলোক্য মাধুর্য্যাশ্রয়া
ত্রিলোকারাধিকা॥ ৯।৪ ৯৫
চারু নখাগ্র অরুণ চরণ যুগল।
সুগন্ধি যাবক দ্বারে রঞ্জিল সকল॥
যদি কহ কেন এ বিদগ্ধা সখিগণ।
রাঙ্গাপায়ে অলক্তক করিল লেপন॥
এ জগতে স্বল্প জ্যোতিঃযুক্ত প্রদীপে।
করেনাকি পূজা সূর্য্য-জ্যোতির্ম্ময়
ভূপে? ৯৬
যাবক রঞ্জিত পদে নূপুর দেখিয়া।
মনে হয় সূর্য্য নিজপ্রিয়া পদ্ম লৈয়া॥
শ্রীরাধার পাদপদ্মে সাযুজ্য করা'য়ে।
যাবকের রূপে নিজে আছে পদাশ্রয়ে॥
মোক্ষ সুখ হ'তে তা'তে সুখ কোটী গুণে।
এ ভাবি পরমহংস নাচিছে চরণে॥ ৯৭
যাবকে সম্বোধি তবে ললিতা কহয়।
পরে বেশী হবে তব সৌভাগ্য উদয়॥
অরুণিত না কৈলেও রাঙ্গা পদ-তটে।
পদাশ্রয়ে রাঙ্গাইবে গোবিন্দ ললাটে॥ ৯৮

শুনি অনুরাগাকুলা শ্রীরাধা তখন।
কিঞ্চিৎ তর্জ্জন করি ললিতারে কন ॥৯৯
হে ললিতে নিজ পদ কৃষ্ণের মাথায়।
দাও ব'লে উপহাস করিছ আমায় ॥
এ জন্মে এ গুণ যদি পাইতাম আমি।
আমারও উপহাসাস্পদ হৈতা তুমি ॥
এই গুণে তুমি বড় হয়েছ গর্ব্বিণী।
তাই হাস্য কর মোরে হেরি অভাগিনী ॥
সে 'দুর্লভে' ভাগ্যে যবে আমি দেখা পাব
তব সঙ্গে গ্রাম্য-ধর্ম্ম ঘটায়ে হাঁসিব ॥ ১০০
আদরে রসমঞ্জরী কস্তুরী কর্পূরে।
চন্দনানুলেপে রাধাঅঙ্গে সেবা করে ॥
রাধাঙ্গ-সৌরভ-নৃপে তাহা নাহি ভায়।
তথাপি দাসীর সেবা অঙ্গীকারী লয় ॥১০১
তুলসী মঞ্জরী তবে মুক্তাময় বুকে।
অতিমুক্ত মালা দিলা অতীব কৌতুকে ॥
কর-পদ্মে লীলাপদ্ম যবে তুলি দিল।
মুক্তে-মুক্তা পদ্মে-পদ্ম দ্বিত্ব শোভা হৈল ॥ ১০২
তৎপরে 'রঙ্গণ মালা শ্রীরাধা সম্মুখে।
ত্বরিতে মণিদর্পণ ধরে মহাসুখে ॥
যেন সে দর্পণ রাধা প্রতিবিম্ব লই।
ভূষণে ভূষিতা রাধা-মূর্ত্তি কৈল দুই ॥১০৩

নিজ মধুরাঙ্গ-কান্তি হেরিয়া বিস্মিতা।
আপনিই হইলেন অতি চমৎকৃতা ॥
এই অঙ্গ হেরি হরি-'চতে সুখোদয়।
ইহা স্মরি প্রাণেশ্বরী মনে মনে কয় ॥
মোর অঙ্গে এ মাধুর্য্য সিন্ধু সে দেখিবে।
স্বাদি হরি মহোৎসবে অধীর হইবে ॥
যে মোর মলিনকান্তি দেখি সুখী হয়।
সে এ শোভা দেখিবে কবে হবে হেনোদয় ॥
হায়! যদি প্রিয়তম ইহা না দেখিল।
তবে এই কান্তিরাশি কেন বা উদিল ॥
কৃষ্ণ সেব্য শোভা যদি সেবাতে না লাগে।
ইহা হ'তে কিবা শোক আছে তচ্ছু আগে ॥ ১০৪।১০৭
এইরূপে কৃষ্ণ দর্শনোৎকণ্ঠায় চিতে।
অধৈর্য্য হইয়া গুরু ভয়ে আছে ভীতে ॥
এই অবসরে ব্রজ-মহিষী আদেশে।
চতুরা শ্রীকুন্দলতা আইল রাধা পাশে ॥
দেখি অভ্যুত্থিতা রাধা মন্দ মন্দ হাঁসে।
ছন্দ করি নন্দরাণীর কুশল জিজ্ঞাসে ॥
উৎকণ্ঠা-তাপে যে অমৃত বৃষ্টি হৈল।
সম-সুখী সখী-চিত্তে রঙ্গ উথলিল ॥১১০

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে অলঙ্কারাস্বাদন নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

শ্রীরাধার নন্দালয়ে গমন ও রন্ধনাদিলীলা

রাধা কহে কুন্দলতে তব আগমনে।
মোর প্রতি ব্রজেশ্বরী-প্রসাদ গণি মনে ॥
নিশিযোগে পূর্ব্বভাগে প্রভা দেখি যেন।
চন্দ্রোদয় মনে হয় তোমা দেখি তেন ॥ ৩
মম প্রতি ব্রজপতি-মহিষীর স্নেহ।
তোমা হেরি তাহা স্মরি বিগত সন্দেহ ॥১
নিশ্চয় সে ব্রজেশ্বরী কোন কৃপাদেশে।
তোমাদ্বারে দিল মোরে অমৃত সন্দেশে ॥
যে কৃপা অলাভে মোর মন দুঃখী হৈয়া।
এ দেহকে ব্যর্থ মানে অকৃতার্থ পা'য়া ॥২
রসবতি! তুমি বুঝি রসবতী কাজে।
শ্বশ্রু-অনুমতি লৈয়া আইলা মোর কাছে ॥
শুনি কথা কুন্দলতা হাঁসি হাঁসি কয়।
জান যদি শীঘ্র চল বিলম্ব না সয় ॥ ৪
অতুল ধনাঢ্যে রাণী গুরু-বশ কৈল।
তেকারণে অনায়াসে অনুমতি দিল ॥ ৫
বিশেষে নিখিল ব্রজ কৃষ্ণ অনুকুল।
এইহেতু গুরুজনও নহে প্রতিকুল ॥ ৬
সম্প্রতি সে ব্রজেশ্বরী নিজ পুত্র লাগি।
রুচিকর খাদ্যতরে এত অনুরাগী ॥
তাতে উচিতানুচিত কিছুই না মানে।
রন্ধনার্থ তোমা নিবে আপন ভবনে ॥ ৭
যা কিছু অমৃত নিন্দি পাক তুমি কর।
তাহাতে নিখিল ব্রজ মানে চমৎকার ॥৮
হে রাধে! তোমার পাক সুধাহ'তে জয়ী।
যে খাবে, সে হবে বলী, চিরায়ু বিজয়ী ॥
দুর্ব্বাসার বর কথা যে অবধি রাণী।
শুনেছেন, সে অবধি এই প্রতিদিনই ॥
তব হস্ত পক্ক স্বাদু অন্নের ভোজনে।
নিজ পুত্রে বিরতি না করান কখনে ॥ ৯
রাণীর ধারণা 'কৃষ্ণ' মৃদুল শরীর।
তবুও যুযুৎসু দৈত্য বধে জয়ী স্থির ॥
সে শুধু তোমার কর-পক্ক অন্ন গুণে।
উহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ না মানে ॥১০
শুন শুন শশিমুখি! বিশ্বাসি আমাকে।
রাণীর হৃদয় জানি কহি যে তোমাকে ॥
নিজ পুত্রে না দেখি যেন হন খেদাতুরা।
সেরূপ তোমা না দেখি হয়েন কাতরা ॥১১
শুনি মনে সুখী ধনী আত্ম-গোপি কয়।
কুন্দলতে যা কহিলে এ অযুক্ত নয় ॥

কিন্তু বিজ্ঞে, ব্রজে যার কুলবতী-খ্যাতি।
তার পর-ঘরে যাওয়া, এই কি যুকতি? ১২
আর সেথা আছে তব 'লম্পট' দেবর।
সাধ্বী-আমি,তথা যেতে অনিচ্ছা আমার
শুনি কুন্দলতা কয় হে বরোরু রাধে।
দেবর সেরূপ নহে দেবীর প্রসাদে॥
তবে তার নারী-মনোহারী-শোভা দেখে।
মনে হয় সে লম্পট! কে জানে তাঁহাকে॥
যাই হৌক মাভৈঃ! আমারে বিশ্বাস কর।
যাহাতে তোমার প্রতি সেই পীতাম্বর॥
*অলম্পট-ভাবে আচরয়ে তব সঙ্গে।
তা করিব মোর সাথে চলহ স্বরঙ্গে॥ ১৩।১৪
তুমি যে অপরাঙ্গনা নিজ গৃহে, জানা।
কৃষ্ণও মনে জানে রাধা অ-পরাঙ্গনা॥১৫
নর্ম্ম শুনি কহে ধনী, বিজ্ঞে কুন্দলতা।
এ সাহস-কার্য্যে তুমি হইবা বিরতা॥
কৃষ্ণ-গৃহে যেতে নারি, না করিও হঠ।
কুলবতী-ধর্ম্ম-ত্যাগ নিতান্ত দুর্ঘট॥
গর্ব্ব নাহি করি, মোর সেই গর্ব্ব নাই।
কি করিব কুন্দ, বল আমাপ্রতি চাই॥১৬
'কুন্দ' বলে কুলধর্ম্ম? ত্যাগ হবে কেন॥
কুল আর কারো নাই? তুমি কি নূতন?
দুর্ব্বাসার বরে তোমার অমঙ্গল কবে?
অবিলম্বে সে তোমার সব সিদ্ধ হবে। ১৭
আড়ে হ'তে শাশুরী দোহার নর্ম্ম শুনি।
বচনার্থ না বুঝিয়া অসম্মতি মানি॥
আগুসরি কহিলা হে সতি কুন্দলতে।
রাধারে সপিনু বিশ্বাসে তোর হাতে॥
হে রাধে যদিও সতী না ছাড়ে স্বামী ঘর।
যদিও বিখ্যাত লম্পট গিরি ধর॥
তথাপি'দেবীর'আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
ইথে নন্দ ঘরে বৎস্যে যাবে ত্বরা করি॥
যশোদা বিনয়-যাচ্ঞা নিরাশিতে নারি।
যাও মা, তোমারে রক্ষা করিবেন হরি॥২১
জগন্নাথ-হরি হস্তে সপিনু তোমারে।
সতীগণে সে কখনে অকৃপা না করে॥ ২২
শাস-বাক্যে অর্থান্তরে হাস্য উছলিল।
সখীঙ্গিতে ধৈর্য্যে রাধা নিরবে রহিল॥২৩
অসম্মতি ভান পুন জটিলা আগ্রহে।
নমস্করি সখী চলিলা নন্দ-গৃহে॥ ২৪
নিজ দিব্য তনু, বাস, ভূষণ ছটায়।
দিক-সুগন্ধি হেম-মণিময় করি যায়॥২৬
লোক দেখি ঈষদ্বিমুখী নতাননী।
রম্যাবগুণ্ঠনে পথ-পাশে যায় থামি॥ ২৬
রহ পথে উঠে যবে বাগ্‌বিলাস রসে।
সুখ স্রোতেকোথা যায় না থাকে স্ববশে

---

* অলংপট্ট=পট-(কাপড়)। শূন্য অলং=নিষ্প্রয়োজন। অপরাঙ্গনা=নিজাঙ্গনা। ন পরাঙ্গনা=অপরাঙ্গনা।

চলি যবে নন্দ গৃহ নিকটস্থা হৈল ॥
সখী কহে রাধে! তোর অভীষ্ট
ফলিল ॥ ২৭।২৮
শুনি ধনীর কৃষ্ণ স্ফুর্ত্ত্যে সাত্বিকোদয়
হৈল।
হঠাৎ শরীরে কম্প জড়তা উদিল ॥
চলিতে না পারে ভাবে ঢলি ঢলি যায়।
ধরি রাধাপ্রতি তবে কুন্দলতা কয় ॥
হে রাধে! কৃষ্ণ না দেখি এমন হইলে।
সখি-যুথে সতীত্বের পরিচয় দিলে ॥২৯।৩০
যদিও হৃদয়ে তুমি ধৈর্য্য শক্তিহীনা।
তথাপি ক্ষণেক তরে হও তো প্রবীণা ॥
যদি বল গুরু ভার বহিতে না পারি।
তব দুই গিরিভার বহিবে গিরিধারী ॥
আমি তাঁরে এই কাজে নিযুক্ত করিব।
তাতে তব উপকার নিশ্চয় হইব ॥ ৩১
শুনিয়া ললিতা কয়, অবিজ্ঞে কুন্দলতা।
মহাসতী রাধায় তুমি একি কহ কথা ॥
গিরিধারী দিক্ হ'তে সে ভয়ে কাতরা।
তুমি আরো কলঙ্ক দিতেছ দুখ ভরা ॥
রাধা সেবায় কৃষ্ণে কেন নিযুক্ত করিবে?
নিজতুল্য জানি, আর্য্যা বিশ্বাস নাশিবে?
কথোপকথনে আসি নন্দপুর দ্বারে।
স্ফটিক নির্ম্মিত রত্ন কুট্টিম উপরে ॥

কৃষ্ণ দেখি কহে কুন্দ আর কেন সখি।
বাঞ্ছাপূর্ণ কর ঐ বাঞ্ছনীয় দেখি ॥ ৩৪
গোপীবল্লভ ধেনু দোহী মল্ল-রঙ্গ-সারি।
পথে রাধা দর্শনার্থী ঐ আছে ঠারি ॥
ব্রজরাসোন্মাদী কান্তি-শ্যাম দেখ রাধে।
মাধুর্য্য-ভারে কি সে ত্রিভঙ্গ হৈল সাধে?
বনমালা সৌরভে মাতিল অলি দলে।
আঁখি নৃত্যে নৃত্য যেন শিখায় কুণ্ডলে।
পীতাম্বর শ্যামকান্তি-লহরী খেলায়।
দৃষ্টি প্রয়াগাবগাহীর বাঞ্ছা পুরায় ॥ ৩৬।৩৭
সুবলিত বাম বাহু সুবলের স্কন্ধে।
দক্ষিণে লীলা কমল ঘুরায় আনন্দে ॥
মরি কি মাধুর্য্য দেখ নারী-মনোহারী।
রূপে প্রকটিছে বশীকরণ মাধুরী ॥ ৩৮
এইরূপে পিয়ে রাধা সখী কথামৃত।
অচেতন্য হৈলা পিয়ে কৃষ্ণ রূপামৃত ॥
নাসাদ্বারে পা'য়া কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধামৃত।
অঙ্গসঙ্গ লাগি শেষে পাইলা সম্বিত ॥ ২৯
কম্প-পুলকে রাধা সিক্তি অশ্রুধারে।
সখী প্রতি কহে কিছু যত্নে ধৈর্য্য ধ'রে ॥
নন্দগৃহে যাইতে কি আর পথ নাই।
এই পথে সচ্ছন্দে যাইতে নাহি পাই ॥
অঙ্গ দেখ স্তম্ভ কম্প-পুলকাশ্রু ভরে।
অন্য পথে চল সখি লইয়া আমারে ॥

ললিতা কয় হে, রাধে! গুর্ব্বাধীনতা গুণে
তোর সর্ব্বদোষ যাবে লজ্জা ভয় কেনে॥
এই বাক্যে প্রবোধিতা হইয়া কিশোরী।
ধীরে ধীরে চলি যায় কৃষ্ণমুখ হেরি॥ ৪১
পরস্পর অনুরাগী দোঁহে দোঁহা হেরি।
অপরূপ অদৃষ্টচর মানি চমৎকারী॥
শ্রীঅঙ্গে উছলে চিত্র মাধুর্য্য তরঙ্গ।
সঙ্গিনী ডুবিল হেরি অতুল সুরঙ্গ॥ ৪২
কি আশ্চর্য্য! দেখ সখি! রাই শশীমুখী।
হরি চকোর-চন্দ্রিকা পানে কত সুখী॥
আরো চিত্র দেখ, শ্যাম-জলধরোপরি।
অতনু-রস-বরষে চাতকী-কিশোরী॥
বৈদগ্ধী প্রকাশি সবে বস্ত্রাবৃতা হৈয়া।
আঁখি ঠারি যায় কৃষ্ণ পাদাব্জ হেরিয়া॥
কৃষ্ণ ঠারি দেখে গোপী নিতম্ব সুন্দরে।
ঈষদবগুণ্ঠা গোপী পশে নন্দ ঘরে॥
তুঙ্গবিদ্যা পরিহাসে কহিছে রাধাকে।
বটু ত চম্পক মালা দিল কৃষ্ণ বুকে॥
ইহার "তাৎপর্য্য" বটু কহিল কৃষ্ণকে।
"ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধর" পাইবে রাধাকে॥
রাধা কহে তুঙ্গ বিদ্যে তুমিও যেমন—
নিজে বাঞ্ছ, অন্যকেও মানিছ তেমন॥
এই মত পরিহাসে ভ্রূভঙ্গী সহিতে।
নন্দপুর মধ্যে পশে হাঁসিতে হাঁসিতে॥
পুরমধ্যে দেখে ভিত্তি সুন্দর মন্দির)
স্ফটিক মণি স্বর্ণের ছাদ-প্রাচীর॥
হীরকের কীল তায় সুবর্ণ দ্বরজা।
দ্বারে মণিদীপ ধরি, মণিময় কুলজা॥
মণি বেড়া জালে মণিময় তরু রাজে।
মণিময় পক্ষীগণ উপরে বিরাজে॥
অট্টালি উপরি বাংলা ঘরের উপরে।
রত্ন-ঘট রবি করে ঝলমল করে॥
ঘটোপরি ধ্বজে ময়ুর নাচিছে সুছন্দে।
সুখ শোভা নিকেতন ইন্দ্রপুরে নিন্দে॥
ভিতরে উত্তরে বলদেব বাস-ঘর।
পশ্চিমে শোভিছে ব্রজরাজ কোষাগার॥
পূর্ব্বে মণি-মন্দিরে শ্রীনন্দ ইষ্ট সেবা।
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ব্রাহ্মণের দেবা॥ ৫০
দক্ষিণে কৃষ্ণের রত্ন শয়ন সদন।
ঈশানে বলদেবের অন্তর-ভবন॥
অগ্নিকোণে লক্ষ্মীনারায়ণ শয্যা ঘর।
নৈঋত কোণেতে শোভে কৃষ্ণ অন্তঃপুর॥
বায়ু কোণে নন্দ মহারাজ অন্তঃপুর।
চারি অন্তঃপুর পাছে চারিটী পুকুর॥
সুন্দর উদ্যান তীরে, জল, ফুল, ফল।
লক্ষ্মীনারায়ণ সেবায় লাগে সকল॥ ৫১
শ্রীনন্দ মহলে যবে প্রবেশে কিশোরী।
যশোদা দেখিল যেন মুর্ত্তিমতী শ্রী॥

রাধারূপে নিজ গৃহ হইল উজ্জ্বল।
মূর্ত্তিমতী শোভা যেন আবির্ভূতা হৈল ॥
যশোদা চরণে যবে রাধা প্রণমিল।
ঝটিতি আদরে মাতা উত্থিতা হইল।
হৃদয়ে ধরিয়া স্নেহে শিরাঘ্রাণ করে।
রাধামুখ চুম্বয়ে সোহাগে বারে বারে ॥
ঝর ঝর নেত্র বিন্দু আনন্দ বর্ষণে।
অমৃত-নদীর-স্রোতে ভাসা'ল লালনে ॥
স্নেহে যশোদা রাধায় কৈল আশীর্ব্বাদে।
শতায়ু জয়যুক্ত হৈয়া পূর মনোসাধে ॥
পদে-নতা সখী গণে আশ্লেষাশীর্ব্বাদে।
হৃষ্ট করি, তুষ্ট হৈলা বাৎসল্যে যশোদে ॥
স্নেহে দ্রব-চিত্তা ব্রজেশ্বরী সখীসনে।
রাধারে মধুর মোদকাদি উপায়নে ॥
ভোজন করিতে দিয়া ধনিষ্ঠার হাতে।
ধনীরে লজ্জিতা হেরি হৈলা অপসৃতে ॥
ভোজনান্তে পুন আসি রাধারে লইয়া।
পাকশালে লৈয়া কহে লালন করিয়া ॥
রাধে! তুমি মুনি-বরে পাক বিশারদা।
হেথা পাক কর সঙ্গে সখী-প্রিয়ম্বদা ॥৫৬
পাক কার্য্যে যে যে দ্রব্য প্রয়োজন হবে।
মোর ঘরে ইচ্ছা মাত্র সে সে দ্রব্য পাবে
এই ঘরে তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপে থাক।
যে দৃষ্টি দিয়াছ ঘরে, সেই দৃষ্টি রাখ ॥

নানা মত ব্যজনে. যে যে উপকরণ।
জানা আছে কিম্বা যা যা করেছ শ্রবণ ॥
সেই সেই দ্রব্য সব মোর ঘরে আছে।
ধনিষ্ঠারে সঙ্গে করি লহ অসঙ্কোচে ॥
এই বলি শ্রীযশোদা স্নানাদির তরে।
আনাইতে প্রস্থান করিলে তনয়েরে ॥
ললিতাদি সখিগণ প্রোৎসাহিনী হৈয়া।
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি সেবাদাসী লৈয়া ॥
করিতে প্রবৃত্তা হৈলা যার যেই সেবা।
পাক শালে শ্রীরাধার সযুথে কি শোভা ॥
কর পদ ক্ষালি রাধা পাক বিঘ্নকারী।
দাসী করে খুলে দিল 'হারাদি' অঙ্গুরী ॥
সুগন্ধিত পাকশালে প্রবেশ করিয়া।
রোহিণীকে প্রণমিল পদে নত হৈয়া ॥ ৬
স্নেহে তিহ কহে রাধে পাক সিদ্ধা তুমি ॥
জানিয়াও এতেক যে পাক কৈনু আমি।
সে শুধু তোমার ভার লাঘব করিতে।
এবে যাহা মনে লয় কর ইচ্ছামতে ॥ ৬১
শুনি রাধা লজ্জা-অবনত-মুখে রহে।
তবে ঝাট কোলে তুলি লালন করয়ে ॥
চুল্লী নিকটে কোমলাসন চতুষ্কিকা।
তাহার উপরে স্নেহে বসা'ল রাধিকা ॥৬২
অগুরু, চন্দন, সরলাদি দেবদারু।
চুল্লী চয়ে জ্বলিতেছে সমুখে সুচারু ॥ ৬৩

পার্শ্বে বহুবিধ পাত্রে পাকোপকরণ।
এ সকল দ্রব্য দেখি প্রফুল্ল বদন॥
চুল্লীতে অল্পাগ্নি দেখি করে কাষ্ঠার্পণ।
প্রজ্জ্বলনাধিক্যে কাষ্ঠ করে উত্তোলন॥
পাত্রস্থিত দ্রব্য করে কটাহে অর্পণ।
কভু মুচ্ছ্র্া দিয়া করে দব্বী চালন॥
তাতে কুচ ভুজ কাঁপে, বস্ত্র উচ্চালনে।
গবাক্ষে হরি করে সে মাধুর্য্য দর্শনে ॥৬৪
মদন মদে বটুরে ছলে কিছু কয়।
কণ্ঠধ্বনি রাই ধনীর চিত্ত আকর্ষয় ॥৬৫
তথাপি সে পাক কার্য্যে বিঘ্ন নাহি হয়।
সমভ্যস্ত সাধু-বিদ্যার এই পরিচয়॥
যাঁর প্রেমে আকর্ষয়ে"পাক"তারি সেবা।
অকৈতব প্রেম রীতি এমতি জানিবা ॥ ৬৬
কাজ সারি সখী কৃষ্ণ সঙ্কেত জানিতে।
কাছে ভ্রমি চাহে কৃষ্ণে কটাক্ষ ভঙ্গিতে॥
কৃষ্ণও সময়ে কৈল ঈঙ্গিত প্রকাশ।
পাকান্তে শ্রীরাধা প্রাপ্তি নিজ অভিলাষ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত ভাষানুবাদে
প্রেয়োগেহ গমনানুমোদন নাম পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ

ভোজনাদি লীলা

তদবস্থা রাধা হেরি রন্ধন শালাতে।
শ্রীনন্দনন্দন ব্যগ্র প্রেম ক্ষুব্ধ চিতে॥
এ ব্যাধি ঔষধ শুধু "শ্রীরাধার নাম।"
কিন্তু ইহা গুরুজন সঙ্কুল স্বধাম॥
তাই এক শুক-শিশু অধ্যাপনা ছলে।
ধৈর্য্য বাঁধিবারে কৃষ্ণ "রাধা নাম" বলে॥
বাহু দণ্ডে শুক-শিশু যতনে বসাইয়া।
অঙ্গ মাজি কহে দাড়িম্ বীজ খাওয়াইয়া॥
'ধারাধর তুল্য যাঁর সুন্দর বরণ।
মোদের প্রসন্ন হউ সেই নারায়ণ' ॥১
নব শুক এত কথা না পারে কহিতে।
পুন খণ্ড খণ্ড করি বলে কহাইতে॥

তাও নারে ! দেখি, বলে বল ধারা ধর ।
তাও নারে ! দেখি বলে ধারা ধারা কর ॥
তবে শুক-শিশু কহে ধা রাধা রা ধারা ।
ছলে রাধা নামে হরি সুখে আত্মহারা ॥
তুষ্ট হৈয়া দেয় শুকে দাড়িমের বীজ ॥
অধ্যাপনা ছলে করে রাধা নাম নিজ ॥২
বটুকে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ, সখে! প্রাতকালে ।
তোমাকে দেখিনি কেন, কোথা গিয়াছিলে ?
গৌণে এলে তুমি, অত্ম মল্ল রঙ্গ ভূমে ।
যে মল্ল খেলা খেলিনু, না কৈলা দর্শনে ॥৩
প্রসর্প, উৎসর্প, আদি খেলায় কৌশল ।
কেহ তো জানে না জানি আমিই কেবল ॥
দারু পর্য্যঙ্ক, রিঙ্গন যা কেহ না জানে ।
মিত্রগণ খেলা দেখি করিলা বন্দনে ॥৫
একা প্রত্যেকের সখে মল্ল যুদ্ধ করি ।
বাহু যুদ্ধ কৈনু, যত বাহুযোদ্ধা ডারি ॥৬
বটু কহে সখে ! এই রণ পটু বটু ।
অত্ম যাহা পড়িল তা জান না অপটু ॥৭
কৃষ্ণ কহে কি পড়িলে ? বটু কহে জ্যোতিঃ ।
কার কাছে ? বটু কহে "ভাগুরি" বিদ্যাপতি ॥
কি ফল ইহাতে ? বটু কহে সর্ব্বজ্ঞতা ।
কৃষ্ণ কহে কহ দেখি "মোর মন কথা ?"৮
বটু কহে শীঘ্রই বলিব মনোগত ।
এই দেখ গণিতে লাগিনু "লগ্নমত ॥"৯
এত বলি অঙ্গুলীর পর্ব্ব ধরিয়া ।
গণনা করিতে বৈসে পৃথ্বে অঙ্ক দিয়া ॥
ভাবনার ভাণ করে, আকাশেতে দৃষ্টি ।
মস্তক কাঁপায়া কহে গণনার সৃষ্টি ॥১০
শুন সখে ! এক রম্য গিরি উপত্যকা ।
তাতে সরোবরে এক কনক হংসিকা ॥১১
তাঁকে তুমি খেলাহেতু ধারণাভিলাসী ।
কিন্তু নিজ যুথ বেড়া অপ্রাপ্য সে হংসী ॥
তথাপি ধরিতে তুমি বহুত প্রয়াসী ।
বল সখে সত্য কিনা আমায় জ্যোতিষী ॥১৩
কৃষ্ণ কহে বিজ্ঞ তুমি ; কহিলে যথার্থ ।
সে হংসী মিলিবে কিনা কহ গণনার্থ ॥১৪
বটু ক্ষণ নিরবে থাকিয়া পুন কহে ।
হে কৃষ্ণ জানিলে সেই হংসী যথা রহে ॥
তুমি বিবর্ণাগ্রা শাখা ধরি ভালমতে ।
হংসী মন হরিবে সে বংশীর ধ্বনীতে ॥
অলক্ষিতানন্দে তারে ধরিতে পারিবে ।
বংশী সর্ব্বচিত্ত হরে, তারে কি নারিবে ?১৬
হে কৃষ্ণ ! গণনে মোর এই নিদ্ধারণ ।
কি পারিতোষিক দিবা দাও শ্রম ধন ॥১৭

*'ব' এই বর্ণ যে শাখায় অগ্রে আছে অর্থাৎ বিশাখা ।

শুনি কৃষ্ণ কহে, ধর হে গণক রাজ।
এ দাড়িমী বীজে হস্ত পূর্ণ কর আজ ॥
স্থূলস্কন্ধ বটু কহে—হে প্রিয় বয়স্য।
স্ববয়স্যে দিলে কেন, দাড়িমী সুরস্য ?১৮
কৃষ্ণ কহে এই 'দ্বিজ' পড়ে যার নাম।
তুমি 'দ্বিজ', কহিলে 'তারি' প্রাপ্তি বিধান ॥
সুতরাং উভয়ে তুল্য আদরের যোগ্য।
তবে বিদ্বান্ বলি তোমার "পূর্ণ-ফল" ভোগ্য ॥
বটু তবে অখণ্ড দাড়িম্ব ফল পাইয়া।
কহে শুন তোমায় বলি আশীষ করিয়া ॥
অদ্য যেন এ ব্রাহ্মণে অখণ্ড ফল দিলে।
যুগল দাড়িম্ব তবে পাবে এর ফলে ॥২২
আজি প্রিয়া দ্বিজালিরে স্বলপনামৃতে।
সুখে ভুঞ্জাইয়া রহ সুমঙ্গল মতে ॥
হেন কালে ব্রজেশ্বরী করি আগমন।
বলে "বাছা স্নান কর" না কর বিলম্বন ॥
অন্নাদি বিবিধ খাদ্য রাঁধিয়াছে রাধা।
শীতল হইলে খে'তে হইবে সুবাধা ॥
স্নান অনুমতি শুনি ত্বরা দাসগণ।
করা'তে লাগিলা অভ্যঙ্গ স্নান মার্জ্জন ॥
বিচক্ষণ দাসকার্য্যে স্নেহময়ী মাতা—
শিখায় দেখা'য়ে নানা অবিচক্ষণতা ॥

কখন বা রাধাদাসী 'রূপ' মঞ্জর্য্যাদি।
মাতৃ আজ্ঞামতে করায় কৃষ্ণের স্নানাদি ॥
নবযুবা তনয়ের স্নানাদি করাইতে ॥
সঙ্কোচ না হয়, শুদ্ধ বাৎসল্যময় চিতে ॥
মা ভাবেন কৃষ্ণ এবে পৌগণ্ড বয়স।
এরা ও বালিকা, ইথে নাহি কোন দোষ ॥
এইমত দাসী দ্বারে কৃষ্ণ সেবা সারি।
আন কাজে যায় কৃষ্ণ-মনোরথ পূরি ॥
যশোদার একইমন, 'পচ্যমান ব্যঞ্জনে'
'পক্তব্যে' পক্কান্নে 'দধি দুগ্ধ আবর্ত্তনে'।
কিংবা যে যে দ্রব্য কৃষ্ণে অতি রুচিকর"
সে সব ব্যাপারে শ্রান্ত ভ্রমে নিরন্তর ॥
স্নান করি কৃষ্ণ পরিলেন পীতবাস।
কেশ সংস্কারিয়ে ঝুট বাঁধি দিল দাস।
জাতি পুষ্প গাঁথি ঝুটা করিল বেষ্টন।
কাশ্মীর তিলক দিল ললাটে একজন ॥
এক দাস কর্ণে দিল কুণ্ডল যুগল।
সূর্য্য-যুগে যেন গণ্ড-চন্দ্র ঝলমল ॥
একদাস বাহু-যুগে কেয়ুর পড়া'ল।
বাহুমধ্যে কেয়ুর যেন উজ্জল-চঞ্চল ॥
একদাস স্থির বক্ষে দিল হারাবলী।
জগমনোহারী হৈল স্থির মাধুরী ॥
কণ্ঠে কৌস্তুভ দিল সূর্য্য চন্দ্র জিনি।
কুন্দ মালা বক্ষে দিল নারী বিনোদিনী ॥

দ্বিজালি = দন্তসমূহ।

কুঙ্কুমে শ্রীঅঙ্গ কৈল দ্যুতি শোভাময়।
কটীতে কিঙ্কিনী ধ্বনি শ্রুতি মতি লয়॥
প্রফুল্ল কর কমলে কঙ্কণালঙ্কার।
রত্ন অঙ্গুরীয়গণ দ্যুতি চমৎকার॥
চরণে মঞ্জীর মত্ত খঞ্জন যুগল।
পদদ্বয়ে পরানন্দে শিঞ্জয়ে চঞ্চল॥ ৩৯
ভূষায় ভূষিত কৃষ্ণ মণি বেদীপীঠে।
বসি নারায়ণে স্মরে নিমীলিত দিঠে॥
নন্দ হেন উপাসনা করে অভিনয়ে।
মনো মধ্যে ধ্যানে রাধা সঙ্গ স্মরয়ে॥
ইত্যবসরে "কমল" দাস নিবেদয়ে।
'ভোজনের তরে ব্রজেশ্বরী আহ্বানয়ে'॥
মাতৃ বৎসল কৃষ্ণ এই বাক্য শু'নে।
বটুর সহিত উঠি চলিলা ভোজনে॥
ধৌত পদে বস্ত্রাবৃত পীঠে সুখে বসি।
বামে শ্রীদাম সুবল, দক্ষিণে রাম-শশী।
চৌদিকে মণ্ডলে বৈসে সহচরগণ।
সখা বিনে সুখকর নহে তো ভোজন॥
স্থির ভাবে বৈসে যবে সখা সনে হরি।
রোহিণীকে আহ্বান করিলা ব্রজেশ্বরী।
তার হস্তে ক্রমে দিলা ভোজন সামগ্রী।
পরিবেশে রোহিণী, ভুঞ্জে কৃষ্ণ রামাদি॥
পরিহাসে বটু তবে হাঁসি হাঁসি কহে।
এই স্বাদু অন্নাদিতে কৃষ্ণ তৃষ্ণ নহে॥

তাতেও সতৃষ্ণ কৃষ্ণ, বলাই তো কবলা।
শ্রীদামও মন্দভোজী, সুবলা দুর্ব্বলা॥
হায়! কাঁহা ইহা ভোজ্য রসাবিদগ্ধতা।
কাঁহা 'লক্ষ্মী-পক্ক-অন্ন' অমৃত নিন্দিতা॥
যাঁহা স্বাদন-লোলুপ রসজ্ঞ অভাব।
তাঁহা যৈছে কাব্য-রস-সহৃদয়াভাব॥
তৈছে হেথা স্বাদলুব্ধ রসজ্ঞ-অভাবে।
রস্য-অন্নব্যঞ্জনাদি ব্যর্থ কিনা হবে?
আমি শুধু হেথা এক রসজ্ঞ সুজন।
শুনিয়া শ্রীদামা তবে কহিলা বচন॥
উদর-সর্ব্বস্ব বটু হৈলা যে লাগিয়া।
শীঘ্র পিণ্ডী পুর, নহে রৈলা অভাগিয়া॥
শুনি বটু কহে, অরে! মুর্খ গোয়ালিয়া।
রসাস্বাদ কি জানিবি গরু চড়া গিয়া॥
দেখ আমি-বিপ্র মোর মুখে হোম দিলে।
সর্ব্ব যজ্ঞে বিষ্ণু-অর্চ্চনার ফল মিলে॥
শ্রীদাম কহে বটো, তোরশত জন্ম মাঝে
শ্রুতি স্মৃতি কোন চিহ্ন নাহিক বিরাজে।
ব্রাহ্মণত্বে শুধু 'সূত্র-মাত্র' বিদ্যমান।
কবে তুমি হইলা ব্রাহ্মণ অনুচান? ৫২
রসান্তর লাগি তবে শ্রীকৃষ্ণ কহিছে।
বটো! তোমার রস-শাস্ত্রে কি বিজ্ঞতা
আছে?

কাব্য রসাস্বাদে যেমন সহৃদয়, যথার্থ আস্বাদনবিনা রস ব্যর্থ হয়।

ব্যঞ্জনাবৃত্তির কহ তাৎপর্য্য লক্ষণ।
যে শাস্ত্র কহিলে বুঝি রসানুশীলন॥ ৫৩
বটু কহে রসশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি রস।
কেহ নয়, কেহ দশ, কেহ কয় দ্বাদশ॥
কিন্তু মোর মতে রস "ছয়টী" কেবল।
ইথেই "ব্যঞ্জনানেক" তাৎপর্য্য প্রবল॥
যেহেতু মোদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন।
এই 'ছয়' ছয়-রসাস্বাদন সাধন॥
কটু, তিক্ত, কাষায়াম্ল, ক্ষার ও মধুর।
এই ছয় রসে রসাস্বাদন প্রচুর॥
'রূপ-নেত্রে 'গন্ধনাসায়' 'মাধূর্য্য-জিহ্বায়ে।
'মার্দ্দ ত্বকে' 'শব্দ-কর্ণে' 'আনন্দ-হৃদয়ে॥'
যুগপৎ এই ছয় শঙ্কুলী ভোজনে।
প্রত্যক্ষ-এসব রস, নহে 'অনুমানে॥
হে রসিক কৃষ্ণ! যারা মুখে শুধু বলে।
"ব্যঞ্জনাবৃত্তি-আশ্রয়ে রসাস্বাদ ফলে॥"
ব্যঞ্জনাভিজ্ঞতা তাদের লেশমাত্র নাই।
"শাক সুপাদ্যে" সে মূর্ত্তিমান রস পাই॥
"নিরাকার শৃঙ্গারাদি" রস যাঁরা চায়।
মরীচিকায় শুদ্ধ-নীর আশে তাঁরা ধায়॥
রস-নিস্পত্তি কারণ চর্ব্বণাকে কয়।
কোটী জন্মেও চর্ব্বণা, তারা না জানয়॥
অমূর্ত্ত রসের কোন চর্ব্বণাই নাই।
প্রত্যক্ষ চর্ব্ব্যত্ব মুর্ত্ত ব্যঞ্জনাদি ভাই। ৫৪।৫৮

ভোজ্য-রস-পটু-বটুরাজের সিদ্ধান্ত।
শুনি বলরাম কহে কুতুহলাক্রান্ত॥
হে বটু, তোমার মত-সিদ্ধ রসাস্বাদে।
স্বাত্বিক স্থায়ী, সঞ্চারি কহ ক্রমপদে?৫৯
বটু কহে, দাদা অশ্রাদি অষ্ট-স্বাত্বিক।
রসাস্বাদ পরে অশ্রু কয় আলঙ্কারিক॥
কিন্তু মোর মতে এ 'সদন্ন' ব্যঞ্জনাদি।
না পাইলে আগে অশ্রু হয়; যাতে কাঁদি॥
পাইলে ঈদৃশ ব্যঞ্জনাদি হর্ষ-বশে।
রোমাঞ্চ হর্ষ-প্রাফুল্ল্য হয় স্বাদ-রসে॥৬০
দীন বিপ্র তৈলাভাবে রুক্ষ দেহক্ষুন্ন।
ভোজে তৃপ্তে বর্ণ-স্নিগ্ধ এই সে বৈবর্ণ্য' ॥
ভুঞ্জিতে সুখে যে করি চিৎকার রঙ্গ।
তাহাতে জান লক্ষণ এই 'স্বরভঙ্গ' ॥৬১
মিষ্টান্ন ভোজনে অশক্য-দুখে 'স্তম্ভ'।
প্রকট 'প্রস্বেদ' দেখ, 'লয়' ও অবিলম্ব॥
এইরূপ 'চিন্তা' 'নিদ্রাদি' সঞ্চারি গ্রাম।
আস্বাদ্যত্ব নিবন্ধন স্থায়ীর বহু নাম॥
যথা—বহু পূণ্য-পাকে লভে এই 'শাক'।
যা স্বাদিলে ভূপ হয় "সূপ" সেই পাক॥
যাহা কেহ দেখে নাই বিধিরও দুর্লভ।
সেই এই ভ্রষ্ট দ্রব্য উপাদেয় সব॥
যা দেখিলে শুক্ল বস্ত্র খণ্ড বোধ হয়।
সেই এই রুচিকর পাঁপর নিশ্চয়॥

রাজীববৎ নেত্র হর্ষ দায়িনী এ ভাজী।
দর্শনে নাচা'তে শক্তিধর বটকরাজ্রী ॥
সুধা ম্লানকারী এই যে অম্ল সরস।
মুমূর্ষুরও চিন্তনীয় শুধু এ পায়স ॥
এ পনসাম্রাম্ভে মন লীন হ'তে চায়।
এ 'রম্মালা' রসালাভে জন্ম ধিক্ পায় ॥
মন যা সন্ধান করে এই সে "আচার"।
কোটী স্বর্ণ মুদ্রালভ্য "রোটী" চন্দ্রাকার ॥
ঘৃত সিক্ত স্বর্ণ বর্ণ সদ্গন্ধ-ময় অন্ন।
এঁর মর্ম্ম কি বুঝিবে রাখালিয়া অন্য ॥
শ্রীদামা কহে রে বটো ফলমূলাহারী।
তপী-বিপ্র, রাজভোগে নহ অধিকারী ॥৭২
বটু কহে পূর্ব্ব জন্মে কৈনু তপ-যোগ।
তাতে এই ভৌম স্বর্গে পাই রাজভোগ ॥৭৪
তপঃকালে তোরাও মোর পা'য়া অঙ্গ স্পর্শ।
এ জন্মে সে পুণ্যে পা'লি মোর ভোগোৎকর্ষ ॥
জাতিস্মর আমি তাই কহিনু ইতিহাস।
দক্ষিণা দেহ তা ভুঞ্জাও প্রচুর পায়স ॥
বটু বাক্য শুনিয়া যশোদা হাঁসি কয়।
হে রোহিনী, বটু বড় করেছে বাক্ ব্যয় ॥
তপস্বীও জাতিস্মরে বহু পায়স দিতেঁ।
নিষেধি সুবল, অম্নি লাগিল কহিতে ॥
হে বড় মা, বাক্‌ব্যয়ী ও তপস্বী বলিয়া।
যদি চ পায়স দাও, বটুকে না দিয়া ॥
অগ্রে মর্কটগণে তাহা দিতে হবে।
এরাও তপস্বী তবে কেন না পাইবে ?
শীতোষ্ণ বরষা সহি ফলমূল খায়।
এদের তপ বিজ্ঞতা কেবা না জানয় ॥৮০
কৃষ্ণ কহে সখে বিপ্র ব্রহ্ম তৎপর।
কপি কুক্ষিন্তর তাই প্রভেদ বিস্তর ॥
তুমি কেনে বিপ্রে-কপি সমান কহিলে ?
সুবল কহে হে কৃষ্ণ ! বুঝিতে নারিলে ?
এ বিপ্রে ও মর্কটেতে ভেদ নাহি পাই।
নরত্ব ও বানরত্বে ভেদে হেতু নাই ॥
'বা' শব্দ বিকল্পে হৈলে তুল্য যদি হয়।
বানরে এ বিপ্রে তবে তুলনা আছয় ॥
বৃহত্তাৎ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম ইহার উদরে।
তাই তুল্য ঔদরিক এ বিপ্রে—বানরে ॥৮৪
বানরে বিকল্পে যৈছে নরত্ব আছয়।
তৈছে এ বটুতে আছে বানরাভিনয় ॥
যখন প্রচুর মিষ্ট-ভোজনে থাকয়।
তখন দু-হাতে ত্বরা ভোজন করয় ॥
বটু গুণ শুনি সব-সখা মুখে হাঁসি।
বটুও হাঁসি-ভোজন করে কাশি কাশি ॥
দেখি ব্রজেশ্বরী কহে বটো ক্ষণ থাক।
ভুঞ্জিও না, হাঁসিও না, মোর কথা রাখ ॥

তবু শ্রীদামাদি তারে হাঁসা'তে লাগিল।
স্নেহময়ী মা তাঁদের নিবারণ কৈল ॥ ৮৭
কৃষ্ণ কহে বটো, তোর পেট না ভরিল।
হাঁস কাশ ভোজে বড় বিঘ্ন করিল ॥
বটু মা'র কাছে শিখরিণী চাহি খায়।
পান কর্ত্তে চিবুক হ'তে ধারাবহি যায় ॥
শ্রীদাম কহে, হে কৃষ্ণ! বটুর কাণ্ড হের।
মুখ হ'তে নামিয়ছে শিখরিণী-ধার ॥ ৯০
কৃষ্ণ কহে এই বটুর হাস্য চন্দ্রোদরে,
উদর ক্ষীর সাগরে তরঙ্গ উথলয়ে ॥
বদন শিখর হ'তে শিখরিণী ধারে।
অঙ্গ পবিত্রিয়ে পুন পর্শে-নাভি-দ্বারে ॥
শুনি সবে 'ভাল' বলি হাঁসিয়া উঠিল।
ঐছে হাস্য-রসে সবে ভুঞ্জি তৃপ্ত হৈল ॥
যশোদা কহেন কৃষ্ণ, ভাল করি খাও।
কৃষ্ণ কহে আর ক্ষুধা নাই, নাহি দাও ॥
'পাঁচ ছয় গ্রাস খাও' নির্ব্বন্ধে মা বলে।
মাতৃ-অনুরোধে কিছু ভোজন করিলে ॥
মা কহে দেখতো বৎস না কহিলে আমি।
প্রতিদিন অল্প ভুঞ্জি, কৃশ হও তুমি ॥
এই দ্রব্য বড় ভালবাস,—কিছু খাও।
কৃষ্ণ কহে'পারিব না' মা কেন আজ্ঞা দাও॥
শুনি মাতা রোহিণীরে করিছে আহ্বান।
'বলে' দেখ দিদি কৃষ্ণ করে না ভোজন ॥
রোহিণী কহে বাপ তবে পাক কৈনু কেনে
কি কারণে রাজকন্যা আনিনু রন্ধনে ॥
কোমলা কমলা প্রীতে রান্ধিল অশেষ।
তুমি না ভুঞ্জিলে সবে মনে পাবে ক্লেশ ॥
এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ ভুঞ্জিল।
দেখি মাতাদ্বয় কৃষ্ণে ওলাহন দিল ॥
একি বাপ! ক্ষুধা রাখি নিত্য হেন খাও।
যাতে দেহ পুষ্ট হবে, তাহা নাহি চাও ॥
এইরূপ মাতৃস্নেহে লালিত হইয়া।
রাম সহ ভুঞ্জে সবে পরানন্দপা'য়া ॥ ১০০
"রাধা," জালরন্ধ্রে নেত্র করিয়া বিন্যস্ত।
কৃষ্ণ শোভামৃত পান করিলা সমস্ত ॥ ১০১
ভোজনান্তে দাস ঝারি-জল ঢালি দিল।
সুবাসিত জলে সবে আচমন কৈল ॥
উঠি শত পদ চলি তাম্বুল চর্ব্বিয়া।
শেষে দাসে পদ সেবে নিঁদ যায় শু'য়া ॥
এদিকে পাকশালা হৈতে রাধা বাহিরিল
হস্ত-পদ-ক্ষালি বৈসে দাসীরা সেবিল ॥
রোহিণী উষ্ণ অন্নাদি স্বর্ণ থালে বাড়ি।
ধনিষ্ঠা দ্বারে লৈয়া আইলা ব্রজেশ্বরী—
কহে রাধে,ললিতেবিশাখে, চম্পকলতে ॥
অদ্য মোর কাছে বসি ভুঞ্জিবে ভালমতে।
লজ্জিতা হেরি রাধারে কহে লজ্জা কেন?
আমাকে জানিবা তুমি শ্রীকীর্ত্তিকা যেন ॥

মোর গৃহে ভুঞ্জি সুখে স্বচ্ছন্দে বিহর।
স্ববয়স্যাবৃতা হৈয়া, হাস্য, খেলা কর ॥১০৭
মাতৃ বাক্যে স্বীয় অর্থ করি সখীগণ।
মৃদু মৃদু হাঁসে সবে, নয়নে নয়ন ॥
তাহা দেখি রাধা নেত্র লজ্জায় মুদ্রিতে।
ভুঞ্জিতে বসিল তবে, সখীর সহিতে ॥ ১০৮
ভোজন করিতে কৃষ্ণাধরামৃত পা'য়া।
ধনিষ্ঠার প্রতি চাহে কৃপা-প্রকাশিয়া ॥
ধনিষ্ঠা চাতুরী করি কৃষ্ণ-শেষ লৈয়া।
রাধাপ্রীতে দিয়াছিল ভোজ্যে মিশাইয়া ॥
তদাস্বাদে পরানন্দে ধনিষ্ঠারে চায়।
রাধানুভবে ধনিষ্ঠা কৃতার্থ মানয় ॥
রাধাদিভুঞ্জা'য়া, দিয়া গন্ধানুলেপনে।
লালন করিলা মাতা, বসন ভুষণে ॥
তুঙ্গবিদ্যা বিশাখার কাণে কি কহিল।
বিশাখাও মৃদু হাঁসি শিরচালন কৈল ॥
দেখি রাধা, সখী মনোগত বুঝি কহে।
কাণাকাণিস্থানেমোর থাকা উচিত
নহে।
এই তর্কে উঠিভেই বিশাখ্য ধরিলা।
কহে রাধে বুঝিয়াছি যে লাগি উঠিলা ॥
মা বলিলা, "স্ববয়স্যাবৃতা" হৈয়া খেল।
তাহা না করিয়া গেলে, আজ্ঞা যে লঙ্ঘিল
হেন কালে ধনিষ্ঠা শ্রীরাধিকারে কয়।
এসো রাধে! এ চতুরার সঙ্গ উচিত নয় ॥
খিড়্‌কীদ্বারে বন্ধু-জীব-নেত্রস্পৃহা পূরি।
এই পথে এসো, না জানিবে ব্রজেশ্বরী।
ইহা বলি নন্দীশ্বর-গিরি-গুহা-মাঝে।
লৈয়া গেল যথা দিব্য রত্ন বেদী সাজে ॥
লীলাময় কৃষ্ণ ছিল রাধা প্রতীক্ষায়।
রহ স্থানে রাধা পা'য়া ধরিল-হিয়ায় ॥১১৬

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
ভোজনকৌতুকানুমোদন নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

পূর্ব্বাহ্ন লীলা, গোষ্ঠ-যাত্রা

কিঞ্চিৎবিশ্রাম করি কৃষ্ণ সখাগণ।
বেশভূষার্থে করে নিজালয় গমন॥
নিজ নিজ মাতা সাজায় গোষ্ঠযোগ্য সাজ।
কৃষ্ণ লাগি কৃষ্ণ-সখা নাহি সহে ব্যাজ॥
মা'কে কহে, ভূষা ছলে গৌণ কর কেনে।
'এই বুঝি' কৃষ্ণ সঙ্গে গেল সখাগণে॥
কৃষ্ণ পথে মোরলাগি করিছে প্রতীক্ষা।
আর না করিতে পারি বেশের অপেক্ষা॥
ধৈর্য্য নাহি মানে, মাতঃ মোরে ছাড়ি দাও।
সখামুখচন্দ্র হেরি জীবন জুড়াও॥ ২
মাতাগণ কহে, পুত্র, এ উদ্বেগ কেন?
শীঘ্র সখা সঙ্গে যাবে, পড়িলে ভূষণ॥
মাত্র রক্ষা-মণি বাঁধা, তাও শেষ হৈল॥
কৈ গোধ্বনি! কৈ সঙ্গব? কেনরে চঞ্চল?
আর আর সখা যা'বে রত্ন-অলঙ্কৃত।
তুমি না সাজিয়া যাবে দরিদ্রের মত?
তাদের মার্জ্জিত অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত।
তোমাদেখি উপহাস করিবে সখা-যুথ॥

এই মাতৃ লালন বন্ধনবৎ মানে।
কোন শব্দ শুনে বলে ঐ সখা যায় বনে॥
ঐ সুবল শ্রীদাম বসুদামাদি নদী।
ছুটি নন্দপুরে মিলে শ্রীকৃষ্ণ-জলধি॥ ৭
তবে নন্দ নিকট হৈতে আসি লোকজন।
বলে রাজাদেশ বাণী শুন শিশুগণ॥
'কৃষ্ণ ঘুমাইছে', তারে হঠাৎ না জাগাও;
ধেনু মুক্ত করিতেছি, এবে না চালাও॥ ৯
ইহা শুনি সবে ব্রজরাজ পাশে ধায়।
সুবলাদি অন্তরঙ্গ কৃষ্ণ পাশে যায়॥ ১০
রক্তক পত্রক আদি প্রেমীদাসগণ।
শ্রীব্রজেশ্বরীর পাশে কৈল আগমন॥ ১১
পুত্রলাগি মাতা তারে মোদকাদি দিল। ৩
দাস তাহা সযত্নে সম্পূটে রক্ষি নিলা॥ ১
অন্য দাস চন্দ্রকান্ত-মণি ঝর্ঝরিতে।
কর্পূরিত-জল লৈল কঞ্চুক-আবৃতে॥
যৈছে রাগাবৃত শুদ্ধ দ্রব-মনোবৃত্তি।
অতুল সেবা সৌভাগ্য দাস্য-রত্ন ধৃতি॥
এক দাস মণিময় তাম্বুল-সম্পুটে।
তাম্বুল পুরি যতনে লইল কক্ষ পুটে॥

আর দাস ধরিল কৃষ্ণ বসনাভরণে।
দেবীগণ মুগ্ধ হয় যাহার দর্শনে ॥ ১৭
হেথা গিরি গুহান্তরে কৃষ্ণ-সুখময়।
রাধাছাড়ি সখার মণ্ডলে প্রবেশয় ॥
রাধাজীর বস্ত্র পরি কৃষ্ণ আগমন।
সখা দেখে নব-মেঘে চপলা বেষ্টন ॥
রহ লীলা সূচক স-চিহ্ন হেরি হেরি।
স্মিত-পুষ্প বর্ষে সখা পরিহাস করি ॥
দূর করাইয়া কৃষ্ণ অঙ্গে চিহ্নগণ।
জননীর অন্তঃপুরে কৈলা আগমন ॥ ২০
নর্ম্ম সখা গোষ্ঠ যোগ্য বেশ কৃষ্ণে কৈল।
দিনমণি-জিনি কৌস্তুভ কণ্ঠে শোভিল ॥
শিখি-চন্দ্র ইন্দ্র-ধনু কৃষ্ণ-মেঘ শিরে।
মুক্তামালা বাল বলাকিণী তিরস্কারে ॥
বনমালে অলিকুলে বহু-স্তুতি করে।
স্নেহ-পয়ে মায়ে সিঞ্চি আইল সিংহদ্বারে ॥
তবে অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে ব্রজেশ্বরী।
আইলা বাহিরে, পশ্চাৎ সসখী কিশোরী ॥
তবে কৃষ্ণ 'বনযাত্রাঘোষ' ব্যক্তিগণ।
"কৃষ্ণ বনে যান" বলি ধ্বনিল তখন ॥
শুনি পুরনারীগণ একে আনে ডাকি।
"কৃষ্ণ বনে যান" বলি দর্শনে উৎসুকী ॥
শুনি শুক-পাখী বলে 'কৃষ্ণ বনে ধান'।
ক্রমে সেই ধ্বনি হৈল সঙ্কেত প্রধান ॥
ব্রজরাজ পাশে ছিল কৃষ্ণ সখাগণ।
"কৃষ্ণ বনে যান" ধ্বনি করিয়া শ্রবণ ॥
বলে 'শীঘ্র ধেনুগণ কর বনমুখী'।
গোবর্দ্ধন তটে নিব শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥
বিপ্রগণ "কৃষ্ণ বনে যান" এই শুনি।
স্বস্তি বলি শুভাচরে হৈয়া দর্ভ পাণি ;
কৃষ্ণ পিতামহ পর্জ্জন্য গোপ বৃদ্ধ।
"কৃষ্ণ বনে যান" শব্দ শুনিয়া সমৃদ্ধ ॥
বলে 'মোরে লৈয়া চল প্রাণ কৃষ্ণ পাশে'।
নেত্র-তৃপ্ত করিব কৃষ্ণ চন্দ্র দরশে ॥
'কৃষ্ণ বনে যান' শুনি গৃহে প্রিয়াগণ।
দর্শনের চাতুরী সৃজে সঙ্গে সখীগণ ॥
সখি, আমি রহঃ পথে চলিনু সঙ্কেতে।
জরতীরে বঞ্চি ছলে আসিও কুঞ্জেতে ॥
কোন প্রিয়া আনন্দ জড়িমোদয়ে কয়।
"কৃষ্ণ বনে যান" সখী, এ শব্দেই বুঝয় ॥
কোন সখী সাজাইতে প্রেয়সী বলিছে।
"কৃষ্ণ বনে যান" শুনি অন্তরে গণিছে ॥
অলক সংস্কারে আর নাহি প্রয়োজন।
'কঞ্চুলী কি কাজ' করি কৃষ্ণ দরশন ॥
মাধবে না দেখি মোর প্রাণ বাহিরায়।
প্রাণ রক্ষা করি, কৃষ্ণ দেখি, আয় আয় ॥

এক প্রিয়া গুরুপুরে কৃষ্ণ দর্শার্থিনী।
আপনি উপরে যাইতে নিষেধে সঙ্গিনী ॥
প্রিয়া কহে 'কৃষ্ণ বনে যান' সখীভাবে—
যা হবার হবে হেন সুযোগ না হবে ॥
কেহ অট্টালি উঠিতে শাশুরী নিষেধিল।
"কৃষ্ণ বনে যান" বলি এই ধিক্কারিল ॥
"দুর্ম্মুখি চেঁচাও কেন" আমি একা নই।
দেখ দেখি কার বধূ আছে বদ্ধ রই ॥৩৩
পরে কৃষ্ণ সখাসনে যান গোচারণে।
দিঙময় নীল কান্তি চিত্র দেখে জন
গণে ॥ ৩৪
অল্প বিরহে পিতা মাতা সন্তপ্ত হৈলা।
অশ্রুধারে সিঞ্চি-পুত্রঅনুগমন কৈলা ॥
যশোদা রোহিণী, 'পুত্রে আর না
দেখিব'।
ইহা ভাবি দেহ ক্রিয়া-ভুল হৈলা স্তব্ধ ॥
নন্দ আলিঙ্গন ছলে নিজ মন দিয়া।
মোহগ্রস্থ হৈয়া পড়ে, কৃষ্ণ আলিঙ্গিয়া ॥
যশোদা সম্বিৎ পা'য়া, কন, হে সুকুমার।
যাবে যদি মোরা যাব সঙ্গে তোমার ॥
নীতি চাহি আমাদিগে করো না বঞ্চনা।
সহিতে নারি সুহৃদ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ॥ ৩৯
যদি আমাদিগে সঙ্গে নাহি ল'য়ে যাবে।
এ সুখদ পুরী মোদের গিলিয়া খাইবে ॥

যদি বল তবে কিসে রক্ষিবে জীবন।
এ বিরহে বৃথা আয়ু রাখিবে এ প্রাণ ॥
যদিও তৃতীয় প্রহরে গৃহ মুখী হও।
সেও মোদের দুঃখ তুমি জান নাক তা'ও
কোথা তব পদ্মদল নিন্দি পদতল।
কোথা শিল তৃণাঙ্কুরান্বিত বনস্থল ?
মৃগমদ সিক্ত ননী হেন এই দেহে।
বিষ তিব্র সূর্য্য-কর কখন না সহে ॥ ৪১
অভাগিনী জননীর হীন বলি প্রাণ।
বিদীর্ণ না হয় বক্ষ ! এতই পাষাণ ॥
হে কৃষ্ণ 'যেওনা বনে ! গোপগণ যা'ক ;'
কিংবা স্বয়ং ব্রজরাজ গোধন চড়া'ক ॥
হে শিশো ! ইথেও যদি না ছাড়হ হট।
তবে বন্ধুগণ জীবন ধারণ দুর্ঘট ॥ ৫৪
বৎস ! কেন তুমি গোপকুলে জন্মিয়াছ।
রাজ যোগ্য মৃদু-দেহে এ দুঃখ সহিছ ॥
মাতৃ দুঃখ শুনি কৃষ্ণ বিনয়ের খনি।
ফিরি জননীর অগ্রে দাঁড়া'ল অমনি ॥
হেরি মাতা প্রাণ যেন সুস্থির হইল।
নেত্র জলে সিঞ্চি পুত্রে আলিঙ্গন কৈল ॥
সেইসুখে জননীর যে মোহ হইল।
পুত্র "রক্ষা বন্ধ" হেতু তাহা দূরে গেল ॥
নৃসিংহ নামে পুত্রের অঙ্গ রক্ষা করি।
বলভদ্র, সুভদ্র ও বর্দ্ধন কে ধরি ॥

বলে 'তোমাদের ভাই' কানুপ্রাণ জানি।
তবু আমি মা, মোর প্রত্যহ এক বাণী ॥
মোর কৃষ্ণ মৃদু, কিন্তু চঞ্চলাগ্রগামী।
সুবুদ্ধি হৈলেও সে নহে পরিণামী ॥
দুর্ব্বল হৈয়াও সাহসী, অজ্ঞান কানাই।
তোমরা চৌদিকে থাকি রক্ষিবা সবাই ॥
এ অবাধ্য হরি, শুধু সখা বশ হয়।
এ হেতু জননী তোদের আর্ত্তি-নিবেদয় ॥
নৃশংস কংসের চর যদি দেখ বনে।
গো ছাড়ি পলায়া ক'রো গ্রামে
আগমনে ॥

শুনহে সুবল, হে উজ্জল, হে কোকিলা।
বনে কভু না খেলিও বাহু যুদ্ধ খেলা ॥
প্রতিদিন কৃষ্ণ অঙ্গে হেরি নখ চিহ্ন।
বাহু যুদ্ধ বিনা কিরে খেলা নাই অন্য ॥
তবে কহে রক্তক পত্রাদি দাসগণে।
রামকৃষ্ণ স্বভাব শোন, রাখিও স্মরণে ॥
খেলারসে ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ নাহি থাকে।
কাল বুঝি ভোজ্য-পেয় যোগাবি
দোহাকে ॥ ৫৭

ব্রজরাজে কহে বাণী আক্ষেপ করিয়া।
যে পথে তনয় যায় হাটিয়া হাটিয়া ॥
তাহে বালি সূর্য্যতাপে অগ্নিবৎ হয়।
তার পিতা স্বর্ণালয়ে মা কেমনে সয় ॥
যারপুত্র গোচারণে দুঃখভোগ সহে।
সে অমরা নিলাজীরে লোকে মাতা কহে?
কৃষ্ণ বন-যাত্রা সবে দেখে বজ্র প্রাণে।
তথাপি সবারে সুখ দাও নিজ গুণে ॥
ঐছে মাতৃ আর্ত্তি কর্ণে উত্তংস পরিয়া।
জননীকে তৃপ্তি দিলা, হাস্যামৃত দিয়া ॥
হে জননি গোচারণে কোন ক্লেশ নাই।
সুখের সামগ্রী বড় তাই নিতি যাই ॥
যমুনা তীরে 'গো রাখি পরম আনন্দে'।
সুগন্ধি শীতল ছায়ে খেলি কত ছন্দে ॥
গো গণে একত্র-কর্ত্তে কোন কষ্ট নাই।
তরুতলে বসি মাত্র মুরলী বাজাই ॥ ৬৩
যে পথের নিন্দা কৈলে তুমি তা দেখনা।
চমরীরা পুচ্ছে করে সে পথ মার্জ্জনা ॥
তরুগণ মধু-বর্ষি করয়ে সেচন।
কস্তুরী বাসিত করে নাভী-মৃগগণ ॥
পুষ্পরজে পথ থাকে তুলিকার মত।
পদে পদে চলিতে যে আনন্দ অমৃত ॥
যথায় কোকিল গান, ময়ুর নর্ত্তন।
আলি বন্দে নানা বর্ণ পুষ্প লতাগণ ॥
মন্দ মলয় বায়ে সদা বন আন্দোলিত।
নির্ঝর গিরি কন্দর! আকর্ষয়ে চিত ॥
সে কন্দরে জিনে মণি মন্দিরের ছাঁদে।
সবয়ঃ পুষ্পাস্থে সাজি থাকি নাহি খেদে ॥

ঐছে বলি, কৃষ্ণাপাঙ্গ অলক্ষিতে পশি।
দ্রবকরি রাধাপাঙ্গ আলিঙ্গিল আসি॥
পরস্পর ঈক্ষণে বৃত্তান্ত জানাইল।
কৃষ্ণ চাহে অভিসার, রাধা সম্মানিল॥
তবে বটু কহে মাতঃ কেন কর দুঃখ।
ভব-পুরে তাহা নাই, বনে যত সুখ॥
আম্র, কলা, পনস, দাড়িম্ব আদি ফল।
পাড়ি খাই পরিপক্ক সুগন্ধি সকল॥
তা'তে যে আস্বাদ গৃহ-পক্কে তাহা নয়।
কল্পনাপুষ্পাদি কানু বরে কাঁহা পায়॥ ৭৩
এই মত কৃষ্ণ ধেনু. আহ্বান শুনিয়া।
গোষ্ঠ বিজয় কৈল সবা প্রবোধিয়া॥ ৭৪
প্রিয়গণের সেইমন বিচ্ছেদ সহয়।
সেই প্রেমী-মন-কৃষ্ণ সঙ্গে করি লয়॥
নেত্রগণ তবে কৃষ্ণ পশ্চাৎ চলিল।
জীবমুক্তিবৎ সবে আন মনে ফিরিল॥ ১৫

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
কানন প্রয়াণানুমোদন নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

কাননবিহার লীলা

কৃষ্ণচন্দ্র গোসঙ্কুলে বনে প্রবেশিল।
গোষ্ঠগণে বাণী-অগোচর দুঃখ হৈল॥১
প্রিয়াগণ কৃষ্ণবিনে 'গো' চারণাশিক্তা।
মূর্চ্ছা রূপা সখী তাই হইলা আশ্রিতা॥২
একা মূর্চ্ছা ব্যাপ্ত হৈল যোগিনীর প্রায়।
বিরহ বিপদে হৈল শান্তির সহায়॥৩
ললিতাদি সখীগণ করি প্রবোধন।
নিজেশ্বরী-রাধার কৈল মূর্চ্ছা-বিমোচন॥৪
বিরহ শমনী-"মূর্চ্ছা" কেন বা ঘুচায়।
"অচিন্ত্য-প্রেম-প্রভাব," বোধ-গম্য নয়॥
তবে ললিতা কতক-চতুরা সখীরে।
গোপনে পাঠা'য়া দিলা গোবর্দ্ধন-ধারে॥
তথায় তাহারা কৃষ্ণ খুঁজিতে খুঁজিতে।
সন্ধান পাইল বন-মালা সৌরভেতে॥৬
তথি কৃষ্ণ গো-সখা সহিত বিহরিয়া।
প্রেরিতান্ন ভুঞ্জি বুলে বটুরে লইয়া॥৭

বনে সখী দেখি কৃষ্ণ পুছে কাঁহা প্যারী।
কৃষ্ণ প্রতি কহে খেদে শ্রীরূপ মঞ্জরী ॥৮
হে নাগর তব পদে শোভে বন ভূমি।
তাই ভূমি অলঙ্কৃতা করিছে স্বামিনী ॥৯
নিজ বর্ণে কৈলে তুমি বন ভুমি শ্যামা।
বিবর্ণ না হৈলে রাধা করিত তা হেমা ॥১০
তুমি যৈছ গোধুলী-ময়-মুখ দেখাইয়া।
বনবাসী স্থিয়-চরে থাক কাঁদাইয়া ॥
রাধা তৈছে স্পর্দ্ধা করি গো-রজে লুটিয়া।
আকুল করিছে, সখীগণে কাঁদাইয়া ॥১১
জল হ'তে কমলের জন্ম সবে জানি ॥
রাধা নেত্র পদ্ম হৈল জলের জননী ॥
"কর্দ্দম জলজ ভব জাত, ব'লে শুনি।
রাধা সার্থক কৈল সেই পুরাণের বাণী ॥১
সাধু মালা, কেশ, বেশ, মুক্ত-স্বেচ্ছাচারী।
নৃপতি বিহীন দেশে ঐছে ব্যভিচারী ॥২
সে কেশাদি কেশববিনে কে করে পালন।
কে যত্নে বন্ধন করে, কে করে শোভন ॥১৩
বনে তব পদ-যুগ হতেছে ব্যথিত।
ইহা স্মরি রাধিকা কাতরা অধিকতঃ ॥
মোরা বলি "চরণ-বনজ-বনোৎসঙ্গে।
সুখে আছে ত্যজ রাধে এ খেদ তরঙ্গে ॥
কত মত বুঝাইনু খেদ নাহি যায়।
বিশ্বাস না করি ঘন নিশ্বাস ছাড়য় ॥১৪

সখী বলে "বনে শিল-তৃণাঙ্কুর" নাই ॥
শুনেই চরণ-স্মরি মূর্চ্ছিতা সে রাই ॥১৫
মূর্চ্ছা হেরি কেহ বলে শ্রীকৃষ্ণ আইল।
মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে নাসায় বনমালা দিল ॥
তব মাল্য গন্ধে রাধা হইয়া সম্বিতা।
তোমার দর্শনাকুলা, সম্ভ্রমে, লজ্জিতা ॥১৬
ললিতারে কহে, সখী! কই সে নটবর।
তিহ কহে ঘরে লুকাইল, সে নাগর ॥
ধনী কহে তোমরা কি, কর প্রতারণা?
সখী কহে কৃষ্ণাঙ্গের সৌরভ দেখ না?
গন্ধানুভবে ক্ষণেক সুখ লাভ কৈল।
তৎক্ষণেই স্মর পঞ্চশরে বিদ্ধা-হৈল ॥১৭॥১৮
তাতে যে যে দশা হৈল শুন গুণমণি।
'খেদাতুরা' 'কম্পিতা' সে 'পতিতা' ধরণী
নেত্র জলে নিজ তনু অভিসিক্ত করি।
গৃহে গিয়া অন্বেষিয়া না পাইল হরি ॥১৯
খেদে কহে ওরে মন তুমি যে কেবল।
মিথ্যায় বিশ্বাস কর, এই তার ফল ॥
ভূমে পড়ি বলে বন্ধু-হীনে, ধিক্ তোরে।
ইথেও লঘু না হৈল অন্তগুরুভারে ॥২১
হে রাধেশ! তোমার বিরহে সুকুমারী।
প্রাণ-স্পন্দন না সহে,এ সৌমাধুর্য্য-ভারি ॥
"রূপ"-মুখে রাধা-বার্ত্তা শুনি নন্দলালা।
অন্তরে উদঘূর্ণাযুক্ত আতুর হইলা ॥

শোকে রুদ্ধ কণ্ঠ অশ্রু বটু প্রতি চায়।
বটু কৃষ্ণাবস্থা জানি, প্রত্যুত্তর দেয়॥
বটু কহে রূপ! শীঘ্র পদ্মিনীরে আন।
জল-বিনা পদ্ম-দুঃখ নাহি অবধান?
পদ্মবিনা শ্রীমধুসূদন কিসে বাঁচে।
মধুসূদনের পদ্মবিনা কেবা আছে?২॥
তবে কৃষ্ণকণ্ঠ হ'তে খুলি চম্পক মালা।
প্রেয়সী হৃদয়ে দিতে রূপ হস্তে দিলা॥২৫
মালা পা'য়া রূপ মঞ্জরী রাধা পাশে ধায়॥
বিবরণ কহি মালা অর্পিলা গলায়॥
মালাস্পর্শে রাধা কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পা'য়া।
মৃত দেহে প্রাণ যেন পাইলা ফিরিয়া॥
স্ব বিরহে কৃষ্ণ ধনে বিধুর শুনিয়া।
কৃষ্ণের বিরহানলে দহি গেল হিয়া॥
পুন কমলিনী দুঃখে মলিনা হইল।
কৃষ্ণদত্ত মাল্য-গন্ধ সুখ দূরে গেল॥২৭
কৃষ্ণার্থে রাধার অতি উৎকণ্ঠা দেখিয়া।
সূর্য্য-পূজা-ছলে গুরু বঞ্চনা করিয়া॥
রাধা লৈয়া বনে যাবে সখী স্থির কৈ'ল।
ভাগ্যে গার্গীবাক্যে তবে জটিলা আদেশিল॥
হে কিশোরিগণ! শুন, সহস্র 'গো যাঁর।
অর্ব্বুদ'গো'লাভে পূজা করিতে তাঁহার॥
যাহ, 'সেই নেত্র-দেব-মিত্র-কান্তিমান'।
অত্র তোমাদের করু আনন্দ বিধান॥২৯

সানুকূল বিধি শুনি, রাই-সখী মিলে।
কৃষ্ণার্থে দ্রব্যাদি লৈলা নৈবেদ্যের ছলে॥৩০
কুবেরেশ দুর্লভ যে অমৃত মোদকাদি।
রাধা কৃষ্ণ লাগি কৈল,তাহা লৈ'ল বাঁধি॥
সূর্য্যার্চ্চনে ধূপ, দীপ, বস্ত্র, ভূষা আদি।
সংগ্রহার্থে যে বিলম্ব তায় অধৈর্য্য হৃদি॥
তীব্র উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণ ধৈর্য্য জলধি।
চুলুকিত হৈয়া গেল, চিত্ত উঠে কাঁদি॥
যে বাঁশী গোপীর শ্রুতি-মতি হরি আনে।
সে বাঁশীরে দুতি করি, করিলা প্রেরণে
সে আগে রাধারে ফেলি সম্ভ্রম-তরঙ্গে।
লজ্জা ভয় হরি দৈবে নিষ্কাষিল রঙ্গে॥
তখন সে রাধা পদ কোথায় পড়িছে।
হস্ত-পদ্মে কোন্ দ্রব্য গ্রহণ করিছে॥
কিছু নাহি জানে রাই, সম্ভ্রমের বশে।
কাঁপে আর স্নান করে নেত্রজলে ভে'সে
তবে বন-অভিসারে ভূষাদি ধারণে।
বিলম্ব শঙ্কায় তিরস্করি সখীগণে॥
উৎকণ্ঠায় নিজে করে বেশের রচনা।
ভ্রমে কণ্ঠহারে করে নিতম্ব সাজনা॥
কণ্ঠে কিঙ্কিণী, বেণী অগ্রে ললাটিকা।
ললাটে কস্তুরী পরে অঞ্জনে তিলকা॥
যাবকের রসে করি চন্দনের সাজে।
নীল সারি পরি বাহির হৈল অব্যাজে॥

যেন ঘন-কৌমুদীরে নীল-ঘন ঝাঁপি।
বাহির করিয়া নিল মস্ত্র:-প্রতাপি ॥৪০
ঐছে সখীসহ আসি কাননের প্রান্তে।
লজ্জা-ঘোম্‌টা ছাড়ি, মুখ প্রকাশে
বনান্তে ॥৪১
বেণু রব শুনি তবে সখী প্রতি কয়।
এই বেণু সর্ব্ব শাস্ত্র বেত্তা সুনিশ্চয় ॥
পণ্ডিতের প্রায় যৈছে বাক্ বিলাস করে।
সভ্যপ্রায় পিকশ্রেণী নীরব-আচরে ॥
'হে গোগণ' এসো বলি ধেনু যে আহ্বানে।
দেখ তাতে নানার্থক তাৎপর্য্য বাখানে ॥
গো শব্দে 'পৃথিবী' ভাবে আমাকেই
ডাকে।
ইথে দেখ সুখজাত ভাব পরতেকে ॥
ভূমি তৃণভেদ ছলে, হৈল পুলকিত।
মকরন্দ বৃষ্ট্যে তরু হৈল স্বেদ-যুত ॥
গো' শব্দে 'বাণী ও জল' অর্থ বুঝায়।
কেকী পিক বাণী দেখ স্তম্ভ দশায় ॥
বেণুতে নিম্নগা জলের দেখ-কি ভ্রান্তি।
তারল্য ছাড়য়ে, চিত্র-জড়ত্বের প্রাপ্তি ॥
'গো' শব্দে 'স্বর্গ ও দিক্' অর্থ বুঝায়।
শুনি স্বর্গ ধন্য মেঘ-সুখাশ্রু ধারায় ॥
দিক্ বধু সুখে মন্দ-মারুত চামরে।
বেণু বাদকে মৃদু ব্যজন সেবা করে ॥৪৫
হে সখি এ বেণুধ্বনি অকুণ্ঠ বৃত্তিকা।
কৃষ্ণেচ্ছা বিনেও অন্যে নিজার্থ
বোধিকা ॥৪৬
যে 'গো' ভতি অভিধায় উৎকর্ণা হতেছে।
তারা "হম্ব" বলি অপভাষায় উত্তরিছে ॥৪৭
দেখ সখি আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা।
বেণুতে গ্রাম-জাতি সহ মূর্চ্ছিত স্বরগণা ॥
তাতে বিদ্যাগম ভ্রমে স্বরঙ্গনাগণ।
মোহিতা, বেণু-মূর্চ্ছা না করিয়ে শ্রবণ ॥৪৮
দেখ সখি! গিরিশিলা প্রেমে গলি যায়।
ককৃথটেও শব্দাপেক্ষা কৃষ্ণ রতি পায় ॥৪৯
দেখ দেখ শিলা গলি স্রোত বহি যায়।
খগ মৃগ বারি পান করিতেছে তায় ॥৫০
বেণু শুনি কৃষ্ণকেই ক'রেছে এ সার।
এহেতু সার্থক সখি নাম কৃষ্ণসার ॥
মৃগী কৃষ্ণ অনুগতা তবু নাহি দ্বেষ।
এই মহোদয় চিত্তে আছে প্রেমাবেশ ॥৫২
পতি ছাড়ি দ্রুত যে'তে বেণু নাদ শুনি।
জড়ত্বে চিত্রের প্রায় রয়েছে হরিণী ॥
গোপীপতি গোপী কৃষ্ণ সঙ্গ প্রতিকূল।
ইহোঁ বংশী-প্রতিকূলা পতি-অনুকূল ॥
ললিতা কহে, হে রাধে! এই দিকে হের।
পক্ষীগণ আলবালে জল পিতে দঢ় ॥
বেণুনাদে জল জমি, 'হইলে পাষাণ।
অর্দ্ধ চঞ্চু বদ্ধ পক্ষ করে উৎক্ষেপণ ॥৫৩

ঐছে বর্ণন কর্পূরে বংশী স্বরামৃত।
কর্ণ-পাত্রে পানে সবে প্রেমাবিষ্ট চিত ॥৫৪
ইঙ্গিত বংশীতে স্তম্ভ কম্পাদি বাঁধিল।
অতুল রাগে মদন বন বাটিকা আইল ॥৫৫
যোগমায়া স্বপ্রভাবে স্থান সঙ্কোচিল।
ত্বরিৎসূর্য্যকুণ্ডেআসি, সূর্য্যে-নতি কৈল ॥
স্তুতি প্রার্থনায় সূর্য্যে মাগিছে প্রসাদ।
ঝটিতি দর্শন যেন পাই প্রাণনাথ ॥ ৫৬
তবে পূজা সজ্জে, বন-দেবী নিয়োজিয়া।
কুণ্ড-রমা-বনে আইলা সখীগণে লৈয়া ॥
তৎকালে ভানুজা-কান্তি গিরি-ভূ-ছাইল।
দূরে হেরি হরি-হৃদি-পদ্ম বিকাশিল ॥৫৮
হরি ভাবে ত্বরা কেন উল্লাস হৃদয়?
বোধ হয় কুণ্ড-বনে প্রিয়ার উদয় ॥
তবে মন্দ বায়ে রাধা-অঙ্গ গন্ধ বয়।
লুব্ধ চিত্তে ক্ষুব্ধ হৈয়া কৃষ্ণ আকর্ষয় ॥ ৬০
উৎকণ্ঠা অধীর মন সম্বরিতে নারে।
মাধবী-গন্ধে মাধবে কে রাখিতে পারে ॥
প্রাজ্ঞ বটু জানি শ্রীকৃষ্ণের মনোগত।
বলে, শ্রীকৃষ্ণআমি যাইআছে কিছু কৃত্য ॥
অঙ্গজ্যোতিঃশাস্ত্রালাপে ভাগুরির কাছে।
সমাধানে এক মহা সংশয় জন্মে'ছে ॥

সংশয় ছেদিতে চাহি গর্গ সঙ্গোদয়।
সূর্য্য কুণ্ডে স্নানে তাঁর হৈল অভ্যুদয় ॥
কৃষ্ণ কহে মোরও চিত্ত তাঁর দর্শনার্থী।
বহু-বন্ধু সঙ্গে তাহা নহে যোগ্য-রীতি ॥
বটু কহে তবে তুমি আমি চল যাই।
সখাগণ খেলা শ্রান্ত, রহু সুখ-শায়ী ॥ ৬৬
ঐছে বটু-পটুবাতে সখার নির্দ্দেশে।
কৃষ্ণ বটু, কুণ্ডারণ্যে করিলা প্রবেশে ॥৬৭
রাধাকান্ত্যে গিরি-স্থলী স্বর্ণময়-হেরি।
কোথাআইনু, স্বাশ্চর্য্যে বটুকে কহে হরি ॥
সবর্ণময়! এ তো নহে গোবর্দ্ধন? ৬৮
ব্রজ ছাড়ি আমি কোথা না করি গমন ॥
তবে কি আবৃত ব্রজ, ইলাবৃত বর্ষে?
হেম কান্তি হেরি কেন কাম-শর বর্ষে ॥
ঐছে সতৃষ্ণ কৃষ্ণ বটুকে কহিছে।
হেন কালে কুণ্ড-বন শ্রীরাধা দেখিছে ॥
"মরকত শ্যাম-কান্তি" সুধাময় বন।
হেরি পূর্ণা-ঘূর্ণা-প্রাপ্ত শ্রীরাধার মন ॥ ৭০
দূরে হেরি দুহে দোহা ভ্রম যুক্ত চিতে।
রাই কহে 'নব-ঘন' শ্যাম কয় 'বিদ্যুতে' ॥
রাই কহে "জঙ্গম তমাল মনহারী"।
শ্যাম কহে "চম্পক-লতিকা চিত চোরী ॥"
পরস্পর দরশনে দুহু-চিত্র প্রেম।
আপন বৈচিত্র্যে করে দোহে নিরুপম ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
সঙ্গবলীলাস্বাদনোনাম অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

মধ্যাহ্ন লীলা

পুষ্পকেলী নর্ম্ম বিলাসাদি লীলা

কৃষ্ণ দেখি ছলে সখি কহে, দেখ রাই।
মাধবাগমনে বনে শোভা অধিকাই॥
মল্লীআদি বল্লীগণ ফুল্লী ভূতা হৈয়া।
নিজাঙ্গ সৌরভ দিল সেবায় ছড়া'য়া॥
ইথে তব কুসুম-চয়ন সিদ্ধ হবে।
পদ্মিনী-পতিরে স্বেচ্ছামত আরাধিবে॥১
রাধা কহে, হরি আসে আমারে ধরিতে।
ভয়ে মোর স্তব্ধ কম্প নারি পলাইতে॥
একি! সই! তুমি মোরে রক্ষা না করিয়া।
আরো হাসিতেছে কেন কথা না কহিয়া॥
হে চঞ্চলে! এ সময়ে করিছ কৌতুক।
কারো ভয়ে প্রাণ যায়, কারো মনে সুখ॥
সখি কহে, ললিতা-বিক্রম সূর্যোদয়ে।
যাঁর দন্ত-সৌর্য্য-তিমির যায় লয় পে'য়ে॥
তারে-দেখি কর ভয়! সে লম্পট হরি—
সতী-শিরোমণি-ছো'বে! বিশ্বাস না করি॥৩
রাধা কহে সত্য, কিন্তু বিধি ক্রোধ ক'রে।
সৃজিল এ সতী-ব্রত ধ্বশন-ভাস্করে॥
দূর হ'তে পদ্ম খুলি নিজাসক্তা করে।
ভাস্করের এ প্রবাদ আছে পৃথ্বী-ভরে॥৪
সখি কহে সত্য-যদি মনে ভয় রাখ।
এ গহন কুঞ্জে পশি ঘণ্টা-দুই থাক॥
তাবৎ মিত্র-পূজা-পুষ্প তুলি নিরাপদে।
তুমি কুঞ্জে লীনা হ'লে, পুরে মন-সাধে॥৫
ঐছে কহিতেই কৃষ্ণচন্দ্র হেনকালে।
আবির্ভূত হৈল গোপী কুমুদিনী মেলে॥
উথলিল গোপী-চিত্তে আনন্দ-সাগর।
অমনি তরঙ্গ রোধে হইলা তৎপর॥
অবহিথা দ্বারে বাঁধে সৈকত-বাঁধ।
রোমাঞ্চাদি লুকাতে করে কৃত্রিম-ক্রোধ॥
কিন্তু সেই স্বাত্বিক করিতে আচ্ছাদন।
কত না স্বর-বিকারে আলোড়িত মন॥৬
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যাবর্ত্তে পড়ি নেত্রতরী।
সেক্ষণে তলা'য়ে নিল রসে পূর্ণ করি॥
সে চেষ্টায় লজ্জা-বশে ব্রজ নারীগণ।
অশ্রু-পূর্ণা হৈয়া করে পৃথ্বী বিলোকন॥৭

পরে কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ নাসা পথে যা'য়া।
ধৈর্য্য-কপাট ভাঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া॥
কৃষ্ণ কহে "হে বন লুণ্ঠিকা" তোমরা কে?
এই কণ্ঠ-স্বরামৃত পশি কর্ণ পাকে॥
অন্তর বাহিরে সব প্লাবন আনিল।
মোহগ্রস্থ মনে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে ভাসাল॥৮
উত্তর না পা'য়া কৃষ্ণ, কহে ক্রুদ্ধ প্রায়।
হে বনচারিণীগণ, কেন এ অন্যায়?
মমালয় সমোদ্যান হরিতে উদ্যত।
অদ্য মোর উপকণ্ঠে এই সমুচিত॥
দশাগ্রস্ত হতে বুঝি এ সাহস বুকে।
এস দেখি মম পাশে,'কহ তোমরা কে?'
ব্রজ গোপীগণ কহে "কেহ নহি মোরা।"
'স্বর-রোধি' লজ্জা, চপলতা শঙ্কা ভরা—
সে মধুর প্রতি বচন বর্ণনা করিতে।
কবি তার যোগ্য উপমিতি অন্বেষিতে॥
"মত্ত কোকিলাদি" যত সুস্বরা ধরায়।
'নেতি' 'নেতি' করি হয় ব্রহ্মজ্ঞানী প্রায়॥
সে বচন কৃষ্ণ মন কর্ণময় কৈল।
গোপী স্বর-মাধুর্য্যে কৃষ্ণ মন-চুরি হৈল॥
পুন সে বচন-স্বর-শরে বিদ্ধ হৈয়া।
সে তাপে যে কম্প তাহা যত্নে সম্বরিয়া॥
বিক্রম দর্শিতে কৃষ্ণ ছলে যা কহিল।
তাতেও 'কাতরতাই' বিজ্ঞাপিত হৈল॥

কৃষ্ণ কহে হে চন্দ্রবদনা তোমরা কি।
'মোরা কেহ নহি' বল? আমি দেখিতেছি॥
'অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী' বস্তু তো প্রত্যক্ষে!
প্রত্যক্ষের অপলাপ কে দেখেছে চক্ষে?
জানিনু তোমরা শুধু পুষ্প চৌরী নহ।
নিজ নিজ আত্মাকেও চুরি করি রহ॥
কিন্তু তোমরা যে চন্দ্রমুখী তা জান না।
দিন থাক রাত্রিতেও লুকা'তে পাবে না॥
নিত্য ভাবি দিবানিশি জাগ্রত থাকিয়া।
যাঁরা নিত্য মোর সুমনো লয় হরিয়া॥
কোথায় কিরূপে আমি পাব তাহা দিগে।
* আত্ম-ভূ'তে অদ্য সে পাইনু বহু ভাগে॥
হে উন্মদে! সুমনো মোর নিত্য চুরি কর।
এসো তবে অপরাধের ফল অঙ্গে ধর॥
কথা শুনি রাধা কহে, হে ধৃষ্টতাচারি।
যিনি 'বিশ্বজন নেত্রোৎসব' তমোহারী॥
করস্পর্শে পদ্মিনীরে করে ফুল্লমনা'।
সে অভীষ্ট মিত্রে করি প্রত্যহ অর্চ্চনা॥
তাই এ পুষ্প মার্গণে মোদের আগ্রহ।
অনর্থক তুমি কেন কলহ করহ॥১৪
স্বপক্ষ বা সূর্য্যপক্ষ শুনি রাধা-বাণী।
তদনুকূলে উত্তর করিছে যদুমণি॥
'মিত্রে যদি পূজা কর ক্রোধ নাহি তাহে।
কিন্তু নারীগণ সদা মিথ্যা কথা কহে॥

* আত্ম-ভূ-নিজ স্থানে অথবা কাম স্থানে।

এই হেতু তোমাদিগে বিশ্বাস না ধরি।
দেবার্থে এসেছ যদি কহ শপথ করি॥
করিব সুমনচৌর্য্য অপরাধ মার্জ্জনা।
মোর সাধু ব্যবহার সাক্ষাৎই দেখ না॥
রাধা কহে ব্রজে মোরা সুবিখ্যাত চৌরী।
তুমি যে 'পরম সাধু' ব্যক্ত ব্রজভরি॥
স্বমুখে এ বৃথা শ্রম কর কি কারণে।
বাল্যাবধি তোমার চরিত্র কে না জানে॥
সত্য, সারল্য, শুদ্ধাচৌর্য্যাদি গুণ গণে।
পৃথ্বীতে হেন কে কোথা দেখেছে আন্ জনে?১৬
কৃষ্ণ কহে হে গর্ব্বিণী, বিপরীত লক্ষণে।
মোরে চৌর কহ, যাঁরে বন্দে সুধীগণে?
ইথে জানি হৃদে কোন গর্ব্ব ধরি আছ।
যাতে গোয়ালিনী হ'য়ে এতেক কহিছ॥
এ গর্ব্ব কি যৌবনের? কি সৌন্দর্য্য-ধনে?
কিম্বা-সতীত্বে? কিম্বা নাট্য-কলায়নে?
কহ! এই কুঞ্জ মধ্যে আমি তা দেখিব?
এ বাহু-বৈদগ্ধী দ্বারে তাহা খণ্ডাইব॥১৮
এই বলি গিরিধারী রাধা ধরতে যায়।
তৎক্ষণে ললিতা তর্জ্জি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
কহে হে লম্পট তুমি ললিতা সদনে।
কুলাঙ্গনা পরশিতে সাহস কর মনে?
ভয় নাই? শোন! যদি নিজ ভাল চাও।
তবে এই স্থান ত্যজি অন্য স্থানে যাও॥

কৃষ্ণ কয় ললিতে তব যে বিক্রম দেখি।
যেন তুমি মম-সহ প্রকাম-রণকাঙ্ক্ষী॥
উন্মদে! আমারে তুমি যাহা ইচ্ছা কহ।
তবে বাহু-পিষ্ট করি, সখীরা দেখহ॥
হে দুর্ম্মুখি! তা হ'লে তুমিও এতাদৃশ।
কটু বাক্য বলিতে না করিবে সাহস॥২০
তিহ কয় দেখ আমি ভীতা নারী নই।
আমি সে ললিতা তোমা কিছু না ডরাই।
নিজ বলে তোমা হ'তে সখী বাঁচাইয়া॥
সাক্ষাৎ এই বন-পুষ্প নিতেছি তুলিয়া॥
হে ধৃষ্ট! যদিও তুমি বলে কিছু পার।
তা হ'লে কর না কেন? কেন ক্ষমা কর?
কৃষ্ণ কহে রাধে! দেখ এ যা ইচ্ছা তা বলে।
এ বুঝি তব ইঙ্গিত? দেখ, তাহা হ'লে॥
তুমি মোর হস্ত হতে নাহি পাবে ত্রাণ।
আগে করি ললিতার অধর-খণ্ডন॥
পশ্চাৎ তোমারে ধরি করিব পীড়ন।
যেহেতু তোমার মৌন, সম্মতি লক্ষণ॥২২
রাধা কহে হে শঠেন্দ্র! আমি কে, জান না?
কি কদর্য্য কথা তুমি করিছ ঘোষণা?
সাধ্বী আমি, ধর্ম্মরতা সখীশা ললিতা।
তোমা জয় করে সদা, যাঁর প্রখরতা॥

কৃষ্ণ কহে, রাধে তুমি ,সাধ্বী', ধর্ম্মাবতী।
দুই গর্ব্ব গিরি ধর উরজ রূপে অতি ॥
অস্ত তাহা নখে খণ্ডি করি তোমা জয়।
এ গিরি প্রহারে আমি নাহি করি ভয় ॥
এই বাক্যে সখীমুখে স্মিত প্রকাশিল।
কৃষ্ণও রাধার বক্ষে হাত বাড়াইল ॥
তৎকালে যুব যুগলে রোমাঞ্চের ছলে।
স্মর শর-বিদ্ধ করি দর্প প্রকাশিলে ॥
রাধা হরি কর স্পর্শে মোহ প্রাপ্তা হৈলা ॥
দেখি সখী উচ্চে কহে 'কৃষ্ণ কি করিলা'!
ইথে রাই প্রবুদ্ধা হৈয়া চীৎকার করি।
স্বকান্তের কর- পদ্ম নিজ করে তাড়ি ॥
শুষ্ক রোদনে করে ব্যথা অভিনয়।
হেন কালে বাম হতে কৃষ্ণ-রসময় ॥
রাধাবগুণ্ঠন খুলি সে মুখ দর্শনে।
ভাসিল অতুল মাধুর্য্যামৃত প্লাবনে ॥
নিজেপ্সিত আশ্লেষাদি বিস্মৃত হইয়া।
সেমুখ-মাধুর্য্য তরঙ্গে ভাসে হিয়া ॥
মুখোপরি কেশরাজি বিস্রস্ত দেখিয়া।
বিতর্ক করিছে কৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া ॥
চন্দ্রোপরি আঁধার কি রাজত্ব পাইল ?
তবে চন্দ্র তম-নিম্নে দীপ্ত কেন রৈল ?
তবে কি 'চন্দ্র' 'তমো' মিত্রতা করিল ?
উপর্য্যধঃ র'বে কেন এ মিত্র যুগল ?
তবে কি এ চন্দ্র তমো-দাস্য প্রাপ্ত হৈল ?
একি কভু হয় ? মনে প্রতীতি নহিল ॥
চন্দ্রে দেখি সফরি যুগল ! বোধ হয়—
চন্দ্র লগ্ন হৈল সিন্ধু মন্থন সময় ?
তবে কি এ নীলোৎপল ? না না তাও নহে।
নীলোৎপল চন্দ্র ক্রো'ড়ে মুদিত কি রহে ?
তবে এ খঞ্জন যুগে কে চন্দ্রে আনল ?
যদি বা আনিল তবে কেন না নাচা'ল ?
এত বলি নেত্র-ভাগ্য মানিতে মানিতে।
নিজাঙ্গ প্লাবিল রাধাঙ্গ মাধুর্য্য পাতে ॥
তবে রাধা "কৃষ্ণ মোরে ধরি কিবা করে"
এই ঔৎসুক্যে কিঞ্চিৎ নেত্রান্ত সঞ্চারে ॥
সে নিঃসৃত রাগ-মধুপিয়ে কৃষ্ণ-মন।
মত্ত বিবশ দেখি, সুখী সখীগণ ॥৩০
তবে স্বমাধুর্য্য অস্ত্রে বিবশ গোবিন্দে।
ভুজ-বন্ধ ছাড়াইয়া ঠারি নিজ ছন্দে ॥
শিথিল কাঞ্চি কঞ্চুক বাঁধিতে লাগিল ॥
যেন রাধা কৃষ্ণ-সনে রণার্থ সাজিল ॥৩১
গ্রীবা'পরি মুক্ত কেশ বাঁধি বাম হাতে।
দক্ষিণ তর্জ্জনীতে তর্জ্জিছে সখীযূথে
হে শঠা! তোরাই দিলি এই দুঃখ মোরে।
থাক থাক ! শীঘ্র পাবি এর প্রত্যুত্তরে ॥

পয়ে কৃষ্ণে প্রহার করিলা নেত্র-শরে।
জন্ম-ধন্য মানে কৃষ্ণ সে মাধুর্য্য হেরে ॥৩২
রাধা কহে কৃষ্ণ তুমি অন্য যা করিলা।
এখনি আনিগে ডাকি শাশুরী জটিলা ॥
তাঁর দ্বারে অপূর্ব্ব দক্ষিণা দিলে তো'রে।
আর কভু প্রকামার্থী না হইবা পরে ॥
কৃষ্ণ তবে রাধা প্রতি কহে, হাঁসি মন।
আমিই তবদক্ষিণা তোষণ যোগ্য জন ॥
কিন্তু আগে স্মর যাগ শিক্ষিত করা'য়া।
দক্ষিণা দিও শেষে সে পাণ্ডিত্য দেখিয়া ॥
শুনি কুন্দলতা হাসি বলে, হে'দেবর।
তবে জানি 'রাধা''তুমি' দোহে বিজ্ঞ-বর।
যাবৎ নিকষে-স্বর্ণে ঘর্ষণ না হয়।
তাবৎ দুহু মহিমা কেহ না বুঝয় ॥৩৫
রাধা কহে কুন্দ সুভদ্রপতি হৈতে
দেবরে যে প্রীত্যধিক, জানিনু ইহাতে ॥
তারে স্মর-যজ্ঞ শিখাইয়া শিষ্য করি।
স্ব যশার্থে শিষ্য খ্যাতি চাহ, অন্যোপরি ॥
বিশাখা কহিছে আগে কুন্দলতা দিয়া।
স্মর যাগ-কর্ম্ম কুশলতা পরীক্ষিয়া ॥
তবে তুমি ইষ্ট কার্য্যে কৃষ্ণকে বরিবে।
নচেৎ অবিজ্ঞ-দ্বারে সব ব্যর্থ হবে ॥
কৃষ্ণ কহে রাধে! পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন।
বিশাখা এ কর্ম্মে-সিদ্ধা বিদিত ভুবন ॥

বাৎসায়ণ কৃত স্মর শাস্ত্রের অনুসারে।
নির্জ্জনে পরীক্ষা লৈতে কহ বিশাখারে ॥
কুন্দ কহে রাধে! তবে কহ বিশাখারে।
কৃষ্ণ যাতে চাহে ভাল পরীক্ষা দিবারে ॥
রাধা ইচ্ছা শুনি সবে হাঁসিতে লাগিল।
তবে বিশাখা রাধারে শাসিতে কহিল ॥
কৃষ্ণ হস্তে রক্ষে তোরে, হেন কেহ নাই।
এক অবহিত্থা ছিল, গেল সে বালাই ॥
তবে ঐ সহকার কুঞ্জাশ্রয় কর।
নিজ ইষ্ট কর্ম্মে বৃথা-গৌণ কেন আর ॥
সখীর্ সাহায্যে আর কিবা প্রয়োজন ?
সুমনদে সিঞ্চ স্বব্যাহৃত-রসঘন ॥
হেনকালে নান্দীমুখী বৃন্দার সহিত।
একপত্র লৈয়া কৃষ্ণ পাশে উপনীত ॥
বলে হে কৃষ্ণ! কুশলী; ধর পত্রখানি।
কৃষ্ণ ও পত্রিকাপড়ি, মনে সুখ মানি ॥
ভঙ্গি করি চলিলেন উত্তরাভিমুখী।
নিজর্থে-সিদ্ধির লাগি রহঃ স্থান দেখি ॥৪২
কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা দুঃখিত হৃদয়ে।
সখীগণে কহিলেন বাহ্যে সুখী হ'য়ে।
ভাল হৈল সখী! এবে জঞ্জাল ঘুচিল।
পরে কাছে যা'য়া নান্দীমুখীরে পুছিল ॥
কে দিল এ পত্র ? তিহ কহে-পৌর্ণমাসী ॥
কিজন্য ?'জানিনা তাহা'তিহ কহেহাঁসি ॥

রাধা কহে মোর দিব্য লাগে সখী বল।
তিহ কহে দেবী অন্য কুঞ্জে পাঠাইল॥
রাধা কহে সখি কহ পরিহাস ছাড়ি।
তিহ কহে রাধে! আমি কহি শপথ করি।
রাধা কহে 'অসম্ভব' আমার সাক্ষাতে।
সাধ্য নাই তার অন্য নারী কুঞ্জে যে'তে॥
তিহ কহে রাধে! ইহাই কৃষ্ণের বঞ্চনা।
এ চাতুর্য্যে তব চিতে সন্দেহ জাগেনা॥
সন্দেহ কাতরা রাধা সখী প্রতি চায়।
ললিতা সে দশা দেখি রাধা প্রবোধয়॥
রাধে! তুমি কৃষ্ণ প্রতি কর'না সন্দেহ।
তব-সাক্ষাৎ কৃষ্ণাকর্ষি নিতে নারে কেহ॥
অলি কি মালতী মধু বিনা অন্যে স্মরে?
'বিজ্ঞ' সুধা পাইয়া কি করে অনাদরে?
এই নান্দী জন্মাবধি সত্য কি, জানেনা।
"মিথ্যা" কলি-যুগ-গুরু ইহার রসনা॥
মিথ্যা পরিহারি গেল, কৃষ্ণ কৌতুকী।
মিথ্যাশঙ্কা, মিথ্যা-পত্র, মিথ্যা নান্দীমুখী॥
নান্দী কহে সাক্ষাৎ সম্বিৎরূপা পৌর্ণমাসী।
"সর্ব্ব ধর্ম্ম মূল" যাঁরে পূজে ব্রজবাসী॥
মূর্ত্ত্য-বেদার্থ-রূপী-সান্দীপনী-মাতা।
তারদাসী মোরে 'মিথ্যা' কহিলে উদ্ধতা॥
ললিতা কয় কহ তবে দেবীর দিব্য নিয়ে।
তিহ কহে দেবী আজ্ঞা, কহিতে নারিএ॥
তবু এই শপথে না বলা অনুচিত।
এহেতু সে আজ্ঞা লঙ্ঘি কহিব কিঞ্চিৎ॥
তাতে অবিশ্বাস যদি না কর দিব্য করি।
তবে সত্যবলি, তবে দিব্য করে প্যারী॥
নান্দী কহে গতকল্য দেবীর কুটীরে।
কৃষ্ণ গিয়া প্রার্থনা করেন সকাতরে॥
দেবি! কোন মন্ত্র মহৌষধী দেহ মোরে।
রাধা যাতে বামা গিরি, হ'তে অবতরে॥
আমার অনঙ্গ সুখে রাধাই জীবাতু।
রাধা বিনা কোটী গোপী নহে সুখ হেতু॥
হে তাপসি! রাধা মোর মনোভূ ভূষণ।
রাধা কল্পলতিকা আশ্রিত মোর মন॥
রাধা বিনা আমি যেন সাক্ষাদচৈতন্য।
রাধালাভে থাকি আমি সর্ব্বোৎকার্যে ধন্য॥
শুনি দেবী, মনে অনুমোদী বাহে কয়।
হে কৃষ্ণ! এ কার্য্য হঠাৎ সংসিদ্ধি না হয়॥
রাধা সাধ্বী, লজ্জাশীলা, সৎকুল সম্ভবা।
তুমি ঘন-রুচি তাঁরে চপলা জানিবা॥৫১
ঐহে শুনি কৃষ্ণ তবে নিজ ঘরে গেলা।
রাত্রেদেবী মন্ত্রোদ্ধারী প্রাতে মোরে দিলা॥
সে আদেশেত্বরা আসি কৃষ্ণে পত্র দিনু।
তোমার সাক্ষাতে এই নিশ্চয় কহিনু॥
রাধা কহে দেবী কোন 'মন্ত্র' পত্রে দিল।
কৃষ্ণ সে মন্ত্র সিদ্ধার্থে নির্জ্জনে চলিল॥

শীঘ্র ফিরি চল, সখি ! কৃষ্ণ মমস্করি।
এ ফাঁকে পলা'য়া ঘরে সূর্য্য পূজা করি॥
রাধা বাক্য শুনি হাঁসি নান্দীমুখী কহে।
রাধে তব এই শঙ্কা যুক্তি যুক্ত নহে॥
যাঁর কান্তি কণে তব ছাড়ায় সতীতন্ত্র।
সে কেন তব বাম্য-নাশে জপিবে এ মন্ত্র?
রাধা কহে সখিগণ! দেবী সন্ন্যাসিনী।
কাম শাস্ত্রোদ্ধারী কৃষ্ণে দিল মন্ত্রমণি॥
তাই নান্দী-বিষয়-ব্যাবৃত বার্ত্তা পরা।
কুন্দ সুভদ্র-সহজাত্মৈক্য ভাবে ভরা॥
এ কারণ পৌর্ণমাসী এ দুজন দ্বারে।
সমাধির পথে কুলস্ত্রীগণে আহরে॥৫৫
ত্বরা হেন কালে হেরি পূর্ব্ববনে হরি।
শ্রীরাধাদি পাশে কহে শ্রীরূপ-মঞ্জরী॥
কৃষ্ণ শোভা হেরি যেন মন্ত্রের প্রভাবে।
সখীগণে সম্ভ্রমে-কহিছে রাধা তবে॥
দেখসখি! মন্ত্র জপে অদ্‌ভুত কি শোভা।
মোহিতে আসিছে মোদের, এবে কি
করিবা॥৫৬

যার কান্তি দূর হ'তে ধৈর্য্য ছেদ করে।
সেকৃষ্ণ কাছে আসিলে কিনা হৈবে পরে॥
বুঝি ইষ্ট-প্রাপ্ত্যে ইহ লভিয়াছে সিদ্ধি।
কোথা লুকাইব এবে? কহ মোরে বুদ্ধি॥
কহিতেই ত্বরা অশোক কুঞ্জাভিমুখে।
লুকায়ে কদম্ব আড়ে আড়ে কৃষ্ণ দেখে॥

রাধা লুকাইতে, কৃষ্ণ দূর হতে দেখে।
'রাধা কোথা', ভঙ্গি করি-জিজ্ঞাসে
সখীকে॥

সখী কহে রাধা ঘরে গেল। কৃষ্ণ কয়—
মন্ত্র-সিদ্ধ জনে প্রতারণা ভাল নয়॥৫৯
নন্দীমুখী কহে ললিতার কানে কানে।
সত্য বল সিদ্ধ-পাশে দোষী হও কেনে॥
শ্রীকৃষ্ণে সূচনা কর "রাধা ক্রুদ্ধা হবে"।
ভয় নাই সিদ্ধ-পাশে রাধা কি করিবে॥৬
ঐছে শুনি ইঙ্গিতে ললিতা দেখাইল।
কৃষ্ণ সেই কুঞ্জে পশি, রাধাকে কহিল॥
একা তুমি মন্ত্র জপি আমা-আকর্ষিলে।
এবে তব কিবা অভিলাষ দেহ ব'লে॥
হে সুন্দরি! এবে তুমি মন্ত্র-শক্তিবতী।
পরাক্রান্ত-মোরেও বশ করেছ সম্প্রতি॥
এবে ভুজে বাঁধ, কিংবা কর দন্তাঘাত।
নিষেধিতে শক্তিও যে নাহিক আমাত॥
কথা শুনি ভ্রু-কৌটিল্যে স্মিত-মুখে রাধা।
কৃষ্ণে দিল হুঙ্কার, গদ্‌গদ বাণী-সুধা॥
ধূর্ত্ত তুমি পরদারাকর্ষক মন্ত্র জপি।
এখনে সতীর দোষ, নিজ দোষারপি॥
ঐছে গদ্‌গদ বচন সুধা কর্ণদ্বারে।
পিয়ে রাধা মুখস্মিত সুধা নেত্র ভ'রে॥
মোহপ্রাপ্ত হৈলা কৃষ্ণ। রাধাধর পানে—
কি অবর্ণনীয় দশা হৈত, কেবা জানে॥৬২

পরে কৃষ্ণ রাধা হস্ত ধারণ করিতে।
রাধা কহে হা হা এ তোমার অনুচিতে ॥
উরজ স্পর্শিলে করে শপথ প্রদান
বলে অধর দংশিলে শিহরয়ে প্রাণ ॥
তবে রাধা-বুকে লৈয়া কেলি কুঞ্জে যাইতে
বাক্যে গ্রীবা জঙ্ঘা পদ হয় উছলিতে ॥
না-না বলি অসম্মতি প্রকাশ করিছে।
যেন নব-জলধরে বিদ্যুৎ নাচিছে ॥
অথবা 'কাম' চম্পক ধনু কাঁপাইয়া।
সুরত তলপে নিল সমর লাগিয়া ॥
সেই রণাবেশে প্রতি মল্ল যুগলে।
ক্ষণে মুগ্ধ ক্ষণে বুদ্ধ মাধুর্য্য প্রাবল্যে ॥
যে স্মর রণ বৈদগ্ধী প্রকাশিলে তথা।
প্রেমামৃত হ'তে তাহা অভিন্ন সর্ব্বথা ॥
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম সেই অপ্রাকৃত কাম'।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহে কাম নাম ॥
অলৌকিক রসজ্ঞ জানে গোপীর যে প্রেম
পরম নির্ম্মলাতুল যেন খাঁটী হেম ॥৬৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ভাষানুবাদে—
নর্ম্ম বিলাসাস্বাদন নাম নবম স্বর্গ

দশম স্বর্গ

মধ্যাহ্নে, কুঞ্জকেলি রসাস্বাদন লীলা

মঞ্জুল বাঞ্জুল কুঞ্জে যুগল কিশোর।
পরম সুখদ স্মর-বিলাস বিভোর ॥
ললিতাদি সখিগণ কানন নিকটে।
সভা করি বসি সবে দোষ গুণ রটে ॥
বৃন্দা আর নান্দী দোহে দোহু লীলা হেরি।
দুই দিক হ'তেমনানন্দে আইল ফিরি ॥
সেবা অবসর জানিতে অগ্রণী হইয়া।
সেথা ছয় ঋতু-লক্ষ্মী ছিলা মূর্ত্তা হৈয়া ॥
দেখি বৃন্দা কহিলা হে ঋতুলক্ষ্মীগণ।
যুগল প্রীত্যর্থে কর শোভিত কানন ॥৩
হে বসন্ত ! যাও গোবর্দ্ধনে রাসস্থলে।
যাও শরৎ ! যমুনা কল্প ভূমি তলে ॥

ঋতুলক্ষ্মী ! তোমাদের সর্ব্বস্ব অর্পিয়া
ধন্য হও, কুঞ্জ সেবি যুগলে সুখ দিয়া ॥
রাধাকুণ্ড পূর্ব্বে বর্ষা, দক্ষিণে শরৎ
পশ্চিমে হেমন্ত, উত্তরে থাক শীত ॥
তথাপি বসন্তাধিকা থাক্ তরুগণে ।
কুণ্ড মধ্যে গ্রীষ্ম বহু জলকেলি কারণে ॥
সখীবৃন্দে—শ্রীবৃন্দায় প্রণমি ঋতুগণ ।
নিজ নিজ কার্য্য লাগি করিলা গমন ॥
হেন কীর্ত্তি লাভে কে না হয় যত্নবান ।
যাঁরা সেবাদেশ পায়, তাঁরা ভাগ্যবান ॥
হেথা কুঞ্জে বিলাসান্তে কৃষ্ণ, শ্রীরাধারে ।
ইচ্ছা করিলেন নিজ সম সাজা'বারে ॥
দাসিগণ কৃষ্ণাগুরু মৃগমদ ধরে ।
তাতে রাধাঙ্গ লেপিয়া নিজ বর্ণ করে ॥
পীতাম্বর পরাইয়ে ভূষণ পরা'ল ।
কটিতটে ধটী মাঝে বংশীটী রাখিল ॥
কুশ, চেলাজিনাসনে উত্তরাভিমুখে ।
বসায়ে জপার্থে হস্তে দিল সে রুদ্রাক্ষে ॥
রাধাও কৃষ্ণকে তদুচিত সাজাইয়া ।
মন্ত্র জপে আঁখি মুদি বামে বসাইরা ॥
হেনকালে বাহিরে নূপুর ধ্বনি শুনি ।
'কৃষ্ণ' সখিগণ আসিতেছে অনুমানি ॥
সেবাশয়া দাসিগণে করিলা ইঙ্গিত ।
রহস্যোদ্ঘাটন যেন না হয় কিঞ্চিৎ ।৯

সখী আসি হেরে দুই কৃষ্ণ, একাসনে ।
দোহে ভোর 'মন্ত্র-জপে' মুদ্রিত নয়নে ॥
বিস্ময়ে পুছিছে সখি ! আসিনু কোথায় ?
হেথা দেখি দুই কৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন প্রায় ॥
দোহেই তমাল-শ্যাম শিখীপুচ্ছ ধারী ।
দুযুগলে বৈজয়ন্তী, দোহে পীতাম্বরী ॥
দাসিগণে পুছে হেথা কে কৃষ্ণ কে রাধা ।
তাঁরা কহে, মোরা কিছু না জানি সমাধা ।
বৃন্দা কহে হে ললিতে, দুই কৃষ্ণ মাঝে ।
রুদ্রাক্ষে মন্ত্র জপিছে, আসনে যে রাজে ॥
ইনিই নিশ্চয় কৃষ্ণ, বুঝি অনুমানে ।১৩
মন্ত্রে নিজ-সম করে 'রাধা' বিলসনে ॥
বিশাখা কহিছে বৃন্দে দেবী পৌর্ণমাসী ।
অনর্থকারিণী হৈল, মনে হেন বাসি ॥
কামুক 'কৃষ্ণ' মন্ত্রে রাধা কৈল নিজ-রূপা
জানিনা আর বা কারে করিবে স্ব-রূপা ॥
চিত্রা কহে সখি মোরা ঘরে গেলে এবে ।
'বধু কোথা' জটিলা মোদেরে জিজ্ঞাসিবে ॥
তবে মোরা কি বলিব ? শঙ্কট হৈল বড় ।
নান্দী কহে চিত্রে ! চিত্তে কেন শঙ্কা কর ?
রাধায় যে কৈল 'কৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রভাবে ।
সেই মন্ত্রে পুন রাধার পুরুষত্ব যাবে ॥১৭
এখনো যে মন্ত্র জপে ! এতো ভাল নহে ।
কি জানি । অন্যত্র যাও শীঘ্র রাধা লয়ে ॥

তবে কৃষ্ণে রাধা জানি, কহে সখীগণ।
ওহে মোরা জেনেছি কে তোমরা দুজন॥
কৃষ্ণে কহে ওগো কৃষ্ণবেশিনি শ্রীরাধে।
চিনি তোরে, আর মায়া করিবি কি সাধে॥
এসো ত্বরা কুঞ্জান্তরে কৃষ্ণ রহু জপে।১৯
কুক্ষণে আইনু বনে গেল এই রূপে॥
ললিতারে হেরিয়া চতুর গিরি-ধরে।
অমনি সলজ্জে কহে, 'রাধা কণ্ঠ' স্বরে॥
হে ললিতে অদ্য যাহা ঘটিল ঘটন।
কাহাকে কহিব সখি! নাহি যোগ্যজন॥
তবু তোমা কহিতাম পাইলে নির্জ্জনে।
তুমি বিনে কে বুঝিবে এ মর্ম্ম এখানে॥
রাধাকণ্ঠ শুনি সব সখী নিঃসংশয়ে।
কৃষ্ণকেই রাধাজানি ঘেরি সুনিশ্চয়ে।
তথা হ'তে অন্যত্র গিয়া স্পর্শে কৃষ্ণ অঙ্গ।
স্পর্শ করিতেই জাগে মদন তরঙ্গ॥
অমনি কহিছে এই "কর" কৃষ্ণ প্রায়।
যে অঙ্গুলি স্পর্শে, যে পরশে পদদ্বয়॥
কপোল ললাট কর্ণ আদি যে পরশে।
মুক্ত কণ্ঠে সব অঙ্গ কৃষ্ণ হেন ঘোষে॥
বিস্ময়ে কহিছে রাধে। সব অঙ্গ তোর।
কৃষ্ণ প্রায় হৈল, কেন নহে কণ্ঠস্বর॥
রাধারূপী কৃষ্ণ কহে, শুন সখিগণ।
কৃষ্ণ মোরে মন্ত্রে মূর্চ্ছা কৈল অচেতন॥
মূর্চ্ছান্তে দেখিনু যাহা শুন মন দিয়া।
আচমন করি কৃষ্ণ হাতে জল লৈয়া॥
মন্ত্র জপি ওষ্ঠাধর কুণ্ডলিত করি।
তদুপরি তিনবার ফুৎকরি বারি।
মোর সর্ব্ব অঙ্গে বলে মাখাইয়া দিল।
কত নিবেধিনু, মানা কিছু না শুনিল॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ হইল বিকৃত।
আমিই মোর অঙ্গ দেখি হইনু বিস্মিত।
যত্নে মুখ-মুদ্রি-ছিনু, তাই কণ্ঠ দেশে।
মন্ত্রপূত জল নাহি করিল প্রবেশে॥
তাতে শুধু স্বর মাত্র না হৈল বিকৃত।
পুন দেখ কুশাসনে মন্ত্রজপে রত॥
আরো একগোপ্য সহজে বলিতেও নারি।
একাকী পাইলে কারো বলিবারে পারি॥
শুনি সব কহে' লজ্জা কিবা অন্তরঙ্গে।
শুনিয়াও কৃষ্ণ, কিছু না কহিলা ভঙ্গে।
তবে একাকী ললিতা রহিলা তথায়।
সখীরা বাহিরে থাকি পরস্পরে কয়॥
যদিচ রহস্য মোদের রাধা নাহি ভনে।
ললিতার মুখে মোরা শুনিব গোপনে॥
হেথা কৃষ্ণ ললিতারে গৃহের ভিতরে।
লৈয়া-যা'য়া আশ্লেষ, অধর পান করে।
নীবি কঞ্চুকোদ্যাটিয়ে উরোজ দলিতে।
ললিতা কহয়ে রাধে! একি বিপরীতে॥

কৃষ্ণ কহে, রহস্য কহিতে লজ্জা মানি।
ক্রিয়া দ্বারে দেখাইনু কৃষ্ণ-কৃত খানি॥
ঐছে বলিছ নিজ-স্বরে ললিতা-রমিতে।
উঠিল 'উজ্জলে' হাস্যাদ্ভুত রসামৃতে॥
ক্ষণপরে কৃষ্ণসহ করিয়া মন্ত্রণা।
ললিতা শ্রীবিশাখারে করিল প্রেরণা॥
'যদি তব রহস্য জানিতে ইচ্ছা থাকে।
শীঘ্র কুঞ্জে যাহ, রাধা জানাবে তোমাকে'॥
তারে প্রেরি কৃষ্ণ-দ্বারে নিজাবস্থা কৈল।
এমতি বিশাখা, চম্পকলতারে করা'ল॥
চম্পক চিত্রাকে চিত্রা তুঙ্গ বিদ্যাদিকে।
সবে রতি-চিহ্ন-ময়ী কে কহিবে কা'কে॥
হেথা কৃষ্ণবেশে 'রাধা' 'নান্দী' বৃন্দা পাশে।
তবে ললিতাদি সখী তথায় প্রবেশে॥
কুন্দলতা কহে এসো এসো সাধ্বীগণ।
কোথা ছিলে? রতিচিহ্ন কা হ'তে অর্জ্জন॥৩৯।৪০
আঁখি-নিরঞ্জন, দেখি বাল-মুক্ত-বন্ধ॥
দ্বিজার্দ্দিতাধরে দেখি বৈরাগ্যের ছন্দ॥
বক্ষজ যুগল-স্তব্ধ-পুনর্ভব-ক্ষত।
সাযুজ্য-প্রদ-মাধব হেথা ধ্যানে রত॥
কে দিল গো তোমাদের, এ কৃতার্থ-গতি?
হেন কৃপা-কার? কহ কহ ত সম্প্রতি

নান্দী কহে অন্য বাতে নাহি প্রয়োজন।
"কৃষ্ণাকৃতি রাধা" তত্ত্ব কহ ত এখন?
ললিতা কয় নান্দি মোদের কৃষ্ণাকৃতি রাই
কুঞ্জে সেইরূপে আছে, না আসে লজ্জায়॥
উপায় চিন্তিয়া মোরে কহিল নিভৃতে।
নান্দীও কুন্দকে অনুরাগে আলিঙ্গিতে॥
তবে তার লজ্জাকর বৈরূপ্য যাইবে।
নতু শত ঔষধেও কিছু না হইবে॥
যেহেতু নান্দী ও কুন্দ তপস্বী ও সাধ্বী।
এগুণে নিশ্চয় যাবে মন্ত্র-কৃত-ব্যাধি॥
নান্দী কহে তোমাদের মত লক্ষ-সতী।
যারে ভজে আলিঙ্গনে তার কি দৈন্যার্ত্তি॥
বৃন্দা কহে নান্দি, সখিগণে-তপ কোথা?
সতীত্ব যা ছিল, কৃষ্ণ তাও কৈল মিথ্যা
কুন্দ কহে বৃন্দে! তুমি জান সিদ্ধৌষধি।
লতা গৃহে যা'য়া তাঁর দূর কর আধি॥
ললিতা কহিছে বৃথা কেন এ বিবাদ।
ঐ মান্ত্রিক মৌন শ্যামকে পুছনা এ বাদ॥
এই বাক্যে সবে কৃষ্ণ বেশী-রাধা-কাছে।
আসি অগ্রণী ললিতা, কৃষ্ণ-ভানে পুছে॥
হে মন্ত্রক 'সিদ্ধ এবে' তোমার অভীষ্ট।
আর কেন মৌন! এবে কহ প্রশ্ন ইষ্ট॥
তবে রাই সমাধি ভঙ্গের ভাণ করি।
সম্ভ্রমে পুছে কখন এলে সহচরি॥৫৩

পরে ইতস্ততঃ চাহি কহে, সখিগণ—
সে ধূর্ত্ত কৈ ? বলি বেশ কৈল-উন্মোচন ॥
ললিতা বিস্ময়ে কহে, একি ! তুমি রাধা ?
তবে কেন লজ্জা মোদের বৃথা কৈল বাঁধা ?
আর এক কৃষ্ণ কুঞ্জে আছে লীন হয়ে।
মোরা ভ্রমে কৈনু তারে শ্রীরাধা নিশ্চয়ে ॥
কিন্তু দৈব-অনুকুলে আসিনু চলিয়া।
তা দেখি পূর্ব্বেই মোরা ছিনু সশঙ্কিয়া ॥
ঐছে সখিগণ করে বিস্ময়াভিনয়।
তাহা দেখি বৃন্দাদেবী হাঁসি হাঁসি কয় ॥
এ দুজন তোমাদের সখা কিংবা সখী।
তা তোমরা বাছি লও নিজ চক্ষে দেখি ॥
নান্দী কহে দু-মাধবে মোদের ক্ষতি নাই।
দু রাধায় সখী ক্ষতি, তাতে দুঃখ পাই ॥
বিশাখা কয়, নান্দী ! তুমি দ্বাপরান্ত করি।
পর দুঃখ নাশি লভ স্বতপঃ ফলশ্রী ॥
শ্লেষে কহে নান্দি ! তুমি কলি তপ ভ্রষ্ট।
তেই স্বধর্ম্মজ ফলে বৃদ্ধি কর স্বেষ্ট ॥৫৮।৫৯
তবে সখী রাধাকে সাজা'ল রাধা-বেশে।
হেনকালে কৃষ্ণ আসি রাধা-কণ্ঠে-ভাষে ॥
রাধার কুটিল ভ্রু লজ্জাদি অভিনয়ে।
কটাক্ষে রাধারে চাহি কহিছে বিস্ময়ে ॥
সখি ! এ ধূর্ত্ত মোর অঙ্গ-বৈরূপ্য করে।
মোর রূপে এবে আছে সখী মোহিবারে ॥
আর কেন মায়াবীর-মায়ামুগ্ধ হও।
মোরে লৈয়া পলাইয়া গিরিগুহা যাও ॥
তবে তথা তোমাদের মঙ্গল হইবে।
নচেৎ আমার দশা সবাই পাইবে ॥৬৩।৬৪
শুনি বৃন্দা কহে দেখ দেখ সখিগণ।
কৃষ্ণের-অদ্ভুত-মায়া-ঘটনা-ঘটন ॥
সখীকুল যাঁরে 'রাধা' বলি স্থির কৈল।
তা স্বত্বেও পুন সাক্ষাৎ শ্রীরাধা আসিল ॥
হে সখি ! সম্প্রতি সমাগতা রাধা ভজ।
দ্বিতীয়া রাধারে "মায়াবী" বলি ত্যজ ॥
শুনি সখী মাঝে উঠে হাঁসির তরঙ্গ।
বিশেষে রাধাও হাঁসে করি নেত্র ভঙ্গ ॥
বহু যত্নে সখিগণে কৃষ্ণ-সঙ্গ-দিয়ে।
হাস্য সম্বরিতে নারে পুন সঙ্গাশয়ে ॥
কুন্দ কহে নান্দী পৌর্ণমাসীকে আনুন।
কে সত্য রাধিকা, তিনি নিশ্চয় করুন ॥
ললিতা কয় কুন্দ ! 'দেবী' অনর্থের মূল।
তাঁহারে ডাকিলে আরো হ'বে প্রতিকুল ॥
হয় তো পুন নূতন বিড়ম্বনা হবে।
দূর হ'তে তাঁরে মোরা নমস্করি-সবে ॥
সখী মুখে 'কৃষ্ণ-বিড়ম্বনা' বার্ত্তা শুনি।
কৃষ্ণ, রাধা বৃন্দা নান্দী হাঁসিছে-অমনি ॥
বলিছে হে সখী-মুখ-রাণী স্বরস্বতী।
তুমি সত্য-রূপে হ'লে প্রকট সম্প্রতি ॥

সখী প্রেমাম্বুধি জাত বাঙ্ময় অমৃত।
শুনি কৃষ্ণ হৈলা অতৃপ্ত অধিকত॥
কৃষ্ণ মুখ পরিহাসামৃত মধু দ্রবে।
পান করি গোপীকুল মত্ত হৈলা সবে॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
কুঞ্জকেলি চাতুর্য্যাস্বাদন নাম দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

মধ্যাহ্নে হিন্দোলাদি লীলা।

সখিগণ সঙ্গে 'কৃষ্ণ' কুঞ্জ বাহিরিলা।
রাধা নেত্রান্ত-ভ্রমর মাধুর্য্যাস্বাদিলা॥
শোভা হেরি কোটী কাম কৃষ্ণ-পদ পূজে।
রাধা স্কন্ধে কৃষ্ণ বাহু অর্পিতে অব্যাজে॥
রাধা অঙ্গ ব্যাপ্ত হৈল সাত্বিক ভূষণে।
তাতে কি অদ্ভূত শোভা! যদি কোনখানে॥
মাধুর্য্য-সিন্ধু-তরঙ্গে কাঁপে কমলিনী।
তবে সে শোভার কিছু তুল্য করি মানি॥
দুই পার্শ্বে দুই সখী অর্পিছে তাম্বুলে।
রাধাশ্যাম হস্তে লৈয়া ধরিয়া অঙ্গুলে॥
রাধা বামহাতে দেয় শ্রীকৃষ্ণ-বদনে।
শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ হস্তে দেয় রাধাননে॥
রাই স্কন্ধে কৃষ্ণ-হস্ত বক্ষোজ স্পর্শিতে।
নিক্ষিপ্ত করয়ে রাধা সহজ বাম্যেতে॥
'লাবণ্য-সরোজ' যেন চক্রবাকাস্বাদিতে।
'রক্তোৎপল' রোধে এ বড় বিপরীতে॥
তরুচ্ছায়ে যায় দোহে ফাঁকে সূর্য্য করে—
রাধা মুখে লাগে, কৃষ্ণ ছায়া করে চূড়ে॥
দোহ মুখ যেন বিদ্যুৎ মেঘোপরি চন্দ।
সখী নয়নেন্দীবর- পরম-আনন্দ॥৬
দোহা দেখি, চক্রবাকে চন্দ্র-জ্ঞানে দুঃখ।
"বিদ্যুন্মেঘ-জ্ঞানে", হয় ময়ুরের সুখ॥
"বিদ্যুন্মেঘ জ্ঞানে, হংসগণ পায় ত্রাস।
'চন্দ্র' জ্ঞানে সুধা-পায়ী চকোরে উল্লাস॥
এই যে বৈষম্য 'কেহ সুখী, কেহ দুখী'।
স্রষ্টা বিধাতার ন্যায় ইহা স্বাভাবিকী॥৭
পরে বৃন্দা কহে দোহে এই পথে চল।
তবে "বর্ষা হর্ষ" বনে সুখে প্রবেশিল॥

সে বনে আকাশে 'বিদ্যুন্মেঘ' স্পর্দ্ধা করি।
দোহ তুল্য না হৈল পরার্দ্ধ গুণ হেরি ॥৮
শূন্যে থাকি ভাবে আর উর্দ্ধে থাকি কেন।
এ দোহার অঙ্গ কান্ত্যে গগন আচ্ছন্ন ॥
এই খেদ করি বুঝি জল বর্ষা ছলে।
পাণ্ডুবর্ণ হৈয়া কাঁদি কাঁদি পড়ে গ'লে ॥
উর্দ্ধে বিদ্যুন্মেঘ দেখি এই মনে লয়।
গ্রীষ্ম তাপে সেবায় দোহায় ছত্র ধরয় ॥
এ আনন্দে বর্ষাছলে বৈব্যণ্যাশ্রু ঝরে।
মন্দ্রধ্বনি গদ্গদবাক্যে দোহে স্তুতি করে॥
বনশোভা দেখি যায় "কদম্ব কাননে।"
যাহা উর্দ্ধে অসংখ্য শ্যামল শাখাগণে॥
লক্ষ পীত-পুষ্প তাহে মকরন্দ বর্ষে।
মনে হয় বিদ্যুৎ মেঘে জয় করে হর্ষে ॥
সে কদম্ব বনে শোভে 'বেদী' সারি সারি।
দেখি, মনে হয় কৃষ্ণ সুখের কেয়ারী ॥
তদুপরি পুষ্পগণ সিঞ্চে মধুকণে।
জাগ্রত "অলি" প্রহরী ভ্রমিছে রক্ষণে ॥
প্রতি 'বেদী-দুই' প্রান্তে দুই স্তম্ভ প্রায়।
কুসুমিত নীপ তরু শাখাগণ তায় ॥
গোপানসী যুক্ত, মরকত মণিময়।
বলভী শ্রেণীতে পুষ্প-প্রালম্ব শোভয় ॥
সেই জোড় বৃক্ষ শাখে রক্ত পট্ট ডোরে।
হিন্দোলিকা দোলে, মুক্তাগাথা রজুদ্বারে ॥

কৌশলে সেবাদাসী সুগন্ধি পুষ্প দলে—
হিন্দোলা আস্তরি, আচ্ছাদিল সূক্ষ্ম চেলে
সেই হিন্দোলিকা রাজি সুগন্ধি কোমল।
কৃষ্ণে আকর্ষিতে শক্তি ধরয়ে প্রবল।
তহি ধ্বজা-যুক্ত এক উৎকৃষ্ট হিন্দোলা ॥
"মূর্ত্ত্যানন্দ-কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে উঠিলা ॥
প্রিয়া ধরি উঠা'য়া বসা'ল অভিমুখে।
প্রেম-বাপী যেন কৃষ্ণ-বামে বৈসে সুখে॥"
আলিতত্তি পুষ্পারতি নির্ম্মঞ্ছনাচরে।
বেশ মাজি মাল্য তাম্বূলাদি সেবা করে॥
দুই দিকে সকাঞ্চী অঞ্চলে বাঁধি দোলা।
দুই সখী কুব্জা হৈয়া দোলায়াহিন্দোলা ॥
দু'দিকে দু'সখী দেখে তাম্বুল লইয়া।
বেগান্তে তাম্বুল সেবে অবকাশ পাইয়া ॥
দোল সুখে সখিগণ রাধাকৃষ্ণোপরি।
পুষ্পের পরাগ বর্ষে হর্ষে দোহে হেরি ॥
নভ হ'তে হেরি প্রশংসয়ে দেবীগণ।
প্রেম-সুখে দিব্য-পুষ্প করে বরিষণ ॥
সেকালে আনন্দে মেঘ বর্ষে জল কণা।
পুষ্পে মিলি মধু, গোপীঅঙ্গে মুক্তাসমা ॥
সখিগণ বীণা যন্ত্রে গায় সুমধুর।
সেই প্রেম-গানে আচ্ছাদিল সুর পুর ॥
জৃম্ভার সৌরভে মুখে অলি আসি ঘেরে।
গুঞ্জরিয়া যেন গোপী-মুখে স্তুতি করে ॥

বাড়িল আনন্দ চন্দ্র হিন্দোলা বিহারে।
প্রেমে হার তাড় মাল্য আদি নৃত্য করে॥
কিঙ্কিনী নূপূর আদি সে তালে বাজায়।
সে সভায় বদনে মৃদুহাস্য শোভাপায়॥
দুলি শোভে দোহে হেরি দোহ মুখ চন্দ।
দেখি শোভা সখিগণে অপার আনন্দ॥
দোহার কান্তিতে দোহার নয়ন দোলায়।
দোদুল্য-কামেও দোলে-নাহি অন্তরায়॥
'তরু' নিজ শাখে দোলানন্দে বেগপা'য়া।
দোহারে বীজয়ে গন্ধ পুষ্প-পত্র দিয়া॥৩৯
মাল্য খণ্ড দোলে তাতে উড়িছে ভ্রমর।
গুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে মরি কি শোভা সুন্দর॥
শ্রীপদ কৌশলে দোলা বেগে দোলাইয়া।
দোহে প্রেমানন্দে মত্ত কৈল সখী হিয়া॥
অতি বেগে দোলাইতে উপর্য্যধো হৈয়া।
ক্রমে একে অন্য অঙ্গে পড়ে অঙ্গ দিয়া॥
তাতে কোন রহঃলীলা স্মরণ করিয়া।
মুখাচ্ছাদি হাঁসে সখী আনে দেখাইয়া।
কৃষ্ণ যবে নীচে থাকে কৃষ্ণ বক্ষ-স্থলে।
স্পর্শ করি রাধা-হার নর্ত্তন করিলে॥
পুন রাধা নীচে পা'য়া কৃষ্ণ বন মালা।
রাধা বক্ষে নাচি সখিগণে সুখ দিলা॥৩৩
কৃষ্ণাঙ্গ দর্পণে রাধা দেখে নিজ ছবি।
রাধাঙ্গ দর্পণে কৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি ভাবি॥

তাতে হৈল পরস্পরে দর্শনান্তরায়।
এহেতু উভয়ে চিত্তে অতি দুঃখ পায়॥
দোহার দীর্ঘ নিশ্বাসে শ্রীঅঙ্গ মালিন্যে।
নিজাঙ্গ না দেখি দেখে আনন্দে অন্যোন্যে॥
ঐছে অতি বেগ-বৃদ্ধে অত্যার্দ্ধে উঠিলে।
তরুশাখা-পত্র রাধা-পৃষ্ঠে স্পর্শ হৈলে॥
রাধাভীতা হৈলে সখীগণে ভীতি হয়।
"আর দোলা'য়োনা" কৃষ্ণে পুন পুন কয়।
শুনিয়াও কৃষ্ণ তাহে নিবৃত্ত না হয়।
হাঁসি আরো দোলাবেগ বৃদ্ধি করয়॥
বৈয়গ্রে খুলিল রাই বেণীর বন্ধন।
শিরাবগুণ্ঠন ব্যস্ত হইল ভূষণ॥
পদ চাপি ছিল যেই অন্তরীণ শারী।
তাও উড়ি যায় দেখি হাঁসিছে মুরারি॥
অত্যধিক দোলে রাধা বিত্রস্তা হইয়া।
কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরিলা নিজাসন ছাড়িয়া॥
কৃষ্ণ ও দুবাহু দ্বারে রাই কণ্ঠ ধরি।
পদে দোলাইছে দোলা বক্ষে ধরি প্যারী॥
চম্পকেন্দীবর গাঢ় যোগে এক হৈল।
দিব্য অঙ্গগন্ধে দিব্যলোকাদি ব্যাপিল॥৪০
দোলা'পরি বিনাবলম্বনে দোহে হেরি।
সখিগণ আসি থামাইল দোলা ধরি॥
নামি রাধা সখী মাঝে প্রবেশ করিলা।
কৃষ্ণ বিড়ম্বনা সব কহিতে লাগিলা॥৪১

কৌশলে শ্রীরাধা ললিতারে উঠাইল।
কৃষ্ণ বামে ললিতারে দোলা'তে লাগিল॥
গান করি দোলা'পরি কৃষ্ণ শ্রীরাধারে।
যে করিল সে অবস্থা কৈল ললিতারে॥
ঐছে বিশাখাদিকে সে অবস্থা করি।
দোলা হ'তে অবতরণ করিলা শ্রীহরি॥
তবে এক এক দোলায় দুই দুই গোপী:
বলে উঠাইয়া দুই ভুজ স্কন্ধারোপি॥
একাকী অসংখ্য দোলা দোলা'য়ে ভ্রমিছে।
যৈছে অচিন্ত্য প্রেম অচিন্ত্য লীলা তৈছে॥
'কৃষ্ণ ইচ্ছা' প্রতি গোপী-দ্বয়-মাঝে দুলি।
গোপী দেখে মম-সনে বিহরে বনমালী॥
তহি এক দোলা চারু অষ্ট দলাকৃতি।
প্রিয়াগণ সহ কৃষ্ণ আরোহিলা তথি॥
কর্ণিকায় রাধা, অষ্টদলে অষ্ট সখী।
তদ্বাহ্যে ষোড়শ-দলে ষোড়শোপসখী॥
বৃন্দা দেবী দ্রাক্ষা খর্জ্জুর জম্বু আদি দিল।
রাধা কৃষ্ণ ভোগশেষে সখীরা ভুঞ্জিল॥৪৬

ভোজনান্তে সুধা-নিন্দি সরবৎ পিয়া।
তাম্বূল সেবিছে শেষে পরস্পরে দিয়া॥
নান্দীমুখী বৃন্দা দোহে দুইদিকে থাকি।
পূর্ব্ববৎ দোলাইছে আনন্দে নিরখি॥
গানোল্লাসে হিন্দোলায় করি কান্তা জয়।
'গোবিন্দ' চুম্বনাশ্লেষ-আদি-প্রাপ্ত হয়॥
তবে দোলা হ'তে অবতরি রাধাসনে।
সখিসহ ভ্রমে কৃষ্ণ কাননে কাননে॥৪৯
রাধা-হাঁসি-মুদ্রা-প্রায় যুথী তুলি বনে।
মালা গাথি কৃষ্ণ বক্ষে করিলা ধারণে॥
শূন্যে 'মেঘ' কৃষ্ণ-কান্তি 'বিদ্যুৎ-'
গোপী-কাঁতি।
ইন্দ্র গোপ কীট ভূমে অলক্ত-প্রতীতি॥
যবে কৃষ্ণ মেঘ অতি ঘন-রস বর্ষে।
তবে পুষ্প-লতা হয় পর্ব্বোৎফুল্ল হর্ষে॥
তৎ শস্যালি অসম-সুষমা যুক্তা সুখী।
বর্ষাহর্ষ বনে কিবা হর্ষ-বর্ষা দেখি॥
কৃষ্ণ-ঘন কৈল যে শৃঙ্গার রস বর্ষা।
কান্তাগণ সুখী তাতে পর্ব্বোৎফুল্লা হর্ষা।

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবানামৃতে ভাষানুবাদে
হিন্দোলন লীলা সুখাস্বাদন নাম একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ

বন ভ্রমণাদি লীলা

ঐছে বর্ষা হর্ষ বন করিয়া দর্শন।
শরৎ সুখদ বনে আসিলা দুজন॥
শোভা দেখি কৃষ্ণ কয় হের প্রিয়তমে।
এই নব-সরোবর মম চিত্ত রমে॥
অপূর্ব্ব হেম-কমল দেখ ফুটিয়াছে।
খঞ্জন যুগল নাচে ভৃঙ্গ বেড়িয়াছে॥
সরোবর যেন তব শ্রীমুখ-দর্পণ।
তাতে স্বর্ণ-পদ্ম যেন তব পদ্মানন॥
চঞ্চল অলকাবলি ভৃঙ্গ বেষ্টিত
নয়ন-খঞ্জন যুগ তাতে নৃত্য রত॥১।২
বর্ষায় যে সরোবর পাণ্ডুবর্ণ করে।
শরতে সে বর্ণ যেন দিয়েছে মেঘেরে॥
মেঘ স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ সরোবরে দিল।
এদের কি পরস্পর মিত্রতা হইল?৩
মেঘগণ বিষ্ণুপদে লয় বাঞ্ছা করি।
সূর্য্যতাপে জল শোষি মৃত্তিকা বিদারি॥
তাপসী সরসে জল সর্ব্বস্ব অর্পিয়া।
শুভ্র হ'ল যেন অবদাতৃত্ব পাইয়া॥৪
হের ঐ মালতী সমূহে আলিগণ।
অনুরাগে অন্য পুষ্পে না করে রঞ্জন॥
এ দেখি তব সুমন অতনু-কাতর—
হয়েছে কি? সত্য প্রিয়ে দেহ তো উত্তর?
কৃষ্ণ পরিহাসে রাধাস্মিত নেত্র-শোভা।
দৃষ্টি দ্বারে পিয়ে হরি নিজ-মনোলোভা॥
তবে বৃন্দা এক পদ্ম দিল উপহার।
করে ল'য়ে কৃষ্ণ হেরি শ্রীমুখ-রাধার॥
পদ্মটী চুম্বিয়া কহে পদ্ম-সুবাসিনি।
পৃথ্বি-তলে তুমি হ'লে সর্ব্ব জয়িনী॥
ঐছে হেরি রাধা কিঞ্চিৎ কুপিতা হইলা।
তাতে হরি অন্য হেতু উদ্ভাবি কহিলা॥
পদ্ম স্তবে কেন তব ভ্রুকুটিল মুখ।
বুঝিনু নিজ-গৌরব হানিতে যে দুঃখ॥
এবে তব 'মুখ' 'পদ্ম' দুহু আঘ্রাণিব।
মাধুর্য্যাধিক্যানুসারে তাঁরি যশ গাব॥
তবে রাধা মুখ চুম্বি সুখে কৃষ্ণ কহে।
তব বদনই অতুল! কোপ বৃথা নহে॥
মান প্রশমিতে কহে পদ্ম! ধিক্ তোরে।
রাধামুখ পাশে তোর নাহি লজ্জা ডরে॥
রাধে! তব মুখ বাসাধিক্যে এ পবন।
তরু লতারে নৃত্য শিখায় অনুক্ষণ।

মকরন্দ দক্ষিণা না লৈয়া সে পবন।
তব ঘোঙ্‌টা নাচাইয়া ধন্য মানে মন॥
ললিতা কয় তুমি যাঁর গন্ধে মত্ত হৈলে।
কি হেতু সে মুখ-পদ্ম আস্বাদ ত্যজিলে॥
কৃষ্ণ কহে রাধা মুখ মাধুর্য্য প্রবাহে।
কয় বিন্দূ পানেও কি দরিদ্রতা রহে॥
ইহা বলি বাহু পাশে রাধা তনু বেড়ি।
মুখ পদ্ম-মধু পিয়ে সখী তৃপ্ত করি॥
ঐছে কৃষ্ণ সবা সহ সর্ব্বত্র বিহরি।
আইলা যমুনা বেড়া বৃন্দাবন স্থলী॥
কলহংস চক্রবাক্ কলাস্পদ কলহে।
যাহা কর্ণ কৈরব রাজি কৌতুহলী রহে॥
যথায় অন্যোন্যে অগ্রবেড়ি সমন্বয়ে।
বৃক্ষগণ রস-পুর্ণ ফল ধরি রহে॥১৭।১৮
যথায় স্ফটিক মণি ইন্দ্রনীল মণি।
কুরুবিন্দ স্বর্ণে বাঁধা যমুনার পানি॥
ঘাটজলে প্রতিবিম্ব দর্শকের চোখে।
জল মধ্যে ঘাটভ্রম হয় পরতেখে॥১৯
ঘাটোপরে মধু-কুঞ্জ পুষ্পাটবী আছে।
ভ্রমর খঞ্জন যথা মধুর গায় নাচে।
বকুলাদি তরু মল্লিকাদি লতাগণে।
মিলি গৃহাশ্রমে রত অতিথি সেবনে॥
আশ্রয়, ফল, পুষ্পদান করি বৃন্দাবনে।
সদা করে অভ্যাগতের তৃপ্তি সন্মাননে॥

কুন্দ কেয়া করবীর কেশর কদম্ব।
চম্পকাদি তরুগণ আশ্রমাবলম্ব॥
মাধবী জাতি মল্লিকা স্বর্ণ যুথি আদি।
বধুগণ সনে রহে পরম আনন্দী॥
পনসাম্র নারিকেল গোস্তনী গুবাক।
কলা, ইক্ষু, কুল, নিম্ব, বটাক্ষ, কিংশুক॥
পিপ্পলাদি গৃহী, লতা-গৃহিনীর সঙ্গে।
মিলি করে গার্হস্থ্যানুষ্ঠান মহারঙ্গে॥
কুঞ্জস্থষ্টি রীতি হেথা চৌদিকে চৌতরু।
একেক তরু পার্শ্ব দ্বয়ে লতাদ্বয় চারু॥
বেড়িয়া উপর্য্যোপরি গাঁথা শাখে শাখে।
বুধগণ ইহাদি'কে কুঞ্জ-ব'লে থাকে॥২৩
কুঞ্জগণ পুষ্প দল স্তবকাদি দিয়া।
বলভী শিখর ভিত্তি দ্বারাদি গড়িয়া॥
'চতুস্কোণ' 'অষ্টকোণ' 'বলয়াবৎ' করি।
কেলিহেতু মন্দিরবৎ রাজে মনোহারী॥
শুক শারী পিক কেকী চটক ভ্রমর।
চাষ, তিত্তিরী, ফিঙ্গা, কপোত, চকোর॥
চাতক চরণায়ুধ আদি পক্ষীগণে।
মধুর ধ্বনি করে বৃন্দাবনে অবস্থানে॥
রুরু, শল্লকী মহিষ সৃমর সমরু।
শশক, কপিলা আদি সুরভী চমরু॥
পশুগণ পরস্পর হিংসাশূন্য প্রাণে।
সৌহৃদ্যে অবলেহন করে একে আনে।

মলয় পবন সর্ব্ব বাসনা ত্যজিয়া ।
বৈকুণ্ঠ দুর্লভ কোন দিব্য সঙ্গ পা'য়া ॥
বসবাস প্রভাবে চমৎকৃতি লভিয়া ।
ব্রজ সেবে অনির্ব্বচনীয় গন্ধ দিয়া ॥
ঐছে কৃষ্ণ শারদীয় শোভা বর্ণনীছে ।
তবে রাধা মৃগ পক্ষী নাম কৃষ্ণে পুছে ॥
বন-পথে সুন্দর-কুসুম তুলি তুলি ।
লতাসূত্রে হারাঙ্গদ কটক অঙ্গুরী ॥
নিজ করে নির্ম্মাণ করিয়া প্রেম ভরে ।
পরস্পর দোহে দোহ অলঙ্কৃত করে ॥৩২
কৃষ্ণ যবে অলঙ্কার পড়ায় রাধারে ।
রাধা সঙ্কুচিতা নিজ কুচ স্পর্শ ভরে ॥
কৃষ্ণ কহে আমি তোমায় পড়াই ভূষণ ।
তুমি কেন কর নিজ অঙ্গ সঙ্কোচন॥
এই দেখ আমি তব কৈনু কুচস্পর্শ ।
দেখ আমি নির্ব্বিকার নাহি কম্প হর্ষ ॥
ইথে কি বিচিত্র শ্রুতি 'গোপাল তাপনী।'
আমার বর বর্ণিতা বর্ণিল আপনি ॥
কুন্দ কহে রাধে তুমি সে 'বরবর্ণিনী' ।
এই ধর্ম্ম দেবরে অন্বেষ যত্নে তুমি ॥
তাতে বুঝিনু তোমার দুইটী আশয় ।
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে যাতে নিশঙ্কত্ব হয় ॥
আর নিজ সতীত্ব প্রসিদ্ধি যাতে থাকে ।
এ হেতু অন্বেষ কৃষ্ণ-বরবর্ণিতাকে ॥

কৃষ্ণ কহে রাধে এই তাপসী শ্রুতিকে ।
কে না জানে আর সেই দুর্ব্বাসা মুনিকে ?
আমার ব্রহ্মচারীত্ব ঘোষে মুনি, শ্রুতি ।
অত মম সঙ্গে চল নির্জ্জনে সম্প্রতি ॥
রাধা কিছু না কহিয়া কহে ললিতারে ।
ললিতে বিধাতা যে পুরুষ জাতি গড়ে ॥
শুধু চাপল্য ও নির্লজ্জতা উপাদানে ।
এ স্বভাব প্রত্যক্ষ দেখ ভ্রমরে প্রমাণে ॥
এই মত রস রঙ্গে দোহে মগ্ন হৈয়া ।
'বৃন্দাবনে-কনকস্থলী' আইলা নাচিয়া ॥
যাহা সূর্য্য বিদ্যুৎ চন্দ্র দ্যুতি বিনিন্দিত ।
রত্নকুট্টিমে মণিযোগপীঠ বিরাজিত ॥
সেই পীঠে পদ্মরাগমণি বিনির্ম্মিত।
দিব্য অষ্টদল পদ্ম দীপ্ত নিত্য-স্থিত ॥৪০
যাহা রাগী-ভক্ত-চিতে হয় প্রাদুর্ভূত ।
যে পদ্ম মাধুর্য্যোৎসবে সফল-জীবিত ॥
যে পদ্ম রসদ কল্প-তরু তলে স্থিত ।
সে তরু শ্রীকৃষ্ণে দেয় উৎসব-সুরত ॥৪২
ইন্দ্র নীল-মণির-পত্র বিদ্রুম-প্রবাল ।
হিরকের গুচ্ছ পদ্মরাগ-মণি-ফল ॥
সর্ব্বঋতু এই কল্পতরু সেবা করে ।
ঐছে তত্তলে পদ্ম সুদৃগার্ত্তি হরে ॥
দোহে সেই পদ্ম কণিকাতে আরোহিল ।
কৃষ্ণ কর্ণে রম্য ভূষণ দুলিতে লাগিল ॥

আলি মুখপদ্মে গুঞ্জে লুব্ধ অলিগণ।
কল্পতরু তলে শোভে দামিনী-নব ঘন॥
স্থির নবমেঘ সৌদামিনী বলয়িত।
স্থির সৌদামিনী নবনীরদে মণ্ডিত॥
কল্পতরু ডালে শুক রাধা কৃষ্ণে হেরি।
বর্ণন করিছে দোহার অপূর্ব্ব মাধুরী॥
যাঁর নখ শোভায় কোটী মদন মোহিল।
হায় সে মদনমোহন মদনে বিহ্বল॥
অপাঙ্গ শরে অর্ব্বুদ মদন স্বজিয়া।
কৈল জর্জ্জরিত প্রিয়তমা রাধা হিয়া॥
শ্রীরাধাও নেত্র প্রান্তে শ্যামকান্তি চাখে।
সুরালভ্য শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য 'শুক' মুখে॥
শুক বলে কৃষ্ণ তব সুকুমার পদে।
গোপীনেত্র পাদুকা কর্ত্তেও ভয়ে কাঁদে॥
বাম পদে অঙ্গ ভার দিয়া যবে শ্যাম।
ললিত ত্রিভঙ্গ হৈয়া দাঁড়াও অনুপাম॥
বাম পদতল অতি হয়ে অরুণিমা।
যেন সে দক্ষিণ পদে দেখায় ক্রোধ সীমা॥
অরুণিমা উপরে যে শিতিমার রেখা।
প্রিয়াগণ নেত্র সে বিহ্বল করে একা॥
তোমার দক্ষিণ পদ অতি রাগি হৈয়া।
বামদিকে থাকে রাধা শাড়ীকে চুম্বিয়া॥
রাগি জন প্রায় নিজাভীষ্ট সিদ্ধি তরে।
দক্ষিণ পা বামে থাকি শাটী-স্পর্শ করে॥

বিধাতার চিত্র শিল্প তব পদ তলে।
ধ্বজ বজ্র আদি চিহ্ন লিখিল হিঙ্গুলে॥৫৩
দক্ষিণ পদ উঘারি সে ঐশ্বরিক চিহ্ন।
রাধারে দেখায়ে চাহে মর্য্যাদা অনন্য॥
কিন্তু প্রিয়া জানে ঐছে নিজ পদ তলে।
বহু রেখা আছে, তাই গৌরব না পেলে॥
তব বস্ত্রাবৃত জানু শোভা দেখি মাত্র।
অতনুতাপতাপিতা হয় গোপীগাত্র॥৫৫
পীন উরু রুচি হেরি যত সতীগণ।
কাম-শরাঘাতে অঙ্গ কাঁপে ঘন ঘন॥
তাঁদের হাস্যাধরামৃত তোমা আদ্র করে।
তোমার অধরামৃত সিঞ্চয়ে তাদেরে॥
সুধাহ্রদ, লতা তব নাভি রোমাবলী।
চৌদিকে যেন সুমনঃ মালা বাসস্থলী॥৫৭
স্মর পদ্ম সম তব সেই নাভি সদ্ম।
উর্দ্ধে নাল নীচে মুখ অতীব অদ্ভুত॥
সেই পদে নেত্রার্পণ করি গোপীবৃন্দ।
স্মর শরাঘাতে জলে হয় নেত্র অন্ধ॥
শোভাসারে বিধি তব ত্রিবলী নির্ম্মিল।
'তল্লগ্ন' মাজাকে কবি অবলগ্নকহিল॥৫৯
"ত্রিভঙ্গ সৌন্দর্য্য" যেন হীণ মধ্য-গতি।
তুঙ্গ বক্ষ ভারে শ্রমে হৈল বামে নতি॥
তাই দক্ষিণ পার্শ্ব অবলযুক্ত ভায়।
বামপার্শ্ব পুষ্কলত্বে গুরুভার বয়॥

অশ্বত্থ পত্র নিন্দিত সুন্দর উদরে।
তাঁহা কালে রাধা মণিমালা নৃত্য করে॥
বক্ষে বাম ভাগে লক্ষ্মী স্বর্ণ রেখা লতা॥
ভৃগু পদ চিহ্ন সূক্ষ্ম তন্তু চূর্ণ গাথা॥
স্বর্ণ রেখা শ্রীবৎস যেন পীন বক্ষ মাঝে।
স্বর্ণ হার মুক্তাহার দুই দিকে সাজে॥
শত চন্দ্র সূর্য্য জিনি কৌস্তুভের দৃশ্যে।
তব হৃদি রাগ যেন বাহিরে প্রকাশে॥
কিবা সে ত্রিরেখা কান্তিযুত বাঁকা কণ্ঠ।
কুলবতী বাহুদ্বারে বেড়িতে উৎকণ্ঠ ॥৬৫
ভুজঙ্গে জিনি দ্বিভুজে নাচা'য়া অঙ্গুলে।
লঘু বংশীরেও তুমি উর্দ্ধে চড়াইলে॥
মহৎ সঙ্গে ক্ষুদ্র যথা পায় উচ্চ পদ।
মুখ সুধা পানে তৈছে এ বেণুসম্পদ ॥৬৭
মুখ স্মিত সুধা স্নাত 'দ্বিজ পূজ্যবর'।
বিম্ব-ফল তুল্য যোগ্য নহে 'সেঅধর' ॥৬৮
নীল মণি বৃক্ষে যৈছে 'নবাঙ্কুর' জাগে।
শ্যাম বর্ণ যমুনার 'বুদ্বুদ' ভুভাগে॥
ঈষৎ বাঁকা করি যদি যোজনা করয়।
তবে তব "নাসিকা" উপমা যোগ্য হয় ॥৬৯
তুল্যাকৃতি নব-দল-সম 'কর্ণ' দ্বয়॥
কুণ্ডল ছটায় গণ্ডে প্রাণ কাড়ি লয়॥
হে রসিক! তব 'নেত্র' দ্বয় রসিকতা।
লাস্য রুচি, সত্যসন্ধতা সারগ্রাহিতা—
আদি ধর্ম্মে—মীন, খঞ্জন' পদ্ম, চকোর।
ভ্রমরাস্থে অভ্যাস কৈরেছে ধন্যতর॥
নেত্র যুগ শ্রুতি পথগামী তবু মত্ত।
সদা সতী ব্রত ধ্বংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত॥
লম্পট ভ্রমর প্রায় মাধ্বীক পিয়াসে।
অনুরাগ সিন্ধু-জলে সদা 'নেত্র' ভাসে॥
চঞ্চল অলকাবলী বেষ্টিত 'কপালে'।
গোরচনা তিলক রঞ্জিত হেম-জালে॥
হেন অলি-যুত-স্বর্ণ-পুষ্প-ধনুর্ব্বাণ।
দৃষ্টিমাত্রে কম্পান্বিত হয় নারী প্রাণ ॥৭৩
'কেশ-রাজি' যেন কুট-কাম তন্তু দিয়া।
কস্তুরীও আদি রসে দিয়াছে রঞ্জিয়া॥
তব অঙ্গ রূপোৎকর্ষ-যশঃ-মন্দ হাস্য॥
উদি ভব-ব্রহ্মাদিরো অন্তর-উপাস্য ॥৭৫
হে ব্রজ জীবন—হে জগৎ বিমোহন।
তোমাকে ত এইমত করিনু স্তবন॥
কিন্তু যে রাধিকা-কান্তি তোমারো মোহিনী।
তাঁহারে কিরূপে স্তুতি করিব না জানি॥
বামে যে দাঁড়ায়ে রাধা তবাঙ্গ হেলনে।
সে অসাধ্যস্তবা তবু কহি ভীত মনে॥
বহ্লীকস্থ সুঘন কুঙ্কুম দ্রবময়।
অধোমুখ সুন্দর-কমল পদদ্বয়॥
কাম-শর হেম তুণ-সম জঙ্ঘা দুটী।
তদুপরি জানু দুটী মণির-সম্পুটী॥

অধোমুখ-হেম-কদলী কান্তিময়।
একমুল-ক্রমপীন সম উরুদ্বয়॥
অমৃতের কূপ কিবা নাভির-তুলন।
ত্রিবলী-তরঙ্গে বেড়া স্থকটী গগন॥
মধ্যদেশে স্মর-লেখা পংক্তি মনোহর।
ঈদৃশ নলিন পত্রোপম সে উদর॥
তদুপরি দাড়িম্ব সদৃশ কুচদ্বয়।
মৃণাল-লতা দুবাহু কর কিশলয়॥৭৯
কম্বু-কণ্ঠ, বান্ধুলী-অধর, দন্ত-কুন্দ।
তিলফুলনাসা অলকালি, মুখচন্দ॥
কর্ণ-পল্লব, কেশ-মেঘ-স্থচিক্কণ।
সূক্ষা কৃষ্ণা প্রণালী প্রায় বেণী রচন॥
কলাবেত্তা বিধি কেলি কল্প লতিকা।
সৃষ্টি কৈল তব লাগি এই শ্রীরাধিকা॥
হে রাধে প্রণমি তব পদ-নখ-গণে।
নিন্দে যাঁহা উচ্ছলিত চন্দ্র কিরণে॥
কৃষ্ণ পাশে থাক যবে অবনত মুখে।
হরি তব প্রতিবিম্ব হেরে প্রতি নখে॥
যোগপীঠে কর্ণিকাতে দোহরূপ রাজে।
অষ্ট দলে অষ্ট সখী যোগস্থলে সাজে॥
সে পদ্মের পূর্ব্বদিকে ললিতা থাকিয়া।
দুহু মুখ-পদ্ম-অলি তাড়ে পদ্ম দিয়া॥
ললিতার দক্ষিণে ঈশাণে তুঙ্গ বিদ্যা।
অগ্নিদলে ইন্দুরেখা দোহে বীণা সিদ্ধা॥
উত্তরে বিশাখা, চিত্রা দক্ষিণ দলে।
চামর ঢূলায় দোহে শ্রীমুখ ঘামিলে॥
বায়ুদলে রঙ্গদেবী নৈঋ্ঝতে স্থদেবী।
দোহার প্রেমাশ্রু মাজে বস্ত্রাঞ্চলে সেবি॥
পশ্চাতে পশ্চিমে দলে থাকি চম্পকলতা।
দুহু মুখে স্বর্ণতাম্বুল সেবি প্রফুল্লিতা॥
যাঁরা প্রেম গিরি-বুকে বাঁধি স্থ-সাহসে।
রূপ লীলাব্ধিতে ডুবে, কাম নক্র-গ্রাসে॥
সিন্ধুজা, গিরিজা আদি যে পদবী খুঁজে।
কি সাধ্য তাদের গুণ বর্ণি-এ সমাজে॥
ঐছে লব্ধ বর্ণ শুক বিবর্ণ হইল।
কণ্ঠ-রুদ্ধ হৈল আর বর্ণিতে নারিল॥
শুক মুখে রাধা-যশঃ-স্মরণ বর্ণনে।
বৈবর্ণ্যাদি দেখি কৃষ্ণ অনুরাগী জনে॥
শ্রীবৃন্দাদেবীকে তদবস্থা দেখাইয়া।
পরিতৃপ্ত করে শুকে আঙ্গুর ভুঞ্জায়া॥
এই শুক সুহৃদালি-গণাভিনন্দনে।
ভাগ্যবন্ত ভাগবত-মাধুরী বর্ণনে॥
যেইজন সভাজন গুণী-পরীক্ষিত।
সেই তো সৌভাগ্যাস্পর্দ লোকাভি
নন্দিত॥৯০
পরে রাধা বীণা বংশী বাজাইল।
অন্যোন্যে জিগীষা করি দেখায় বাদ্য বল॥

গান শুনি জল শিলা শিলাজল হয়।
সত্যলোক মুণি বজ্র-হৃদয় দ্রবয় ॥
গান শেষে রত্ন মন্দিরে প্রবেশিয়া।
পুষ্প তল্পে বৈসে স্মর-সিন্ধু প্রকটিয়া ॥
সে সিন্ধু তরঙ্গ-ভঙ্গে মগ্না সখিগণ।
বাঞ্ছিত লভিল সহ অনুগত জন।
কুসুম চয়ন করি তবে সখিগণ।
নানা পুষ্প অলঙ্কার করিল গ্রন্থন ॥
পুষ্প-গৃহ, পুষ্প-বৃক্ষ, পুষ্প-ছত্র লতা।
নানাবিধ পুষ্প-বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষী তথা ॥
নানা শিল্প-কলা প্রকাশিয়া সেবা করে।
ফলমূল ভুঞ্জি দোহে তাঁহাই বিহরে ॥৯৪

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাযানুবাদে
কল্পতরু-তল লীলাস্বাদন নাম দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ

মধুপান-লীলা

রাধা সঙ্গোৎসবে কৃষ্ণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
হেমন্তেষ্ঠ বনভাগে হৈল উপনীতে ॥
ছায়া পথ ছাড়ি এবে চলে অন্য পথে।
ত্যক্ত-পথ ম্লান হৈল সে বিচ্ছেদ হ'তে ॥১
সীৎকার, সঙ্কোচাদি, রোমাঞ্চ উদ্গমে।
হেমন্ত ঋতু হৈল যেন কৃষ্ণসঙ্গোপনে ॥
কৃষ্ণ কহে রাধে এই তুষার কিরণে।
রাত্র্যংশ বর্দ্ধিত, দিন ক্ষীণ দিনে দিনে ॥
তব তনু-শম্প্যা ধৃতোৎকম্পাতনূদ্ধতা।
হিমে যে কি দশা হবে এখনি বেকতা ॥
উৎকলিকালি দ্বারা ঈশতুষ্ণীভুত।
তব শীত-ঘর 'মম হৃদয় নিভৃত' ॥
"ইথে পশি কর তুমি শীত জাড্যত্যাগে।
ইহা বলি রাধাকর্ষি লৈল বক্ষভাগে ॥৩।৪
ধনী না-না করে কৃষ্ণ চাপি বক্ষে ধরে!
রাধা উরুঘাতে কৃষ্ণ বংশী ভূমে পড়ে ॥৫
ললিতা বাঁশী উঠা-য়া ভর্ৎসনা করিয়া।
নিজ বেণী-আগে বাঁশী রাখিলা বাঁধিয়া ॥
শ্রীবৃন্দা দোহারে শীত কাতর দেখিয়া।
নানা বর্ণ শীত বস্ত্রে সেবে দোহে দিয়া ॥৬

বনে ভ্রমি ভ্রমি কৃষ্ণ কহে রাধিকাকে।
দেখ প্রিয়ে কুরুবক, ঝিন্টি, কুরুণ্টকে ॥
এ তব হৃদয়, তনু, হৃদি-কাম-কান্তি।
কুসুমের ছলে মোরে জন্মাইছে ভ্রান্তি ॥
তাই এই পুষ্পরাজি মাল্য পরিবারে।
এই বনে স্পৃহাযুক্ত করিছে আমারে ॥৮
হের ঐ নারাঙ্গালতা কিদৃশ গর্ব্বিণী!
তব সন্মুখেও ফল না করে গোপনী ॥
তুমি যদি অল্প মাত্র বক্ষজ দেখাও।
নারঙ্গ গৌরব ধ্বংশি, লজ্জাতে ডুবাও ॥
শুনি মৃদু-হাঁসি রাধা কুটিল নয়নে।
কৃষ্ণ প্রতি চাহি কৈল অমৃত-সিঞ্চনে ॥
তবে শিশির-সুখদ বনে প্রবেশিল।
তথা রৌদ্র-তাপে সবে আনন্দিত হৈল ॥
কৃষ্ণ কহে 'দুর্গা' বিন্ধ্য-প্রীতে হিমাদ্রিরে—
কহি, হিম সৈন্য দ্বারে যুঝিলে সূর্য্যেরে ॥
সূর্য্য পুত্র 'যম' দক্ষিণ সহায়ে আসিল।
দেখি শীত সেনাগণ বিক্রম প্রকাশিল ॥
এ কৌতুকে শীত ঋতু বর্ণন প্রসঙ্গে।
কুন্দ পুষ্প শোভা হেরি ভ্রমে কৃষ্ণ রঙ্গে ॥
কৃষ্ণে কুন্দ-চয়ন করিতে দেখি প্যারী।
সখীগণে দেখায় নাসাকুঞ্চিত করি ॥১২
কৃষ্ণ তাহা দেখি পুছে রাধে! সখিগণে।
কি দেখা'লে স্মিত লজ্জা, ঘৃণা-যুক্তাননে?
তবে কুন্দলতা-পাশে ললিতা কহয়
ত্রিলোকে তোমাকে পূণ্যশ্লোক বলি কয়।
তুমি ইষ্ট' কুন্দ-স্মর-শিলিমুখামর্ষ ॥১৩।১৪
তবে কেন এ পুষ্পিণী কুন্দলতা স্পর্শ।
কুন্দ কহে হে ললিতে! তোমাদের মত।
কুলধর্ম্মত্যাগী শুদ্ধা কোথা আছে কত?
অনর্থক সম-ধর্ম্মী-কর অন্বেষণ।
লতাতেও এই ধর্ম্ম না পাবে কখন ॥১৫
কথা শুনি সবে উচ্চ হাঁসিয়া উঠিল।
রাধা কহে মোদের কুন্দ-লতা যে একল ॥
আমরা লতারে কহি কুন্দ কেন রোষ।
কুন্দের কি শঙ্কা ইথে মোদের কি দোষ?
রাধাদির পরিহাস শ্রুতি অগোচর।
শ্রুতি-দ্বারে এ অমৃত পিয়ে গিরিধর ॥
বসন্ত সুখদ বনে কৈল আগমন।
যথা রসাল-মুকুলে ক্ষরে মধুকণ ॥১৭
হেথা তরুগণ গৃহী, লতারা গৃহিনী।
ফলপুষ্পাদি সম্পত্তি দ্বারা মহাধনী ॥
তাই শুভ মধুদিনে পর্ব্বোৎসব করে।
দ্বিজগণ তাই এ আশ্রমে পুন ফিরে ॥
এই বনে মন্ত্রী-মধু মদন-ভূপতি।
ভ্রমর গুপ্তচর, মলয় সেনাপতি ॥
পিকরূপী সভাসদ দণ্ড অধিকারী।
গিরিগুহা কারা, দণ্ডনীয়া ব্রজনারী ॥

ঐ দেখ গিরি 'শক্র' ইন্দ্রকে জয় করি।
গিরিরাজ হয়ে আছে গোবর্দ্ধন গিরি ॥
সুমেরু পর্ব্বত আদি নিজ কান্তি দিয়া।
এই গিরিরাজে সেবে নিহ্নুত হইয়া ॥২০
হে রাধে! সুমেরু, হিম, বিন্ধ্য ও কৈলাস।
গোবর্দ্ধনে কর-দিয়ে ঘোষিল সুযশঃ ॥
ঐ "স্বঃস্থা জাহ্নবী" ইহা সুমেরুর চিহ্ন।
ঐ শৈত্য গুহাগণ হিমাদ্রির-পণ্য ॥
উচ্চ-শিখা রবি পথ-রোধে 'বিন্ধ্যদান'।
কৈলাসের চিহ্ন রৌপ্যময় শিলা-স্থান ॥
ইঁহা যে 'রাসৌলী' নামে খ্যাত রাসস্থলী।
এস বসি হেথামোদের প্রতি-নৈশকেলী ॥
বৃন্দা হেথা ক্লান্তিহারী মধূ আনি দিল।
মধুপাত্রে 'রাধ' কৃষ্ণ-প্রতিবিম্ব দেখিল ॥
মধুতে মধুর-মূর্ত্তি মরি কি সুন্দর।
দৃষ্টি দ্বারে পান করে প্রিয়-মুখবর ॥
কহে লজ্জাসৃষ্টি হেতু কতবার তোরে।
অভিশাপ দিনু বিধি কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
আজ তব সৃষ্ট মধুতে সে প্রতিবিম্বিত।
অবাধে দেখিয়া তোরে স্তুতি করি শত ॥
পরে সেই পাত্রে রাধা প্রতিবিম্ব দেখি।
কৃষ্ণ কহে একি! একি! দেখি বিধুমুখি ॥
যে ভাবে এখনি কর মর্ম-মুখ পান!
মধু পানে না জানি কি হবে পরিণাম ॥

শুনি সে দর্শনে রাই হৈলা পরাসুখী।
কৃষ্ণ অবৈদগ্ধ্যে যেন বাঁধিলভে সুখই ॥২৫
পরে মধু পাত্র ধরি কৃষ্ণ রাধা প্রতি।
পুনঃ পুনঃ পান তরে করিছে-আকুতি ॥
রাধা না না বলি হাঁসি বদন ফিরায়।
তবু কৃষ্ণ বলে মধু পিয়া'ল রাধায় ॥২৬
এইমত বলে সখিগণে পিয়াইল।
তাতে নেত্রারুণ, বস্ত্রব্যস্ত, লজ্জা-গেল ॥
মত্ত হৈয়া পরস্পরে মধু পিয়াইল।
রাধা বুদ্ধি মদোদ্ভ্রান্তা ঘুর্ণাযুক্তা হৈল ॥
কহে গ গ গন হ'তে সূ সূর্য্য পড়িছে।
ভূ ভূ ভূমি কে কেন ঘু ঘু ঘু ঘুড়িছে ॥
না না না না নাচে কেন তত তরুগণ।
র র রক্ষা ক ক কর কৃ কৃষ্ণ এখন ॥
ইহা বলি কেহ কৃষ্ণ-স্কন্ধে কেহ ভূজে।
কেহ বুকে কেহ পৃষ্ঠে থাকে মাথা গুজে ॥
ইথে শ্রীঅঙ্গ বসন স্খলিত হইল।
পুষ্পে বাঁধা কেশের কবরী এলাইল ॥২৮
তবে কৃষ্ণ গোপী-পীন বক্ষজের দ্বারে।
পীড়িত-হইয়া নিজ ভুজ যুগে পীড়ে ॥
মত্তা নারীগণ বলে শ্রীকৃষ্ণ চুম্বয়ে।
দেখি হাঁসি দাসীগণ মুখ আচ্ছাদয়ে ॥
ইহা দেখি কৃষ্ণ কহে হে কিঙ্করীগণ।
দেখ তো স্বামিনীগণ কি করে এখন ॥

একা মোরে সবে মিলি বলে জিনিবারে।
এ অন্যায়কার্য্য তোমরা দেখ থাকি দূরে॥
পরে মধুমতী কৃষ্ণে মত্ত করিবারে।
মধুপাত্র দিলে কৃষ্ণ ধরি নিজাধরে॥
পিয় পিয় বলি নারীগণে পিয়াইল।
চতুরতা করি নিজে পান নাহি কৈল॥
পানমত্তা গোপীগণ পুরুষ কি নারী।
সবস্ত্রা-বিবস্ত্রা কিবা দিবা কি সর্ব্বরী॥
কিছু জ্ঞান নাহি কথা নাহি সমন্বয়।
শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলে দাসীগণে তা দেখায় ॥৩২
তুলসী কয় কৃষ্ণ কেন না কৈলে মধুপান।
কৃষ্ণ কয় গোপীমুখ চষক মোর দান॥
দেখ ঘর্ম্ম-জলে মোদের অঙ্গ বহি যায়।
তুমি আসি চামর-ব্যজন কর তায় ॥৩৩
লাঞ্ছনা ভয়ে তুলসী আদি দাসীগন।
ব্যজন করিতে কেহ না করে গমন॥
কৃষ্ণ তাহা বুঝি মুখে চষক ধরিয়ে।
মধু পানানুকরণ করে অভিনয়ে॥
কপট নেত্রারুণ, ঘূর্ণা, শ্লথ-গাত্র হৈল।
হাঁসি দাসীগণ কৃষ্ণ নিকটে আইল ॥৩৪
তবে সুচতুরা কুন্দ গৃহদ্বার বাঁধে।
ঐছে দাসীপাই কৃষ্ণ রহলীলা সাধে ॥৩৫
তথি কৃষ্ণ গৌড়, পৈষ্ট, পৌষ্প মধু পিয়ে।
তাতে যে কৃষ্ণের মদ-ভ্রান্তি জন্ময়ে॥
সে ভ্রান্তি কিঙ্করীগমে করিল রক্ষণ।
তাই শ্রান্ত কৃষ্ণে কৈঙ্গ চামর ব্যজন ॥৩৬
প্রিয়ার মধুর রস পরিপক্কাবস্থা।
হয়েছিল মধুপান মত্ততা-রাহুগ্রস্থা॥
সে মধুর রস-চন্দ্র রাহু মুক্ত হৈলে।
সুরতভোগে অপূর্ব্ব চমৎকৃতি মিলে॥
(নিরুপাধি-প্রেমে সব আনুকূল্যময়।
তাতে রসাস্বাদ অধিক অধিক হয়॥)

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
মধুপান লীলাস্বাদন নাম ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ

মধ্যাহ্নে জলবিহার লীলা

তবে কৃষ্ণ নিদাঘ সুভগ বনে ভ্রমি।
মধু মঙ্গলকে দেখি কহে সখে তুমি॥
আমাদিগে ছাড়ি কেন পনসাম্র বনে ?
মধু কহে কৃষ্ণ! রসিকতা নাহি জানে॥
'রস' কি প্রকার ইহা তর্কে মোরে কহ।
দ্বিজকুল স্তুত আম্র-তরুরা শুনহ॥১।২
পশু পালিকারা-নেত্রভঙ্গ্যে তোমা কিনে।
তৎসঙ্গে বিহর, তুমি নিষ্ফল কাননে॥
তবু লোকে কেন তোমা রসিকাগ্র-ঘোষে।
বুঝিনু প্রসিদ্ধ-জনে গুণ হয় দোষে॥৩।৪
পনসাম্র রসে পেট রস-সিন্ধু করি।
তবু আমি অরসিক ? শুন অহংকারী॥
যদি ক্ষুৎকাতর হৈয়া নিষ্ফল বনে ভ্রমি।
তবে 'রসিক খ্যাতি' মোরে দিতে পার
তুমি ?৫
সুদুর্লভ ফলপূর্ণ এই বৃন্দাবন।
তুমি ইথে 'নিত্যলীল' বলে সর্ব্বজন॥
তবু এ বৃন্দাবনোত্থ রসে নাই মন।
এ মোর খেদ সখে! কহিনু কারণ॥
কৃষ্ণ কহে গ্রীষ্মে নির্ঝর-বারি 'রসনাকে'।
পদ্ম সঙ্গী বায়ে "ত্বকে" সৌগন্ধ 'নাসাকে'॥
নবারুণ পল্লবে "নেত্রে", পাখী স্বরে 'কর্ণ
বৃন্দাবনে সুখে করি পঞ্চেন্দ্রিয় পূর্ণ॥৬
বটু কহে তবেন্দ্রিয় সুখ 'লঘু' অতি।
মমেন্দ্রিয় সুখ চেষ্টা শুনহ সম্প্রতি॥
এই পক্ক আম্র মোর সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদী।
এর বাহ্য শ্যামদ্যুতি মোর 'নেত্রামোদী'॥
পদ্মরাগ-নিন্দি দ্রবে 'জিহ্বায়' আনন্দ।
এর পরিমলে নাসায় হয় 'ঘ্রাণানন্দ'॥
মৃদুতা 'ত্বগে', রসাল নামে 'কর্ণানন্দ'।
ইথে সতৃষ্ণ আমি এহেতু, গোবিন্দ॥৭
তবে বৃন্দা কহে কৃষ্ণ এই বন ছাড়।
রাধাকুণ্ড নিকট সুন্দর বন হের॥
এই বন ত্রিলোক-মুকুট নব-রত্ন।
অরণ্য শোভায় করে দুহু লীলা-যত্ন॥৮
শুনি ত্বরা দোহে সেই স্ব কেলি-সদন।
যুগল কুণ্ডের তটে কৈল আগমন॥৯
সর্ব্বোৎকর্ষে খ্যাত রাধাকুণ্ডের উত্তরে।—
ললিতার কুঞ্জ! বিশাখা কুঞ্জ ঈশানে॥
পূর্ব্বে চিত্রা, অগ্নিকোণে ইন্দুরেখা কুঞ্জ।
দক্ষিণে চম্পক, নৈঋতে রঙ্গ কুঞ্জ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ

মধ্যাহ্নে জলবিহার লীলা

তবে কৃষ্ণ নিদাঘ সুভগ বনে ভ্রমি।
মধু মঙ্গলকে দেখি কহে সখে তুমি॥
আমাদিগে ছাড়ি কেন পনসাম্র বনে?
মধু কহে কৃষ্ণ! রসিকতা নাহি জানে॥
'রস' কি প্রকার ইহা তর্কে মোরে কহ।
দ্বিজকুল স্তত আম্র-তরুরা শুনহ॥১।২
পশু পালিকারা-নেত্রভঙ্গ্যা তোমা কিনে।
তৎসঙ্গে বিহর, তুমি নিষ্ফল কাননে॥
তবু লোকে কেন তোমা রসিকাগ্র-ঘোষে।
বুঝিনু প্রসিদ্ধ-জনে গুণ হয় দোষে॥৩।৪
পনসাম্র রসে পেট রস-সিন্ধু করি।
তবু আমি অরসিক? শুন অহংকারী॥
যদি ক্ষুৎকাতর হৈয়া নিষ্ফল বনে ভ্রমি।
তবে 'রসিক খ্যাতি' মোরে দিতে পার
তুমি?৫
সুদুর্ল্লভ ফলপূর্ণ এই বৃন্দাবন।
তুমি ইথে 'নিত্যলীল' বলে সর্ব্বজন॥
তবু এ বৃন্দাবনোত্থ রসে নাই মন।
এ মোর খেদ সখে! কহিনু কারণ॥
কৃষ্ণ কহে গ্রীষ্মে নির্ঝর-বারি 'রসনাকে'।
পদ্ম সঙ্গী বায়ে "ত্বকে" সৌগন্ধ 'নাসাকে'॥
নবারুণ পল্লবে "নেত্রে", পাখী স্বরে 'কর্ণ
বৃন্দাবনে সুখে করি পঞ্চেন্দ্রিয় পূর্ণ॥৬
বটু কহে তবেন্দ্রিয় সুখ 'লঘু' অতি।
মমেন্দ্রিয় সুখ চেষ্টা শুনহ সম্প্রতি॥
এই পক্ক আম্র মোর সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদী।
এর বাহ্য শ্যামদ্যুতি মোর 'নেত্রামোদী'॥
পদ্মরাগ-নিন্দি দ্রবে 'জিহ্বায়' আনন্দ।
এর পরিমলে নাসায় হয় 'ঘ্রাণানন্দ'॥
মৃদুতা 'ত্বগে', রসাল নামে 'কর্ণানন্দ'।
ইথে সতৃষ্ণ আমি এহেতু, গোবিন্দ॥৭
তবে বৃন্দা কহে কৃষ্ণ এই বন ছাড়।
রাধাকুণ্ড নিকট সুন্দর বন হের॥
এই বন ত্রিলোক-মুকুট নব-রত্ন।
অরণ্য শোভায় করে দুহু লীলা-যত্ন॥৮
শুনি ত্বরা দোহে সেই স্ব কেলি-সদন।
যুগল কুণ্ডের তটে কৈল আগমন॥৯
সর্ব্বোৎকর্ষে খ্যাত রাধাকুণ্ডের উত্তরে।—
ললিতার কুঞ্জ! বিশাখা কুঞ্জ ঈশানে॥
পূর্ব্বে চিত্রা, অগ্নিকোণে ইন্দুরেখা কুঞ্জ।
দক্ষিণে চম্পক, নৈঋতে রঙ্গ কুঞ্জ॥

পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যা, বায়ুকোণে সুদেবী।
নানাপুষ্প মণি-দর্পণাদিতে সুসেবি॥
হিন্দোলা, হোলিকা, পুষ্প-কন্দুক রণ-লীলা।
তীরে নীরে হয় লুকোচুরি জল-খেলা॥
সুধাময়-ফলাস্বাদ, দ্যূত, নর্ম্ম, হাস্য।
কবিতাস্বাদন, মান, মানভঞ্জন, লাস্য॥
এ সব সম্পদে রাধাকুণ্ড ভাগ্যাস্পদ।
পরিপূর্ণ সর্ব্ব মহোৎসবের সম্পদ॥
চারিদিকে চারিতট নানা রত্নময়।
তাহাতে সোপান-শ্রেণী রত্নময় হয়।
অন্য বর্ণ মণিতে অবগাহনের ঘাট।
প্রতিঘাটে দু-দু পার্শ্বে মণিকুট্টিম ঠাট॥
প্রতি কুট্টিমোপরি ছত্র; দুপাশে দুই তরু।
সে তরুতে দাম-বদ্ধ দোলা দোলে চারু॥
জলমধ্যে অনঙ্গ-মঞ্জুরীর 'মণি' ঘরে।
ঘরে যাইতে রত্নে বাঁধা সেতুটী উত্তরে॥
গ্রীষ্মকালে রাধা জলে এ 'রত্ন-মন্দিরে'
অনঙ্গমঞ্জরী-কৃষ্ণে শোয়া'য়া সুখী করে॥
পূর্ব্ব-অগ্নি কোণে সেতু পরে কৃষ্ণকুণ্ড।
অতুল বিখ্যাত নিখিল তীর্থ সৎভাণ্ড॥
রাধাকুণ্ড প্রায় এই-কুণ্ড দিগ্বিদিকে।
সুবলাদি সখাগণের অষ্ট কুঞ্জ থাকে॥
সেতুস্থলে আসি কৃষ্ণ রাধারে কহিছে।
দেখ প্রিয়ে পুচ্ছ মেলি ময়ূর নাচিছে॥

পিক টিট্টিভ, চাতক, হংস, শুক, হারীত।
ছয় ঋতুর পক্ষীশ্বর তব কুঞ্জেস্থিত॥
দেখ অলি বাসন্তী নব মালিকে চুমিয়া।
গ্রীষ্মে মৃদু মল্লিকার মধু রস পিয়া॥
বর্ষায় বিকচ যূথীর মধু পান করি।
শরতের মধু পিয়ে বসি পদ্মোপরি॥
হেমন্তের কুরুণ্টকের মধু পিয়া পিয়া।
শীতে কুন্দ-বল্লী-মধু খাইছে আসিয়া।
মনে হয় অলি যেন অনেক ভার্য্যাতে।
গৃহী প্রায় ফিরে ক্রম ঋতু গমন ব্রতে॥
চৌদিকে আবরি কুণ্ড তরু লতাগণ।
কুণ্ডজলে নাহি লাগে সূর্য্যের কিরণ॥
অনাবৃত চৌদিকে যাচক বায়ু যায়।
উদার নলিনী-গন্ধ লৈয়া বাহিরায়॥
ক্রুদ্ধ অলি ভং ভং শবদে তর্জ্জিছে।
সৎ ভিক্ষু প্রায় অলি কিছু না কহিছে॥
তোমার শ্রীকুণ্ড যেন দেখি তোমা প্রায়।
প্রফুল্ল কমলাননা-মীন-নেত্রে চায়॥
মাধুর্য্য ফেনপুঞ্জ প্রায় তব মৃদু হাঁসি।
তোমার শ্রীকুণ্ড-মাধুর্য্য এই মত বাসি॥
তুল্য ভ্রমৎ-ভ্রমরালি ললিত বেণিকা।
তুল্য চক্রবাক্ কুচা সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা॥
তুমিও উজ্জ্বল কান্তি কুণ্ডও উজ্জ্বলা।
ইথে স্নান করিতে মম হৃদয় উতলা॥

তুমি স্থরতরঙ্গিনী, ভানুজা ও শ্রুতি।
তোমাতে উদিতা সে সরস স্বরস্বতী॥
তুমি মোর নর্ম্মদা তুমি অংশে বাহুদা।
সর্ব্ব পুণ্যতীর্থে কুণ্ড পূর্ণ আছে সদা ॥২২
এই ঘন-রসে মোরে লেহ শুদ্ধ করি।
এই বলি আকর্ষে হরি রাধা-কর ধরি॥
হেন কালে বৃন্দা কহে ওহে গিরিধর।
তুমি যাঁর রসে অঙ্গ-শুদ্ধি ইচ্ছা কর॥
এতো কুণ্ড নহে এযে বাম্যোপল গিরি!
ইথে রসাবগাহন দুর্ঘট মুরারি !!
ঐছে রাধা কর হ'তে শ্যাম-কর-ছাড়ায়ে।
স্নান-বেশ-লাগি যায় অন্যস্থানে ল'য়ে ॥২৪
জল-কেলিবাস যথা পরে কৃষ্ণ প্রিয়া।
গুপ্তে কৃষ্ণ দেখে তাঁহা লতা ছিদ্র দিয়া॥
হরি নয়নালি রাধা কুচ পদ্মে চায়॥
'সেকি দেখে' বলি রাধাবিক্ষিপ্তা শঙ্কায় ॥২৫
জলকেলী বেশে সবে কুণ্ডতটে আইলা॥
অন্যোন্যে আকর্ষি জলে পতিত হইলা॥
চপলতা লতা ঝাঁপে অতনু বাত্যায়।
ঘন-রস সনে ঘনে রস রণ চায়॥
প্রিয়তম অঙ্গ শোভা প্রিয়াগণ হেরে॥
পরস্পরে শোভা হেরি পুলকাঙ্গ স্মরে ॥২৬
গোপীর মণ্ডলী জলে তরঙ্গ সৃজিয়া।
বিরাজিত হইল কৃষ্ণেরে মধ্যে লৈয়া॥
নীলমণি কর্ণিকা যেন সহস্র দলে।
স্বর্ণ কমল শোভিছে শ্রীকুণ্ডের জলে ॥২৭
স্তনবৎ তরঙ্গমালা সৃজি গোপিগণ।
কৃষ্ণে কহে স্পর্শি ধন্য কর নেত্র মন ॥২৮
লজ্জাবতীগণ মুখে নির্লজ্জ বচন।
শুনিয়া 'তথাস্তু' কহি নন্দের নন্দন॥
বারেক তরঙ্গে পুন বক্ষজে হাত দিয়া।
বলে কোন্‌টি সত্য বস্তু দেহত বলিয়া ॥২৯
কৃষ্ণের চাতুর্য্যে 'গোপী' মণ্ডলী ছাড়িয়া।
ইতস্ততঃ সরি যায় হাঁসিয়া হাঁসিয়া॥
তীরে কুন্দলতা কৃষ্ণে কহে জলধর।
এই নারীগণ জিন, জলযুদ্ধ কর॥
গোপী কহে কৃষ্ণবশা এ সুভদ্রাঙ্গনা।
বাণী ফিরাইয়া যেন অন্যথা করে না ॥৩২
কৃষ্ণ কহে হে প্রেয়সি তোমাদের জয়ে
বলে চুম্বনাদি পণগ্রহে সুখ হয়ে॥
এই হেতু জয় বাঞ্ছ ? আমি যদি হারি।
ব্যথায় কোথা পলা'ব সুস্থান না হেরি ॥৩৩
পুন নান্দীকে জিজ্ঞাসে কহ নান্দীমুখী।
জল যুদ্ধে কি পণ, নির্ণয় কর দেখি !!
নান্দী কহে ধনী যদি পরাজিত হয়।
'জয়ী' ধনীর ধন ল'য়ে বন্ধন করয় ॥৩৪
কৃষ্ণ কহে মোরা-ধনী 'আভরণ' ধন।
পরাজিত হ'লে এসব দিব আভরণ॥

জয়ী হ'লে ভূষা লয়ে বাঁধিব দুভুজে।
শুনি ভ্রূকুটীয়ে গোপী নান্দীকে তরজে॥
তবে গোপীগণ জলে মণ্ডলী করিয়ে।
কৃষ্ণ অঙ্গে জল সিঞ্চে কর সঞ্চালিয়ে॥
যেন রক্ত পদ্ম তূন হতে মুক্তাবাণ।
বিদ্ধ করে প্রিয়াগণ প্রিয়তম প্রাণ॥৩৬
মণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বতোমুখ হ'য়ে হরি।
একা জল সিঞ্চি জিনি ভাগায় ব্রজ-নারী॥
তটস্থ মধুমঙ্গল তা দেখি কহিছে।
তব জয় হয়েছে সখা তব জয় হয়েছে॥
গোপীদের ভূষণ লও মোর হাতে দাও
বিক্রী করি তাহা দ্বারা শিতোপলা খাও॥
বটু পরিহাস শুনি ললিতা কহিছে।
ওবে কুটিল্ থাক্ থাক্ সে কাল আসিছে॥
তবে কৃষ্ণ গোপিগণে লাঞ্ছনা করয়।
মণিময় আভরণ আদি খুলি লয়॥
কেহ ব'লে হার গেল কেহবা পদক।
কেহ কহে কাঞ্চি গেল কেহ বা কটক॥
কেহ উচ্চে কহে বড় ব্যথা লাগিতেছে।
শুনি ভয়ে তীরে কেকী কোকিলা ডাকিছে॥ ৪০
তবে কৃষ্ণ সহ করাকরি নখানখি।
লজ্জা ভয় ভঙ্গ দিল স্মর যুদ্ধ দেখি॥
পরস্পর ভুজে ভুজে বাঁধি যুদ্ধ করে।
মুক্ত হৈয়া কুণ্ড হ'তে পদ্ম তুলি মারে॥
গোপী-বাস-কঞ্চুকাদি বলে হরি নিল।
মুক্ত অঙ্গ অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যময় হৈল॥
লজ্জাহেতু বক্ষজ বাহুতে আচ্ছাদিছে।
যেন গোপী হেম শম্ভু ভুজঙ্গে ঢাকিছে॥
নান্দীকে কহে হে শঠে! কেন খেলাইলে।
শুনি নান্দী কহে কৃষ্ণ! কি অন্যায় করিলে॥
কৃষ্ণ কহে জল যুদ্ধে আমি জয়ী হৈনু।
তাই স্বর্ণপদ্ম আর চক্র বাক্ ধরিনু॥
নান্দী হাঁসি কহে কৃষ্ণ! তুমি সত্য কহ।
এ সত্যে গোপিকা কেন কোপিকা দেখহ॥
কৃষ্ণ কহে নান্দী এদের বিশ্বাস না কর।
যদি কিছু করে থাকি অল্প দোষ ধর॥
'স্বর্ণপদ্ম' 'চক্র বাক্' এ যদি না হবে।
তবে উচ্চে গোপিগণ মোরে নিষেধিবে॥
তাহা না করিয়া সমভাবে যুঝিয়াছে।
বিচারি কহ না মোর দোষ কিবা আছে?
নান্দী কহে হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণপ্রিয়াগণ।
পণে আর কলহের নাহি প্রয়োজন॥
এবে জল মণ্ডুক বাদ্য দেখি দুহু দলে।
তবে জলাঘাতে করে বাদ্য নাট্যতালে॥
মেঘ গর্জ্জন খর্ব্বকারী উঠে প্রতিধ্বনি।
মেঘ ভ্রমে ভ্রমিতে লাগিল চাতকিনী॥

ময়ূর ময়ূরী কেকা ধ্বনি করি নাচে।
মধুমঙ্গল কেকীসনে কক্ষ তালে হাঁসে॥
তট-তরু অশ্রুছলে বর্ষে মধু-ধারা।
ঝঙ্কৃতির ছলে স্তুতি করিছে ভ্রমরা॥৪৯
তবে কৃষ্ণ গোপিগণ উঠিলেন তীরে।
সেবাপরা দাসিগণ বস্ত্র সেবা করে॥৫০
তবে সবে করে মণি মন্দিরে প্রবেশ।
বৃন্দা করে ফলাদি অমৃত-পরিবেশ॥
ঘন-প্রণয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণ।
পরস্পর পরস্পরে করা'ল ভোজন॥৫১
রাধাকুণ্ড জলকেলী সমাধান করি।
লাবণ্য জলপ্রবাহে পূর্ণ সু-মাধুরী॥
প্রত্যঙ্গ প্রেম-সরসে পুন জল-রণ।
আরম্ভ করিলা প্রেম-রাজার স্বগণ॥
তবে ক্লান্ত হৈয়া পুষ্প শয্যা শায়ী হৈল।
দাসীদের সেবা-যত্নে নিদ্রা আরাধিল॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
জলবিহার লীলাস্বাদন নাম চতুর্দ্দশ সর্গ।

পঞ্চদশ সর্গ

পাশাখেলা ও সূর্য্য-পূজাদি লীলা

রাধা ললিতাকে কহে কৃষ্ণ আমা সবে।
সব কৌতুকে লীলায় করে পরাভবে॥
আমরা অবলা কৃষ্ণ প্রগল্ভ ও বলী।
যাতে বুদ্ধি বলে জিনি হেন খেলা খেলি॥
হেন এক খেলা কহ করিয়া বিচার।
যাহাতে কৃষ্ণের গর্ব্ব হইবে সংহার॥
তিঁহ কহে রাধে পাশা খেল জয় হবে।
তব গর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের হবে পরাভবে॥
এ মন্ত্রণা করি কৃষ্ণে আহ্বান করিয়া।
কহে পাশা যুদ্ধস্থলে জিন না খেলিয়া॥
কৃষ্ণ কহে রাধে! যে জিগীষা নাচাইছ।
মম হস্ত রাজপাটে জয়-রাজা দেখিছ?
যে জিগীষা নর্ত্তকী তব হৃদে নৃত্য করে।
সে নিলয়-গামিনী হবে এ রাজার ডরে॥
রাধিকা ভ্রূভঙ্গি করি কৃষ্ণে হেলা করি।
সুদেবী দ্বারে আনিল পরিচ্ছদ সারি॥

খেলে একদিকে কৃষ্ণ রাধা অন্য দিকে।
কৃষ্ণ পক্ষে সাক্ষীনান্দী বৃন্দা রাধা পক্ষে ॥
সভিকা শ্রীকুন্দ, ইষ্ট দায় উপদেষ্টা—
কৃষ্ণ পক্ষে মধুমঙ্গল, রাধার ললিতা ॥৭
আগে রাধা হস্তে পাশা যুগল নাচিয়া।
ভূমি'পরে গড়াইল কুর্দ্দন করিয়া ॥
কঙ্কণ শবদ কক্ষ কুচ শোভা হেরি।
অঙ্গ-মাধুর্য্য তরঙ্গে ডুবিলা শ্রীহরি ॥
অভ্যাসাতিশয়ে পাশা-গ্রহণ চালনে।
চাতুর্য্যে সে মোগ্ধ্য-দশা না জানিল আনে॥
রাধা কভু দশ দশ, কভু বিদু করি।
পাশা ক্ষেপি ইষ্ট দায়ে লভিলা জয়শ্রী ॥
পুন দশ দশ বলি পাশা নিক্ষেপিতে।
কৃষ্ণ কহে দেখ সব বিত্তি দায় সাক্ষাতে ॥
দশ পড়ে নাই তবু কেন বারে বারে—
হেন চাহ ? এ খেলায় পরাজয়-তোরে ॥
রাধা নিজ কোষ্ঠে ঘুঁটী বাঁধিয়া রাখিলে।
কৃষ্ণ রাধা-কোষ্ঠ হ'তে নিজ কোষ্ঠে চলে—
ঘুঁটি নিতে নাপারি চর বিধি বিচারে।
রাধা দ্বারে ঘাতি পুন খেলে জিনিবারে ॥
ইষ্টদায়ে পটু রাধা কৃষ্ণকে জিনিলে।
সখীগণ হাঁস্য করি প্রাখর্য্য দেখা'লে ॥
মধুকে কহে রে বটো কেন অধোমুখ।
জল কেলী তে যে বড় উঠেছিল সুখ ?
অলঙ্কার বেচিয়া না খাবি শিতোপলা ?
সে অঙ্গের ভঙ্গি লয়ে এবে কোথা গেলা ॥
রাধা কহে বটুর বড় প্রিয় শিতোপলা।
গিরি হ'তে আনি এর শিরোপরি ফেলা ॥
মধুকে নিরব হেরি পুছে সখিগণ।
হারে বুঝি হলি বটো ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ ?
পরে কৃষ্ণ কৌস্তুভ হারিলে সখীকয়।
এ কৌস্তুভ-স্পৃষ্ট বহু-রমণী-হৃদয় ॥
কেমনে এ মণি রাধা গলে পরাইব।
বহুবার ধৌত করি রাধা বক্ষে দিব ॥
অথবা বিক্রয় করি কঙ্কণ কিনিব।
বটো ! এবে কোথা গেল সখারগৌরব ?
মূঢ় ! এতো নহে গোচারণের কানন ?
এতো নহে বক, বৎস, বকীর মারণ ॥
ইহা পাশা খেলা, এতে বুদ্ধি কিছু লাগে।
বটু কহে কৃষ্ণ ! মোর হাতে কৌস্তুভ দে।
আমি যাই! তোকে যদি এঁরা রক্ষ করে।
মাঁর কাছে কহি দিব লজ্জা সবাকারে ॥
কৃষ্ণ কহে মূর্খ ! ধিক্ ! কেন কর ভয়।
এই দেখ এখনি এদেরে করি জয় ॥
মধু কহে হিত কৈলে তুমি কর রাগ।
আমি যাই তোমার কৌস্তুভ চুরি যা'ক ॥
এরা তোমায় রঙ্ক করি বেড়া'ক নাচা'য়া।
বলি বটু যায়, সবে রাখে বুঝাইয়া ॥

কৃষ্ণ ভ্রুভঙ্গ্যে 'সবাকে' পক্ষপাতী জানি।
কপটে কহিছে দেখ জিনিয়াছি আমি॥
সবে কহে তুমি যদি জয়ই করিবে।
তবে কেন বটুর লাঞ্ছনা তুমি স'বে?
কৃষ্ণ কহে জিত হৈয়া যে এত প্রগল্‌ভা।
"জয়ে সেকি করে এমোর বিস্ময়ে ভাবা॥
হাঁসিয়া বিশাখা কহে, ওহে নটবর।
তোমার ভুরুকে আমি করি নমস্কার॥
তোমার কটাক্ষ নারী-কুল ধর্ম্ম অরি।
এবে সুখী কৈল তোমার বাক্য মিথ্যা করি॥
কৃষ্ণ-পক্ষ-সাক্ষী-নান্দী কহে মুরারি।
রাধাকে কৌস্তুভ দাও তোমারি তো হারি!!
লজ্জিত কৃষ্ণের কণ্ঠ হ'তে কুন্দ লৈয়া।
রাধিকার বক্ষে দিল কৌস্তুভ পরাইয়া॥
রাধা বক্ষে কৌস্তুভে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবিম্বে।
কৃষ্ণে দর্শি কুন্দ কহে হাস্যাধর-বিম্বে॥
দেখ কৃষ্ণ রাধা বক্ষে কৌস্তুভের আভা।
কুচ মধ্যগত তবু কি অপূর্ব্ব শোভা॥
তুমি যারে এতদিন বক্ষে বহিয়াছ।
আজ রাধা কণ্ঠে তারি বক্ষে তুমি আছ॥
কৌস্তুভে-স্বছবি দেখি মুগ্ধ হরি কয়।
আমিই প্রতিবিম্ব, তুমি কৃষ্ণ-শোভাময়॥

"যথা তুমি রাজ এ মোর বাঞ্ছিত স্থান।"
বলিতেই শ্রীকৃষ্ণের ঝরিল নয়ান॥
রাধাও অধোবদনে কৌস্তুভের মাঝে।
কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব দেখি কঞ্চুক ও লাজে।
কঞ্চুক পরশে বাঁধা 'লজ্জায়' 'দর্শনে'।
তিরস্কার কৈল প্রেম-সুখজাড্য-মনে॥
তবে কুন্দ কহে দোহে খেলা কর পুন।
এবার থাকিল কিন্তু আলিঙ্গন পণ॥
পুনরায় রাধা শ্যাম খেলা আরম্ভিল।
পণ লইবারে কৃষ্ণ বড় ব্যগ্র হৈল॥
রাধা ভ্রু কুঞ্চিতা গাত্রী, হেরি কৃষ্ণ কয়।
রাধে আমি এবে তোমা করেছি তো জয়॥
আলিঙ্গন পণ দিতে কি লাগি কুণ্ঠিত।
'সুকলা' দানে কৃপণা! এতো অনুচিত॥
বল করি কৃষ্ণ পণ গ্রহণ করিল।
পুন চুম্বন পণ রাখি খেলা আরম্ভিল॥
এইবার রাধা কৃষ্ণে পরাজিত কৈল।
কৃষ্ণ হাঁসি গণ্ড রাধা মুখাব্জে ধরিল॥
কৃষ্ণ ভঙ্গি দেখি উচ্চে হাঁসে সখীচয়ে।
রাধা হাঁসি ঢলে পড়ে মুখ আচ্ছাদিয়ে॥
রাধা কহে কৃষ্ণ! আমি তোমা জিনি নাই।
কৃষ্ণ কহে তবে মোর পণ আমি লই॥
ইহা বলি বল করি চুম্বয়ে রাধায়।
কুন্দ হাস্য দেখি রাধা ক্রোধে কিছু কয়॥

হে কুন্দ! দেবর প্রিয়ে! এই মন্দ পণ।
নির্দ্দেশ করিয়া পুন হাঁসিছ এখন?
আমি খেলিবনা! তুমি এ পণ রাখিয়া।
নিজ দেবরের সঙ্গে এসো খেলসিয়া॥
কুন্দ কহে এ পণের নাহি প্রয়োজন।
এবার কৃষ্ণের বেণু' তব 'বীণা' পণ॥
পুন খেলা করি রাধা কৃষ্ণে জয় করি।
কহে এবে বেণু দাও ওহে গিরিধারি!!
কৃষ্ণ কহে মধুমঙ্গল! মোর বেণু কোথা?
বটু কহে কৃষ্ণ! তুমি কোথা আমি কোথা
দ্যুত-পান-বনিতাসক্ত সে তুমি বা কোথা
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম-স্বরূপ সে আমি বা কোথা?
কৌস্তুভ ত আগে গে'ছে। একমাত্র ছিল—
মোহনাস্ত্র বেণু! হায় সেও চলি গেল॥
এবে যথা তথা বসি শুধু মুখে মুখে।
গোপসিদ্ধ বী-বী গীত গাহি কাটাও দুঃখে॥
ললিতা কয় বটু তুমি ভালত কহিলে।
বেণু গেল! কিসে আকর্ষিবে নারীকুলে?
তোমারি সঙ্কট, এবে নিজ সখা তরে।
নারীগণে আনি দিবে যাতায়াত ক'রে॥
বটু কহে হে ললিতে তুমি দয়াবতী।
স্বয়ং মিলি কৃষ্ণে দয়া ক'রো বিপ্র-প্রতি॥
ক্রুদ্ধা হৈয়া ললিতা কয়, বিপ্র! তুমি যার।
দুর্গার্চ্চনে পৌরহিত্যে ভুঞ্জ উপচার॥
সেই চন্দ্রাবলী তোমার স্কন্ধ আরোহণে।
কুঞ্জে এলে যাবে সখা-মদন কদনে॥৪৬
কৃষ্ণ কহে হাস্য ছাড়! কহ বংশী কোথা?
আমি তো জানিনা কৃষ্ণ! কহিল ললিতা॥
কৃষ্ণ কহে এ সম্বন্ধে তুমি মোর গতি॥
তব সখী শ্রীরাধা কি হ'রেছে সম্প্রতি?
ললিতা কয় মোদের মাঝে হেন কেহ নাই!
কৃষ্ণ কহে হিন্দোলন কালে দেখি চাই॥
কটি হ'তে পড়ে ছিল, হরিয়াছ তুমি?
ললিতা কয় সূর্য্যের শপথ করি আমি॥
তবে মধুপান কালে তুমি হরিয়াছ!
বিষ্ণুর শপথ করি! তুমি কি কহিছ?
কৃষ্ণ কহে, জলযুদ্ধ কালে লয়ে থাক?
ললিতা কয় শপথেও তুমি বুঝন্যাক?
কৃষ্ণ কহে তবে মোর বাঁশী কোথা গেল?
ললিতা কয় সভ্যগণ! দেখ রঙ্গ ছল?
স্বয়ং হারাইল কোথা মুরলী সম্পদে।
এবে আমাদিগে দেয় চোর অপবাদে॥
কুন্দ কহে হে দেবর! পণ-বাঁশী যদি।
দিতে নার তবে তোমা ভুজ-পাশে বাঁধি।
রাধা নিয়ে যাবে কাম-নৃপতি সদনে।
এ বিষয়ে কিছু ভয় নাহি তব মনে?
শুনি নান্দী হাঁসি কহে, রাধে! এই দোষে।
এই পীতবাসে যদি বাঁধ ভুজপাশে॥

তবে মোরা এই কষ্ট দেখিতে না পারি।
মোদের ক্ষমি, পণ লহ কৃষ্ণ-পীতোত্তরী॥
কৃষ্ণ কহে বটু! তুমি জ্যোতিঃশাস্ত্র জান।
গণি কহ, মোর বাঁশী কে কৈল হরণ॥৪৯
বটু মৌনে নেত্র-মুদি কহে হরিল ললিতা।
ললিতা কহে-রে বটো! তোর মিথ্যা কথা॥
কৃষ্ণ কহে সর্ব্ব-অঙ্গ অন্বেষণ করি।
নির্ভয়ে দেখিব নীবি, কঞ্চুক, কবরী॥৫০
শুনিয়া ললিতা বস্ত্র দেখাল ঝাড়িয়া।
অকস্মাৎ হরি তার কবরী ধরিয়া॥
হঠাৎকারে করিতে তা'র কঞ্চুলী খণ্ডন।
নেত্রেঙ্গিতে রাধা-প্রতি করা'ল ঈক্ষণ।
"রাধে তুমি মোর বাঁশী করেছ হরণ"।
বলি কৃষ্ণ রাধারেও কৈল কদর্থন॥
শ্রীরাধা ইঙ্গিত কৈল বিশাখার প্রতি।
বিশাখারে কৈল কৃষ্ণ শ্রীরাধার-গতি॥
এইমত একে আনে ইঙ্গিত জানিয়া।
সবা বিড়ম্বিল কৃষ্ণ কঞ্চুক ছিড়িয়া॥
হেনকালে এক বনদেবী জানাইল।
সূর্য্যকুণ্ডে পূজা-স্থানে 'জটিলা' আইল॥
শুনি সবে ত্রস্তে ব্যস্তে আইল সূর্য্য-বথা।
জটিলা রাধারে কহে এত-গৌণ কোথা?
রাধা কহে মানস-গঙ্গাতে স্নানতরে।
কুন্দ কোথা? গেল পুরোহিত আনিবারে॥
রাধা কহে কুন্দলতা ঐ ত আসিছে॥
বিপ্রসহ আসি কুন্দ বৃদ্ধাকে কহিছে॥
অদ্য বহু খুঁজি বিপ্র না পে'নু একজন।
বহু ক্লেশে মধুপূরী-বিদ্যা-নিকেতন॥
গর্গ শিষ্য বহু-বর্ণী সর্ব্ব-বুধ স্তুত।
এই বটু আনিনু এঁকে কর পুরোহিত॥
জটিলা কহিছে বিপ্র হইনু কৃতার্থ।
বধুকে পূজা করা'য়ে পুরাও মনোরথ॥
ধীর নেত্রে পুথি-করে, সাম গান রত।
মূর্ত্তিমন্ত শম প্রায় কৃষ্ণ-পুরোহিত॥
কহে, বৃদ্ধে ব্রহ্মচারি আমি স্ত্রী-বর্জ্জিত॥
তাই স্ত্রীবিষয়ে সদা থাকি সতর্কিত॥
তবু এ সাধ্বীকে কাম-পুরাংশু-পূজা'ব।
স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক মন্ত্র-পড়াইব॥
এ বাসরেনবর সাদর-সেবাচার্য্য—
আমাকে বরণ কর মিত্রে কর হর্ষ॥৫৮।৬১
অর্চ্চনোপচার আনি মিত্রকে স্মরহ।
প্রচুর ভাবে তাহার তুষ্টি সম্পাদহ॥
মন্ত্র কহ—ওঁ সর্ব্ব ব্যাপক ঈশ্বর।
নেত্র-দুঃখহারি, জগৎ-হিতক ভাস্কর॥
পদ্মিনীগণ-বিকাশি, ধর্ম্মদায় নমঃ।
সবিত্রে তুভ্যং নম, কামদায় নমঃ॥৬২।৬৩
এইমত কৃষ্ণ রাধায় মিত্র পূজাইল।
জটিলা দেখিয়া অতি সন্তুষ্টা হইল॥

বাসর-ইনবর—দিবাপতি। শ্লিষ্টার্থ দিবায় নবরস অদর (অনল্প) সেবাচার্য্য।

কহে বিপ্রবর্য্য মম এই রাধা-পতি।
তব কৃপায় হয় যেন অযুত-গো-প্রাপ্তি॥
আয়ুবৃদ্ধি হউক 'করি এ বর-প্রার্থন'—
"এবমস্তু" কৈল কৃষ্ণ আশীষ বচন॥৬৪।৬৫
তবে বৃন্দা বটুরে কহে তুই কেন হেথা -
এ বিপ্র বধুকে পূজা করা'বে সর্ব্বথা॥৬৬
বৃন্দা স্বর্ণ-দক্ষিণা দেয় বিপ্র নাহি লয়।
বটু সে দক্ষিণা লয়, নৈবেদ্য-ভুঞ্জয়॥
দক্ষিণান্ত হৈল কৃষ্ণ পুন মন্ত্র কয়।
রাধা মন্ত্র কহি ভক্ত্যে প্রণাম-করয়॥
যেই শির ভূমে নমি প্রণাম করিল।
তবে বেণী হ'তে ভূমে মুরলী পড়িল॥
'কি হৈল' বলিয়া বৃন্দা বাঁশী উঠাইল।
দেখিয়া কৃষ্ণের-বাঁশী চিনিতে পারিল॥
সর্প-প্রায় ক্রুদ্ধ নেত্রে বদন কাঁপাইয়া।
রাধারে তর্জ্জন করে-ভৎ'সনা করিয়া॥৭০
রাধা কহে গোবর্দ্ধনে মুরলী পাইনু।
যমুনায় ভাসা'ব ব'লে তুলিয়া লইনু॥৭১
শুনি বৃন্দা আরো বেশী হৈলা কোপবতী।
কলঙ্কিনি, ডুর্ব্বংশীয়া, কহে রাধা প্রতি॥
ঐছে নিত্য তুমি মোরে কর প্রতারণা?
অদ্য তোরে তোর কৃষ্ণেরে করিব লাঞ্ছনা॥
ঐছে তর্জ্জ-গর্জ্জ দেখি বিপ্র-কৃষ্ণ কহে।
কি হেতু শাশুরী-বধু মত্ত এ কলহে?
আমি তো হিতার্থী, আমি করিব মিমাংসা।
অসঙ্কোচে বিস্তারিয়া কহত সমস্যা!!৭৩
বৃন্দা কহে, আর্য্য! তুমি ব্রজরাজকে জান।
বিপ্র কহে মাথুরে তাঁর যথেষ্ট সম্মান॥
বৃন্দা কহে জান তাঁর এক পুত্র আছে?
বিপ্র কহে জানি অঘ-বকাদি বধে'ছে॥
বৃন্দা কহে তাঁর গুণে ব্রজে সতী নাই।
শুধু মোর বধু আছে সে ভর্সা না পাই॥
এই বংশী গানে বনে কুলবতী আনি।
জিহ্বা কাটি বিপ্র। আর বলিতে না জানি।
বিপ্র কহে বংশী কিগো দেখিতো বারেক।
বৃন্দা বাঁশী দিল, বিপ্র দেখে পরতেক॥
বৃন্দা কহে যদি ইচ্ছ বাঁশী তুমি লহ।
ব্রজ হ'তে মথুরাতে দেশান্ত করহ॥৭৭।৭৮
লহ কুলনাশা বাঁশী যাউ অন্য ঠাই।
আজ্ঞা কর বধূ সহ এবে গৃহে যাই॥
নিত্য যেন সূর্য্য-পূজা কালে দেখা পাই।
আমারে বধুরে কৃপা ক'রো, এই চাই॥
ঐছে ব্যাপিনী কৃষ্ণ-লীলামৃত লতায়।
মধ্যাহ্নে বিকচ-কেলি-পুষ্প-রাজি, তায়—
গোপী মর্ম্মভেদী-বাণ কাম গড়িয়াছে।
যে সে বাণে বিদ্ধ হয়, সে কৃষ্ণ লভিছে॥৮২
ঐছে বিপ্রবেশী কৃষ্ণে নমস্কার করি।
বৃন্দা যবে রাধা লয়ে যায় নিজ-পুরী॥
কৃষ্ণ তবে বটু ল'য়ে পিছু রাধা চে'য়ে।
গোচারণে সখা সঙ্গে মিলিলা আসিয়ে॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে মধ্যাহ্ন লীলাস্বাদন নাম পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ

আপরাহ্নিক-লীলা

রাধা নেত্র পথ হতে কৃষ্ণ দূরে গেল।
শাশ্বত প্রেমেও চিত্ত অধৈর্য্য-হইল ॥
বিষাদাদি তাপ তপ্তা হইল শ্রীরাধা।
আশ্বাসে বিরহ-ব্যাধি না হৈল সমাধা ॥
ক্ষণার্দ্ধ কল্পের ন্যায়, গৃহ-কূপ প্রায়।
লজ্জাকে মানিছে রাধা বজ্রজাল ন্যায় ॥১২
অস্বাস্থ্য হেরি, ব্যাকুলা সেবে সখিগণ।
করিছে চন্দন দ্রব অঙ্গে-বিলেপন ॥
সে চন্দন দিবামাত্র রাধা অঙ্গ তাপে।
শুষ্ক ধুলি প্রায় হয়, পুন চন্দন লেপে ॥
কর্পূর জলার্দ্র বিস্ কিসলয় দিয়া।
রাধাঙ্গ-আচ্ছাদে সখী সযত্নে বসিয়া ॥
হেন কালে 'চন্দন-কলা' নামে সখী এল।
'কোথা হ'তে এলে' সখিগণ জিজ্ঞাসিল ॥
তিহ কহে ব্রজরাজ্ঞী আজ্ঞা দিলা মোরে।
'রাধা কৃত ভোজ্য' কৃষ্ণ তরে লইবারে ॥
সখী কহে গোঠে এবে কৃষ্ণ কি করিছে?
তিহ কহে সখা সহ কন্দুক খেলিছে ॥
খেলি খেলি শ্রীদামের অহঙ্কার হেরি।
শ্রীদামের প্রতি তবে কহিছে শ্রীহরি ॥

মনে নাই মোর আড়ম্বরে, মল্ল রণে!
তোর তনু পিষ্ট! তবু গর্ব্ব মোর সনে?
শ্রীদাম কহে শ্রীদামের জয় চিরদিন!
এ বিষয়ে সাক্ষী আছে তব স্কন্ধে চিহ্ন ॥
যে তুমি অসুব-মার সে অকিঞ্চিৎকর।
'বিপ্রমন্ত্রে বকী মরে' তুমি গর্ব্বকর ॥
যদি বল অঘ বধি প্রবেশী উদরে।
অঘোদরে মোরা গেনু সঙ্গে লয়ে তোরে ॥
বককে না গণি! যদি বল গিরি ধরি।
ব্রজবাসী পূজাগুণে উঠেছিল গিরি ॥
তুমি তার তলেমাত্র হস্ত দিয়াছিলে।
তবে কি হেতু মো-সনে এ গর্ব্ব করিলে?
যাঁর নখে সখা কোটী-প্রাণ নির্ম্মঞ্ছয়ে।
সে সব প্রণয়ী সঙ্গে খেলিল প্রণয়ে ॥৭।৮
চন্দন-কলা ঐছে কৃষ্ণ কথামৃত মাঝে।
নিক্ষেপিলে রাধার প্রাণ সফরি বাঁচে ॥
তবে যশোদা আদেশে উল্লাসিতা রাই।
কৃষ্ণ ভোজনার্থে নানা মোদক বানাই ॥৯
(১)স্নানকরি ষোড়শ আকল্পেসাজেপ্যারী।
বস্ত্র (২) চন্দন (৩) তিলক (৪) লীলাপদ্ম (৫) মকরী ॥ (৬)

অলক্তক (৭) মালা (৮) বেণী (৯) পঁহুছি
(১০) অবতংস (১১)
অঞ্জন (১২) বেসর (১৩) বিন্দু (১৪) পদ্ম
(১৫) তাম্বুলাংশ (১৬) ॥
শিরোমণি (১) চিক্ (২) পদক (৩) কেয়ুর
(৪) কাঞ্চি (৫)
চক্রিশলাকা (৬) ঢেঁরি (৭) বলয় (৮)
হার (৯) মঞ্জীর (১০) ॥
করাঙ্গুলে অঙ্গুরীয়(১১)পাশুলী চরণে(১২)
পুন সাজিলেন এই দ্বাদশা-ভরণে ॥ ১০।১১
ঐছে সাজি উৎকণ্ঠায় সখী প্রতি কয়।
সখি! এই 'যাম' হৈল যম-দুখ ময় ॥
শত যুগে না হয় এই দিবসাবসান।
এত নিদারুণ হত বিধির বিধান ॥
কাঁদে রাধা, নেত্র-ঝরে মলিন-বদন।
ললিতা লইয়া করে অট্টালি-রোহণ ॥
কহে রাধে। আর খেদ নাহি করো মনে
পূর্ব্বদিকে কর ঐ গোধুলী দর্শনে ॥১২।১৩
গোধূলী দর্শনে দুঃখ ভুলি, রাধা কয়।
সখি! তোর ভ্রান্তি এ কভু গোধূলী নয় ॥
এ কর্পূর-ধূলী! তপ্ত-আঁখি-জুড়াইল।
কিংবা মৃত সঞ্জীবনী, মোরে প্রাণ দিল ॥
হেনকালে পূর্ব্বদিক হ'তে বায়ু বয়।
তার শৈত্য-স্পর্শ পা'য়া ললিতারে কয় ॥
কৃষ্ণ-মুখ-পদ্ম-স্বেদ-কণিকা বহিয়া।
প্রাচ্য-বায়ু আমারে জিয়াইল স্পর্শ দিয়া
এ স্পর্শ না পেলে কি রহিত এ পরাণ।
সার্থক বায়ু নামে গুণে জগৎ-প্রাণ ॥১৫
দেখ বন্ধু মোর স্ব-বিরহ দুঃখ স্মরি।
ধেনু লৈয়া আসিতেছে দ্রুত আগুসরি ॥
কিন্তু এঁর মদ-মত্ত যে অলস গতি।
কেমনে আসিবে দূর পথে দ্রুতগতি ॥
যদিও গোধূলী দেখি প্রাণে আশা-পাইনু।
এ বিলম্বে তাও বুঝি রাখিতে নারিনু ॥
সখী কহে রাধে! তুমি কেন খেদ কর।
ঐ যে আসিছে কৃষ্ণ সর্ব্ব-দুঃখ হর ॥
অলক-তিলকা বনমালা অলি জালে।
শিরে পিঞ্ছ খচিত উষ্ণীষ বামে হেলে ॥১৭
পিঙ্গে! ধুম্রে! ধবলি! শবলি! শ্যেনি, মৃগে।
নানা নামে ধেনু গণি গণি ডাকি আগে ॥
তোমারি জীবিত বন্ধু তোমারি কারণে।
শীঘ্র আসিতেছে এবে জুড়াবে নয়নে ॥
ঐ শোন বাঁশী—শোন নারী কলধ্বনি।
স্বরোদয়ে কৃষ্ণ দর্শনার্থ ছল-বাণী ॥
তবে পুষ্প চয়নার্থ বৃন্দারে ছলিয়া।
উদ্যানে সসখী-রাধা উত্তরিলা গিয়া ॥১৯
অন্যত্র বকুলা করে শ্যামলার বেশ।
হেন কালে বংশী শুনি কহে ব্যগ্রাদেশ ॥

বকুলে ! আর কর্ণ-ভূষা নাহি প্রয়োজনে ॥
কৃষ্ণ বংশী অবতংশ লাগিয়াছে কাণে ॥
পায়ে ধরি ছাড়ি দেও, দেখি জুড়াইব ।
শ্যামাঞ্জন আসে, চক্ষে কি অঞ্জন মাখিব ॥
ঐছে কহি শ্যামা দ্রুত চলে রাধা পাশে ।
পরে জাবটের কাছে যবে কৃষ্ণ আসে ॥
তবে যুথেশ্বরীগণে কহে সখিগণ ।
এসো এসো শীঘ্র কর কৃষ্ণ দরশন ॥
ভদ্রে, চন্দ্রাবলি, ধন্যে ! কাতরতা ত্যজ ।
কমলে, পালিকে, এসো সুমাধুর্য্য ভজ ॥
তবে কৃষ্ণ প্রেয়সী মিলন কাল জানি ।
বলাই শ্রীদাম আদি ধেনু বৎস্য ছানি ॥
দ্রুতগতি নন্দীশ্বরে প্রবেশ করিল ।
বিষণ্ণ জননীগণে আগে প্রবোধিল ॥
তবে ত জাবট গ্রামে কৃষ্ণ প্রবেশিল ।
প্রমদ কটাক্ষে গোপী-উৎসব-সৃজিল ॥
বক্ষে মালা দোলে, মন-কুসুম কন্দুকে ।
গোপী মন সঙ্গে খেলে লাবণ্য কৌতুকে ॥
নিজ কান্ত্যে ব্রজপথ নীলোজ্জ্বল করি ।
প্রিয়া নেত্র ভৃঙ্গ সুখ সত্র পরিসরি ॥
চলে মন্দগতি পদে নূপুরের ধ্বনি ।
শুনিয়া মোহিত হৈলা যতেক রমণী ॥
ঐছে নর্ম্ম-সখা সনে জাবটের পথে ।
রাধিকা-উদ্যান-পাশে হৈল উপনীতে ॥

কৃষ্ণ হেরি শ্যামলা শ্রীরাধিকারে কয় ।
হে রাধে ! ঐ পশুপতি সম্মুখে উদয় ॥
চল নেত্র-পদ্মে এবে পূজহ ইহারে ।
তোমার অতনু দ্রোহাশান্তি যাবে দূরে ॥
রাধা কহে সখি ! তোর হৃদ্য-পদ্ম দিয়া ।
এ মহেশ পূজা কর সকাম হইয়া ॥ ২৭
তবে শ্যামা ললিতারে পরিহাসে কয় ।
সত্য কহ অলি হেথা কি হেতু ভ্রময় ॥
তিহ কহে অলি হেথা মালতীর গন্ধে ।
ভ্রমি-মধ্যে পড়িয়াছে মধু মদ-অন্ধে ॥
ঐছে বার্ত্তা কৃষ্ণ-শ্রুতি যুগ তৃপ্ত কৈল ।
দেখা দিয়ে রাধা-মুখ লতায়-ঝাঁপিল ॥
রাধা দেখি খেদে কৃষ্ণ মনে মনে কয় ।
মোর নেত্র চকোর দেখিতে চন্দোদয় ॥
"ওরে ধিক্‌বিধি!" না করিতে সুধাপান ।
হঠাৎ সে চন্দ্র কেন করালি অন্তর্দ্ধান ॥
রাধাকহে লজ্জে ! দেহে থাক ক্ষতি নাই ।
শুধু নেত্র কোণ মাত্র ছাড়হ বালাই ॥
বারেক মাত্র তাহে সে কৃষ্ণমুখ হেরি ।
নেত্র রোধ করিও না হে "আনন্দবারি" ॥
"হে অনঙ্গ" কম্প-যুক্ত করোনা এ দেহ ।
চরণে পড়ি তোমরা আমারে রাখহ ॥
এ বলি প্রাগল্‌ভ্যে কৃষ্ণ দেখিতে না পারে ।
বুঝিয়া চতুরা সখী ধরিয়া রাধারে ॥

"বলে চল গৃহে যাই" বলি লতা আড়ে।
কৌশলে করা'ল কৃষ্ণে নয়ন গোচরে ॥
রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি যমুনা সরস্বতী
দুহুনেত্র শ্বেতিমা গঙ্গা ত্রিবেণীতে মাতি॥
দোঁহ-চিত্ত ঐরাবত তাহে ডুবি গেল।
সে প্রবাহে আলি-নেত্র পদ্ম উল্লাসিল ॥
দোঁহে নিস্পন্দাঙ্গ দেখি সখা-সখীগণ।
দোঁহা লৈয়া প্রবোধিয়া চলিলা ভবন ॥
তবে মূর্ত্ত বাৎসল্য পিতা-মাতার-প্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণ-নিজ-সদনে করিলা পয়াণ ॥
ইহা জানি বিশাখা শ্রীকৃষ্ণ ভুঞ্জিবারে
পীযষ বটিকা দিয়া পাঠা'ল তুলসীরে ॥
হেথা কৃষ্ণহারা হৈয়া উন্মাদিণী রাই।
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রলাপিছে সখী ঠাই ॥
কহে "সখি! এই ধৃষ্ট রমণী লম্পট।
দেখ পথে হস্ত দেয় নীবির নিকট ॥
আমি সতী উচ্চে কাঁদি তবু নাহি ছাড়ে।
তুমি এবে দ্রুত গিয়া জানাও আর্য্যারে ॥
এই বলি তপ্তা রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে।
পুষ্প শেযে নিজে দেখি লাগিলা কহিতে॥
সখি! প্রিয়তম-কোথা? পথে কি করিছি?
এ কি পুষ্পবাটী কিবা গুরুপুরে আছি?
এবে সন্ধ্যা? প্রাতঃ কিংবা নিশিথ সময়?
একি মোর নিদ্রা? নাকি জাগ্রত বিষয়?
ঐছে শুনি কহে সখী! রাধে! বিধুমুখী।
এবে তুমি আরাম হ'তে আইলা গৃহমুখী॥
তব প্রিয় কুঞ্জে নানা বিলাস করিয়া।
পিতামাতায় শান্ত কৈল নিজ গৃহে গিয়া॥
পুন অবসরে শীঘ্র তুয়া প্রেম রাগে।
অধুনা দর্শন দিতে আসিবে সোহাগে ॥
যে ব্রজ সরসী ছিল জীবন-বিচ্যুত।
বিরহ-রবির তাপে বিদীর্ণ-সন্তপ্ত ॥
সে এবে কৃষ্ণ জলদানন্দ ধারাসারে।
পূর্ণ হৈয়া মুখ-পদ্মে উল্লাস বিস্তারে ॥ ৪০

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
অপরাহ্নিক লীলাস্বাদননাম ষোড়শসর্গ ॥

সপ্তদশ সর্গ

গোদোহনাদি সায়ন্তনী লীলা

কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশিলে দেবাঙ্গনাগণ।
বিধি প্রতি পরস্পর কহিছে কথন॥
কৃষ্ণ ও সূর্য্যকে বিধি তুলে তোলাইল।
সূর্য্য উচ্চে রৈল কৃষ্ণ ভূমিতে নামিল॥
কৃষ্ণ গুরু-বস্তু তাই ভূমে লাগি রৈল।
বিধাতা কি মূর্খ শর্ষপ স্বর্ণে তুল কৈল॥
সূর্য্য শুধু দিনে, কৃষ্ণ দিন-রাত্রোদিত।
সূর্য্য নেত্র-বন্ধু কৃষ্ণে জগদানন্দিত॥
সূর্য্য শুধু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্যোতক।
কৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমের প্রেম প্রকাশক॥
সূর্য্যে চণ্ড-তাপ কৃষ্ণে মৃদুজ্জ্বল-কর।
সূর্য্য সরস্রগু কৃষ্ণ গো সহস্র-চর॥
সূর্য্য বাহ্য-তমহা কৃষ্ণ লোকান্ত-তমহা।
সূর্য্য মেঘাচ্ছাদ্য কৃষ্ণে মেঘ জয়ী-শোভা॥
সূর্য্যনামে মাত্র চক্রবাক্ ক্লেশনাশী।
কৃষ্ণতরুণী-সর্ব্ব-কষ্টাম্বুধি বিনাশী।
সূর্য্যোদয়ে ধরা-ভাগ্য অন্তে কিছু নহে।
কৃষ্ণোদয়ে ধরা-ভাগ্য বর্ণন না হয়ে॥
সূর্য্যপূরে গবাধীশ-বরুণের আশ।
কৃষ্ণোদয় গবাধীশ দম্পতীর বাস॥২।৩

দেবীগণ কলধ্বনি সূর্য্যা-কর্ণামৃত।
যেহেতু গবাধিশ্বরাশানুগামী স্বার্থ॥
পুন ঐ বাক্যার্থে বরুণ-দিক্-নারীর।
ভাগ্যে-রাগ-প্রকটন মূঢ়তা-কবির॥৪
কৃষ্ণ যে যে পথে ঘরে করিছে বিজয়।
সৌধে নারীগণ সাশ্রু-পুষ্পাঞ্জলী দেয়॥
কৃষ্ণ তাহা স্পর্শে উর্দ্ধে চাহে দৃষ্টি করি।
তাতে দেবীগণ মানে আত্ম-ভাগ্য স্মরি॥
ঐছে কৃষ্ণ পিতৃ-অন্তঃপুরে প্রবেশিল।
বাৎসল্য অমৃত-নিধি মাঝে নিমজ্জিল॥
এদিকে স্বাভীষ্ট কৃষ্ণ পাইবার তরে।
সূর্য্যও ডুবিল রাগে লবণ-সাগরে॥
রাধার কৃষ্ণ বিরহ জ্বর নাহি সরে।
বিস্ পল্লবোশীর পদ্ম চন্দন কর্পূরে॥
হেনকালে নন্দীশ্বর হ'তে সখী আসি।
কৃষ্ণ-বার্ত্তামৃত সিঞ্চে রাধা পাশে বসি॥
শ্রীরাধা চৈতন্য পা'য়া কহিছে সম্ভ্রমে।
সুধাবৃষ্টি সুশীতল কৈল মরুভূমে॥৬।৮
ললিতা কহে রাধে! এ তুলসী মঞ্জরী
তোমারে সিঞ্চিল কৃষ্ণ কথামৃত বারি॥

রাধা কহে হে তুলসি! তুমি মোরে যাতে
জিয়াইলে, কহ সেই মধুর বৃত্তান্তে ॥
সখিগণ সঙ্গে রাধা শুনিতে উলসি ।
তবে সায়ন্তনী লীলা কহে শ্রীতুলসী ॥
গোষ্ঠ হতে কৃষ্ণ পুরে হৈলে সমাগত ।
বাহু পসারিয়া নন্দ কৈরে ক্রোড়গত ॥
সপুলকাঙ্গ নিস্পন্দ কৃষ্ণ বক্ষে লয়ে ।
কৈলাস সরসে যেন নীলাব্জ ভাসয়ে ॥
নিজপুত্র-উষ্ণীষ সরা'য়ে শিরাঘ্রাণে ।
অশ্রুধারে কৈল তোমায় বধুকে সিনায়ে ॥
নিজ মুখে পুত্র-মুখ আচ্ছাদন করি ॥
তপ্ত মেঘ যেন শান্ত হৈল চন্দ্রোপরি ॥
যে যশোদা তনয়ের বিলম্ব নেহারি ।
গৃহ ও অঙ্গনে পুন যাতায়াত করি ॥
নানা শঙ্কায় যার মুখ শুষ্ক হয়েছিল ।
সে হেতু মনপীড়নে দিন কাটাইল ॥
কৃষ্ণ-হেরি তাঁর নেত্রে যমুনা আইল ।
স্তনদ্বয় হ'তে দুটী গঙ্গা সিরজিল ॥
জড়িমাবলিত অঙ্গে পুত্রে কোলে লৈতে ।
রুদ্ধ-কণ্ঠী হৈয়া কথা না পারে কহিতে ॥
অশ্রু-পূর্ণ-চোখে পুত্রে দেখিতে না পায় ।
রোহিণী আরতি করি মাতৃ কোলে দেয় ॥
বিধু যেন শোভে স্নেহ-জল নিধি মাঝ ।
অথবা নিজ খনিতে প্রেম-মণি রাজ ॥
কিম্বা স্নেহামৃতে গড়া-কস্তুরী-পুত্তলী ।
তাঁরি অঙ্ক শোভা কৈল নীল মণি তুলি ॥
মায়ের জড়িমা দেখি মাতৃবৎসল হরি ।
কোলে বসি'মা''মা'বলি ডাকে গলা ধরি ।
কহে তুমি মোর দিকে চাহিছ না কেন ।
কেন শুধু অশ্রু-ধারা করিছ বর্ষণ ॥
এ বলি স্বহস্তে মাতৃ-নেত্রাশ্রু মাজিল ।
মাও স্তনক্ষীরে পুত্র-অঙ্গ ক্ষালি দিল ॥১৫
স্বহস্তে পুত্রের অঙ্গ মার্জ্জনাদি করি ।
অভ্যঙ্গ স্নানে নিযুক্ত করিলা কিঙ্করী ॥
স্নেহময়ী কহে পুত্র! হে স্বচ্ছ প্রণয়!
তুমি গেলে হই বড়-ব্যাকুল-হৃদয় ॥
মা লাগি তোমার কি মমতা নাহি হয় ?
মাকে কেন নাহি লও সঙ্গে সে সময় ?
সুদীর্ঘ এ দিন অতি কষ্টে গত হৈলে ।
তবু তুমি নাহি এসো জনক ডাকিলে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সহি নিজ দুখে দুখ দাও ।
মায়ের কঠিন প্রাণ কি হেতু বাঁচাও ॥
বটু কহে 'মা' এ মোর চপল বয়স্য ।
বালালীর সঙ্গে সদা খেলে সরহস্য ॥
তখন সে নিজেকেই নিজে ভুলে থাকে ।
সে আর কেমনে স্মরণ করিবেতোমাকে ॥
আমি শিষ্ট তাই তাঁকে করি নিবারণ ।
নৈলে সন্ধ্যাতেও গৃহে ফিরেনা কখন ॥

মা কহে বৎস ! বটো ! কহিছ এ সত্য।
আমি নিত্য কৃষ্ণ অঙ্গে হেরি নখ-ক্ষত ॥
খর-নখ-বালালী মোর নিষেধ না মানে।
নিত্য নখাঙ্কিত করে, কৃষ্ণও না শুনে ॥২০
ঐছে কহি চন্দনকলা কহে শ্রীরাধারে।
এ আলাপ শুনি আইনু কৃষ্ণ-সেবা করে।
তবে শ্রীরোহিণী কৈল রন্ধনে গমন।
সবা লৈয়া মায়ে পুত্র করিছে লালন ॥
তবে কৃষ্ণ স্নান করি পরে পীতবাস।
শিরে চূড়া, গলে মালা, অঙ্গে গন্ধ-বাস ॥
কাঞ্চি, হারাঙ্গদ বলয় কৌস্তুভে শোভিল।
তাটঙ্ক, নূপুর পড়্‌তে, সঙ্গীগণ এ'ল ॥
সবাকে বসা'য়ে মা পানক পিয়াইল।
চব্য, চুষ্য, লেহ্য ভক্ষ্য ভুঞ্জিবারে দিল ॥
যার যা প্রিয় মা তাকে অর্পিয়া আদরে।
তব সিধুকেলী আদি পরিবেশন করে ॥
পঞ্চ-প্রকার বটক পঞ্চেন্দ্রিয় তোষে।
রূপে, গুণে, সৌগন্ধে, মার্দ্দবে, সুধারসে ॥
ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে বটু কহে পরিহাসে।
এ সব বটক যাঁর মিলে ভাগ্য বশে ॥
স্বর্গে অপবর্গে তার ঘৃণা উপজায়।
মোর পেট বিধাতা না বড় কৈল হায় ॥
ভোজন কালে যে ব্যক্তি "দিওনা" কহয়।
মোর মতে সেই ব্যক্তি অপরাধি হয় ॥২৫

ঐছে হাস্য-রসে কৃষ্ণ ভোজন করিয়া।
ক্ষণেক বিশ্রাম কৈল তাম্বুল চর্ব্বিয়া ॥
পরে মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে সখাবৃন্দ সনে।
গোদোহনে গেলা। আমি আইনু এখানে ॥
এত বলি 'চন্দনা, অঞ্চল-গ্রন্থি খুলি।
কৃষ্ণ-ভোজনাবশিষ্ট দিল হাতে তুলি ॥
চন্দনার মুখ হ'তে কৃষ্ণলীলামৃতে।
পুন তাঁর অঞ্চলের কৃষ্ণ-ফেলামৃতে ॥
পাইয়া শ্রীরাধা নিজ শ্রবণে বদনে।
পরম আনন্দ জলে সিক্ত কৈল প্রাণে ॥২৭
কৃষ্ণ গোদোহন তরে আইলা গোসদনে।
স্নানছলে আইলা রাধা পাবন-উদ্যানে ॥
তথি অট্টালিকা চড়ি সখী সঙ্গে দূরে।
প্রেম-সুখে কৃষ্ণ-চন্দ্রামৃত পান করে ॥
কহে সখি ! দেখ দেখ নাগরের শিরে।
উষ্ণীষে মুক্তা স্বর্ণসূত্র গুচ্ছ স্ফুরে ॥
দেখ যেই গণ্ডকান্তি ধর্ম্ম-তম হরে।
সে চিক্কণ গণ্ডে চঞ্চল কুণ্ডল বিহরে ॥
কাম যেন মকরের উপরে বসিয়া।
কৃষ্ণের কটাক্ষ-শরে বিন্ধিতে এ হিয়া ॥
ভ্রমর-গুঞ্জনে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে ভয়ে।
বাহন-মকর কর্ণে রাখিল বাঁধিয়ে।
কৃষ্ণ নেত্র-তারা পত্নী কটাক্ষ তার সুত।
মাতৃদোষে তারা হৈয়া চঞ্চলাবিনীত ॥

নারী ধৃতি কুলবধূ আকর্ষণ করি।
আনে কৃষ্ণ পাশে, দেখ কটাক্ষ মাধুরী।
দৃষ্টি যেন কাম-নদী সর্ব্বাদিক প্রবাহি।
হর্ষাদি সঞ্চারি দস্যু তারা নৌকারোহী।
নারীগণ-চঞ্চল-নয়ন বণিকের।
সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, কি শক্তি নেত্রের॥
বিম্বাধরোষ্ঠ হইতে স্মিত না নিস্বরে।
বাধুলী কুসুম হ'তে মধুও না ক্ষরে॥
তবু বিদ্রুম নির্ম্মিত স্মর-যন্ত্রোন্মুক্ত।
কর্পূর বারি মম এ নেত্র যুগে ব্যক্ত॥৩৪
ঐছে বর্ণনায় লজ্জা, হর্ষ মোহ হৈল।
বিশাখা সমুঝায়া তাঁরে চেতন করিল॥
দেখ কৃষ্ণ নাম ধরি ডাকিতে ধেনুগণে।
প্রেমে কাছে আসে, কৃষ্ণ করে কণ্ডুয়নে॥
দুহিতে দোহন-ভাণ্ডে পড়ে মুখ-ছবি।
চঞ্চল অলকা স্ফুরে নাচে নেত্র কবি॥

দুহিতে শ্রীশ্যাম অঙ্গ কি মাধুর্য্য-যুত।
দুগ্ধ-কণে উরু জঙ্ঘা হয়েছে চিত্রিত॥
গোগণ তর্ণক-গণ করে কান্তি পানে।
ঐ প্রিয় হেরি সার্থক করহ নয়নে॥
ছাড়ি দাও কাছে এস, লও, যাও আদি।
গোপ মুখে নানা বর্ণ গো গণ নানাপদী।
কৃষ্ণাঙ্গ 'গোগণগু' বড় বিবদ-দুষ্পার।
কবির 'গোগণও' বর্ণিতে মানে হার॥
ঐছে গো দোহন করি সখার ইঙ্গিতে।
কৃষ্ণ যান রাধাপাশে উত্থানাট্টালিতে॥
কোন দিন নিজালয়ে করেন গমন।
গ্রীষ্মে স্নান ছলে হয় পাবনে মিলন॥
ঐছে কৃষ্ণ লীলামৃতে ধন্য জন গণ।
আবিষ্ট হইয়া সদা থাকেন মগন॥
সূর্য্য সিংহ-করে যে তম-করী বিদরিল।
সেইতম-করী এবে সূর্য্যকে গ্রাসিল॥৪

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
সায়ন্তনী লীলাস্বাদন নাম সপ্তদশ সর্গ॥

অষ্টাদশ সর্গ

অভিসারাদি প্রদোষ লীলা

কৃষ্ণ মুখ কান্তি কণা গগনে-বিম্বিত।
মুগ্ধলোক 'চন্দ্র' বলি বর্ণিতে উদ্যত॥
চন্দ্রোদয়ে সৌধোপরি ব্রজ-বধূ গণ।
কৃষ্ণ দেখি লাজে করে বদনাচ্ছাদন॥
তাহা দেখি সরোবরে পদ্মিনীর গণ।
সঙ্কুচিতা হৈয়া করে বদন মুদ্রন॥
পদ্মালির মূঢ়তা দেখহ সরোবরে।
দুঃসাহসে ব্রজ গোপীসনে স্পর্দ্ধা করে॥২
না দিন না রাত্র মধ্যে আগত প্রদোষ।
ইথে কেহ সুখী কেহ দুঃখী এই দোষ॥
চকোরেরা চন্দ্র সুধা পানে সুখী হৈলা।
সূর্য্য-হারা চক্রবাক বিরহে কাঁদিলা॥
কত অলি কুমুদে-বিহরি সুখী ভেল।
কত অলি মুদিত-নলিনে বদ্ধ হৈল॥৩
গৃহ-তম দীপ দেখি ভয়ে বনে গেল।
বনস্থ কুসুম-গন্ধ গৃহে ফিরি আইল॥
রাত্রিতে কন্দর্প-দর্প সর্পের দংশনে।
ছট্‌ফটি প্রাণ কারো রাত্রি জাগরণে॥
সে কন্দর্প গোপীগণ হৃদয় আলয়ে।
প্রবেশিয়ে ধৈর্য্য লজ্জা খণ্ডন করয়ে॥৪
কুল জাতি জ্ঞান ধর্ম্ম হৈল বিগলিত।
তবে ব্রজ হ'তে হৈল প্রদোষ বিরত॥৫
অপরাহ্নে গোষ্ঠ পথে কৃষ্ণকে দেখিয়া।
শ্রীরাধা ছিল আনন্দ মুর্চ্ছা-প্রাপ্ত হৈয়া॥
অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তো ছিল সুখাবেশে।
তবে নন্দালয় হ'তে 'ইন্দুপ্রভা' এসে॥
কহে রাধে! তুমি যাঁর লাগি রুচিহীন।
সে এবে তোমা-বিহনে হয়েছে মলিন॥
যে বধু তোমার ত্রিলোকী-হৃদয় হারী।
তব হৃদি-হারী হ'তে আকুল সে হরি॥
শুনিয়া বিশাখা কহে, ইন্দ্রপ্রভে! সখি!
এ তৃষ্ণায় কৃষ্ণ-কথা বৃষ্টি কর দেখি॥
ইন্দু কহে ব্রজরাজ-বামে ও দক্ষিণে।
কৃষ্ণ বলদেব দোহে বসিলা ভোজনে॥
নন্দীশ্বর পুরে তাতে শোভার অবধি।
কুবের-দুপাশে যেন পদ্ম-শঙ্খনিধি॥৮।৯
ভ্রাতৃগণ-পুত্রগণ নিমন্ত্রিত হৈয়া।
ভোজনে বৈসেছে নন্দে বেষ্টন করিয়া॥
সবার নেত্র চকোর কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্রে।
সুধা পান করি ভাসে পরম আনন্দে॥

রোহিণী অন্নাদি করে সুপরিবেশন।
পাক শ্লাঘা শুনি তিহ আনন্দিত মন॥
নন্দ উপনন্দ আদি ভুঞ্জি সুখ পা'য়া।
কহে সে সে দ্রব্য রামকৃষ্ণ পাতে দিয়া॥
এ বস্তু ভুঞ্জিলে দেহে বল, পুষ্টি হয়।
"ইহা খাও" শুনি দোহে সপ্রেম-ভুঞ্জয়॥
নেত্রেঙ্গিতে যশোদা কহিছে ইহা খাও।
পিতৃগণ স্পষ্ট কহে আরো কিছু লও॥
কৃষ্ণ-ভোগ দেখি সবার তৃপ্তি পূর্ণ হৈল।
কৃষ্ণ-সুখেই সবার চেষ্টা যে সফল॥
কৃষ্ণ সুখে ভুঞ্জিলে, সবাই দৃষ্টি-দ্বারে।
মুখ-পদ্ম মাধুর্য্যের-মধু পান করে॥
আচমন করি সবে তাম্বুল খাইল।
সবে নিজ গৃহে গিয়া শয়ন করিল॥
কৃষ্ণ পুষ্প শেজে ঘরে শুয়ে সখাসনে।
বিরহে তব মাধুর্য্য কহিছে সঘনে॥
হে সুবল! অত্ত অপরাহ্নে সে জাবটে।
মম ধৈর্য্য খণ্ডিকার শোভা আইল বাটে?
সে কি মথিত-মাধুর্য্য-সুধা? অথবা কি—
বস্ত্র পুত ললিত-দামিনী তরঙ্গ? কি
পরিমল-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী ভেল।
কিম্বা চম্পকের কাম-শর-রাশি? বল?
সেই কান্তি উপরে কি কুঙ্কুমাক্ত পদ্ম?
না, রস-জলধি-জাত অকলঙ্ক-চন্দ?

সে অপূর্ব্ব বস্তু-প্রতি মম দৃষ্টি গেল!
মণিময়-খঞ্জন এ দৃষ্টিকে পীড়িল॥
সে বস্তু জানিতে আমি সসম্ভ্রম হৈনু।
তখনি সে লুকাইল আর না দেখিনু॥
মম হৃদি 'ভট' গেল সে বস্তু অন্বেষিতে।
আগে নেত্র গেছে তারে পথ-দেখাইতে॥
এখনো সে ফিরিল না। সখে কি হইল?
কন্দর্প-দস্যু কি তারে বাঁধিয়া রাখিল?
শুনিয়া সুবল কহে ওহে প্রাণ সখে।
"মাধুর্য্য বর্ণিলে তুমি অত্ত যাঁরে দেখে॥
সেই রাধা যে অবধি দেখেছে তোমারে।
সে অবধি ধৈর্য্যহীনা লুঠে ধরা'পরে॥
নানা তাপে কাঁদি কাঁদি অচৈতন্য হৈয়া।
আছয়ে বিধুরা সখীকুলে কাঁদাইয়া॥
আশ্বাসিতে সখী কহে রাধে! 'কৃষ্ণ এল'।
শুনিতেই মূর্চ্ছা গেল, সম্ভ্রমে উঠিল॥
বলে সখি! কৈ! কৈ! মম-জীবৌষধি।
দেখি সখী করে কত উপায় অবধি॥"
সুবলের মুখে তব বিরহ শুনিয়া।
মুক্তাপ্রায় অশ্রুঝরে কৃষ্ণনেত্র দিয়া॥২৩
মোরে দেখি উৎকণ্ঠায় কুণ্ঠিত হইয়া।
কহে সখি! তুমি রাধায় কহ দ্রুত গিয়া॥
তপন তনয়াতটে কল্প-বনান্তরে
রাধা যেন রাগে শীঘ্র অভিসার করে॥

আমি তো আইনু ! এবে কৃষ্ণ দরবারে ।
সভ্যগণ যথা ব্যগ্র কৃষ্ণ-দেখিবারে ॥
তথা আসি গায়কাদি গুণিগণ তুষি ।২৫
মাতৃ যত্নে শয্যায় শুইবে ঘরে আসি ॥
তথা হৈতে অলক্ষিতে যমুনার তীরে ।
সঙ্কেতে গিয়াছে কৃষ্ণ তোমা মিলিবারে ॥
এবে তুমি কিছু ভুঞ্জি বাদিনী বঞ্চিয়া ।
সানুরাগে শীঘ্র প্রাণ-কৃষ্ণে মিল গিয়া ॥
এত কহি ইন্দু-প্রভা করিলা পয়ান ।২৬
হেথা বৃদ্ধা রাধায় কৈল ভুঞ্জিতে আহ্বান ॥
জটিলা সম্মুখে রাধা সলজ্জ ভুঞ্জিতে ।
দেখি বৃদ্ধা আজ্ঞা দিলা নিজ ঘরে লৈতে ॥
কহে তবে প্রিয় ভক্ত-স্থানে নিজে যাহ ।
রাধা কহে সে করিব যা তুমি বলহ ॥
'ভক্ত' শব্দে 'ভাত' অর্থে জটিলা কহিল ।
রাধা আদি "প্রিয়" অর্থে অনুজ্ঞা লইল ॥
তবে রাধা নিজ গৃহে সে অন্ন ভুঞ্জিতে ।
কৃষ্ণাধরামৃত কিছু মিশা'তে তাহাতে ॥
কৃষ্ণমুখ মকরন্দে সৌরভ উঠিল ।
সে হেতু অন্নাদি অতি আস্বাদ্য হইল ॥২৯
ভোজনাবসানে শ্রীললিতা কহে তবে ।
অভ্যন্তরে গুরুগণ নিদ্রাগত এবে ॥
পতি অভিমন্যু দূরে গো সদনে গে'ছে ।
গৃহে ফিরিবার কোন সম্ভব না আছে ॥

এবে স্মৃতি, ধৃতি-লজ্জা-শয্যায় শোয়া'য়া
প্রিয়তম কেলি কুঞ্জে অভিসর যা'য়া ॥৩০
ভয় নাই, 'প্রেম' তব পথ প্রদর্শিবে ।
'পুষ্পবাণ'-ভট্ট তোমা রক্ষি পাছে যাবে ॥
উৎকণ্ঠা সখীরে ধরি শীঘ্র যাত্রা কর ।
পথশ্রম লেশ ও না হইবে তোমার ॥৩১
দৃষ্টি এড়াইতে এই ব্রজ লোকজনে ।
ধবল বসনে কর অঙ্গ আবরণে ॥
মল্লিকার মাল্যে মুক্তাহার গলে পর ।
অঙ্গানুলেপন কর চন্দন কর্পূর ॥
মুখর নূপুরে পদে স্থান নাহি দাও ।
কলঙ্কী শশীকে পদ নখর দেখাও ॥
ঐছে বাণী শুনি রাধা সুসজ্জিতা হৈয়া ।
মাধুর্য্য-প্রেম-তরঙ্গে আইলা বাহিরিয়া ॥
দক্ষ দাসীগণ গুরু-বার্ত্তা জানি জানি ।
রাধাপদ অনুসরি আইলা বনভূমি ॥
পথে কোন-শব্দে রাধা বংশীধ্বনি জ্ঞানে ।
সম্মুখে কদম্ব দেখি কৃষ্ণ বলি মানে ॥
যে কোন সুবাসে পায় কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ ।
পথ মাঝে স্ফূর্ত্তি হয় সম্মুখে গোবিন্দ ॥৩৭
পৃষ্ঠে বেণী অকস্মাৎ স্কন্ধে পড়িয়াছে ।
হঠাৎ মনে হ'ল কৃষ্ণ স্কন্ধে হস্ত দি'ছে ॥
অনুরাগে ভ্রুকম্পনে ললিতারে কয় ।
সে ভুজঙ্গ মোর স্কন্ধে কেন ভুজার্পয় ॥

ললিতা বিস্ময়ে কহে মাধব তবার্থী।
তুমিও চিত্তবিত্তাদি অত্যুদারা দাত্রী ॥
আমি বিজ্ঞা ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি স্মৃতি ভব।
কেমনে এ শুভ কার্য্যে বারণ করিব ?
এক কর্ণ দাতা, তুমি দুই কর্ণ দাত্রী।
এক বলি দাতা, তুমি ত্রিবলী বিদাত্রী ॥
রূপে নেত্র, গন্ধে নাসা, বেণী কৃষ্ণে দিলা।
সে বেণী বাহু স্বরূপে কণ্ঠ জড়াইলা ॥৪১
ঐছে পরিহাস বুঝি রাধা লজ্জা পাইল।
ক্ষণে লক্ষ তৃষ্ণা ধরি বকুল বনে আইল ॥
সেই বনে তরুণ তমালে হেলন দিয়া।
কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছে রাধাপথ চা'য়া।
হঠাৎ ভূষণ-ধ্বনি শুনিয়া চমকি।
কহে মম ভাগ্যতরু ফলিত হৈল কি ?
কৃষ্ণ দেখি বিশাখা সুখে রাধায় কহিছে।
দেখ দেখ রাধে। ঐ মাধব দাঁড়ায়েছে ॥
কৃষ্ণ দেখি মনে রাধা লাগিলা ভাবিতে।
পথে ঐছে তরু কত পাইনু দেখিতে ॥
'এতো আমার প্রাণ বল্লভ কভু নহে।'৪৫
প্রেমের বৈচিত্র্যে কৈল তমাল নিশ্চয়ে ॥
কাতরে কহে হে সখি! মোর নেত্র মূঢ়
এ সময়ে এই নেত্রে পরিহাস ছাড় ॥
অথবা "মাধব" শব্দে তমালে বুঝায়।
যথার্থ এ তরু মধুমাসে উপজায় ॥

বিশাখা কহে রাধে এ নহে পরিহাস।
কৃষ্ণোৎকণ্ঠিতা তোকে দিয়াছি আশ্বাস ॥
চতুরা তুমি তাহাকে কহিলা তমাল।
তবে এ তমালাশ্রয়ে থাক ক্ষণকাল।৪৭
বিশাখা চাতুর্য্যে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
পীতোত্তরী ছাড়ি ভুজ তুলি হৈলা শাখী ॥
দেখি যুক্তি করি সখী রাধারে কহয়।
কৃষ্ণ লাগি তুমি বড় ব্যাকুলা নিশ্চয় ॥
কিন্তু কৃষ্ণ বহু দূরে আছে তরুতলে।
যাবৎ না লৈয়া আসি থাকিও তমালে ॥
ধৈর্য্যে থাক, ভয় নাই, মোরা সেথা যাই
এ তমালাশ্রয়ে তব কোন দুঃখ নাই ॥৪৯
ঐছে কহি সখীগণ প্রস্থান করিয়া।
লতাজাল আড়ালে রহিলা গুপ্ত হৈয়া ॥
প্রেম-বৈচিত্র্যে রাধা তমালে দেখিয়া।
বিস্মিত অতনু-শরে ধীরে কাছে গিয়া ॥
কহে কত দেখিয়াছি তরুণ তমালে।
এমন মাধুর্য্য নাহি দেখি কোন কালে ॥
ঠিক যেন বল্লভের সে মোহন দ্যুতি।
ধন্য বিধাতার সৃষ্টি তাঁরে করি স্তুতি ॥৫১
কাঁদি কাছে গিয়ে কহে হে তমাল রুচি।
তুমি তরু নহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দেখিছি ॥
তরুবর! আমি বড় তাপে শীর্ণা আছি।
মোরে আলিঙ্গি বাঁচাও এ মাধুর্য্য সেচি ॥

তমালাকারী কৃষ্ণাঙ্গ পুন পুন দেখে
তবু প্রৌঢ় অনুরাগে প্রত্যক্ষে না লখে !!
যদি কহ পীত বস্ত্রে ভ্রম কিনা যায় ?
"স্বতনু কান্তি-বিম্বিত 'ভ্রান্তি' এ প্রেমায় ॥
চকিত নয়ানে রাধা চেয়ে চারিদিকে।
বাহু যুগে আলিঙ্গন কৈল সে তরুকে ॥
প্রেম-তরু কৃষ্ণ নিজেপ্সিত স্পর্শ পাইয়া।
আলিঙ্গন কৈল স্মর ঘুর্ণা যুক্ত হৈয়া ॥৫৫
তৎকালে কন্দর্প দোহে বাণে বিদ্ধ কৈল।
প্রেম জাড্যে দোহে তমাল লতাবৎ হৈল ॥
পরে কৃষ্ণে জানি রাধা হইলা লজ্জিতা।
সরলা কৃষ্ণ-চাতুর্য্যে হইলা বিস্মিতা ॥
পরে পুষ্পতল্পে দোহে যে লীলারম্ভিল।
সাক্ষাৎ সরস্বতী তাহা যদি দীর্ঘকাল ॥
আলিনেত্র গুরু করি করে অধ্যয়ন।
আনন্দাশ্রু স্তম্ভাদিতে না হবে বর্ণন ॥৫৮

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
প্রদোষ লীলা নাম অষ্টাদশ সর্গ ॥

উনবিংশতি সর্গ

নক্তলীলা—শ্রীরাস বিলাসাদি

প্রেম সম্ভোগান্তে রাধা মনে করি যুক্তি।
সখী সহ সঙ্গমার্থ কহে কৃষ্ণ প্রতি ॥
হে প্রিয়! এ বনে তব কন্দর্প অধিকারী।
মত্ত, মোর সখীগণে বাণ বিদ্ধ করি ॥
এ অন্যায় মোর প্রাণে সহ্য নাহি হয়।
তাদের ত্রাণ করিবে তুমি সুনিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ কহে প্রাণেশ্বরি! এই বৃন্দাবনে।
যাঁহারা আমাকে সদা করে অন্বেষণে ॥
মোর ব্রত তাঁরে সদা করি অন্বেষণ।
এখনি এ বাহু বন্ধে রক্ষিব সখীগণ ॥১।২
এত বলি কৃষ্ণ সখী-স্থানে চলি যায়।
এদিকে মঞ্জরীগণ রাধার আজ্ঞায় ॥
পূর্ব্ববৎ বেশ কৈল সুনিপুণতায়।
কৃষ্ণভুক্ত চিহ্ন যাতে নাহি লখা যায়।
বাসক সজ্জিকা ভাবে পুষ্প শয্যা করে।
সখীরা আসিতে বিষাদাভিনয় ভরে ॥

কহে সখি! হায়হায়! কোথা প্রাণ কান্ত
এখনো এলনা এবে হৈল প্রদোষান্ত ॥
'হে সঙ্গিনি প্রাণ যায় দেখাও আনিয়া'।
শুনিতেই সখীগণ মিলিলা আসিয়া ॥
দেখি রাধা আরো কহে সখি! কৃষ্ণ-ধন।
যদি না এল এ প্রাণে কিবা প্রয়োজন ॥
সখীগণ এতেক কৃত্রিম খেদ শুনি।
কুট-নেত্রে চাহে নিজ বিড়ম্বনা জানি ॥
সখী অঙ্গে ভুক্ত চিহ্ন হেরি রাই ধনী।
হাস্য আচ্ছাদিয়ে কহে কুটিল নয়নী ॥
হায়! তোমাদের বিম্বাধরে পয়োধরে।
ক্ষত কেন? ভুজঙ্গ কি দংশিল গহ্বরে ॥
ললিতা কহে, ভুজঙ্গ তোমারি অধীন।
যারে কহ, তারে দংশে দংশন প্রবীণ ॥
এ যশ তোমারি ব্রজে, বৃথা কেন হাঁস।
তব লীলা যদি কহি! তা কি ভালবাস?
ললিতা বলিতে কৃষ্ণ সভা মাঝে আসি।
কহে সখি! শুন অদ্য রাধা কার্য্য-রাশি ॥
মম পাশে আসি রাধা কহে মোরে ধর।
সুধাপান করি মোরে আলিঙ্গন কর ॥
বামা মুখে দাক্ষিণ্য শুনি হৈনু বিস্মিত।
হঠাৎ সে ধৈর্য্যলজ্জা ক'রে নিমজ্জিত ॥
আমারে আলিঙ্গি তল্পে কৈল পরাজয়।
অগত্যা লইনু আসি তোমাদের আশ্রয় ॥

ললিতা কহে হে কৃষ্ণ! তুমি মিথ্যা কহ?
কৃষ্ণ কহে হে ললিতে! রবির দিব্য লহ ॥
ললিতা কহে হে রাধে! একি সত্য কথা?
রাধা কহে, তমালে কি কৈনু না জানি তা ॥
সখী হাঁসে, কৃষ্ণ কহে শুন সখীগণ।
নির্জ্জনে সুরত যাজ্ঞা এর নহে নূতন ॥
শারদীয় রাসে বহু রমণী সভায়।
'সিন্ধাধরামৃত কৃষ্ণ' কহিল লীলায় ॥ ১১
রাই কহে সে কালে হৈল স্বভাব বিপর্য
আমি যদি বাঁশী পাই তবে ঐহে মোহয় ॥
তোমাকে সখীদিগকে উন্মাদিনী ক'রে।
স্বভাব ছাড়ায়ে বাঁশী বনে আন্‌তে পারে ॥
তবে কৃষ্ণ 'লও' বলি বংশী রাধায় দিয়া।
সখীসহ অন্যত্র যায় কৌতুক করিয়া ॥
কৃষ্ণ বিনে কে বংশী বাজা'তে শক্তি ধরে।
তাই কৃষ্ণাগুরু-কস্তুরী অঙ্গে লেপন করে ॥
কাল অঙ্গে শিখিপুচ্ছ চুড়া বাঁধি শিরে।
পরিপাটী পীত ধটী পরিধান করে ॥
উজ্জল তিলকে সাজি নটবর সাজে।
ত্রিভঙ্গ হৈয়া বাজায়, তবে বাঁশী বাজে ॥
গোবিন্দ মোহিত হৈল মদন মোহন।
অন্যে কেন স্বভাব না ছাড়িবে এখন ॥
পুরুষ প্রকৃতি হয় যে বাঁশীর গানে।
পুরুষোত্তম কৃষ্ণও প্রমদা হৈল শু'নে ॥

কুঙ্কুমে নিজ শ্যামাঙ্গ গৌরবর্ণ করি।
রাধা প্রায় আভরণ বসনাদি পরি ॥
উন্মাদিনী প্রায় ললিতাদি সখী-সঙ্গে।
মুরলী-বাদন স্থলে আসিলেন রঙ্গে ॥১৪
'রজন্যেষা ঘোর-রূপা' বলি শারদ-রাসে।
কৃষ্ণ যৈছে গোপীগণে কহিলা স-রসে।
তৈছে রাধা কহে হে কুল-যশঃ-বতি।
কি লাগি এ ঘোর বনে আইলা দ্রুতগতি ?
ইহা ভ্রমিছ, পুরুষ আদর পাইতে ?
ভয় নাহি কর কিছু, এ তো অনুচিতে ?
ব্রজে যাও! স্ত্রীগণের পতি-সেবা ধর্ম্ম।
অথবা কি বনে পুষ্প মার্গণ-স্পৃহাকর্ম্ম ?
তা হ'লে তো তোমাদের গৃহ-পার্শ্ববনে।
তাঁহাই এ সব বাঞ্ছা হইবে পূরণে ॥
রাসে যৈছে কৃষ্ণোপেক্ষা বচন শুনিয়া।
গোপীগণ ভূমিলিখি অশ্রু মুখ হৈয়া ॥
যেরূপ কহিলা তৈছে কৃষ্ণ ললিতাদি।
কহে হে রসিক! তোমা ভাবি নিরবধি ॥
ঈদৃশ কঠোর বাণী তুমি নাহি কহ।
মুখামৃতে স্মর তাপ শীতল করহ ॥
চির আশালতা বাড়ি বেণু রবামৃতে।
এবে কি ছেদিবে এ বচন কুঠারীতে ?
যৈছে রাসে গোপীগণে-কাতরোক্তি শুনি
হাঁসি কৃষ্ণ দুঃখ হরি রমিলা রমণী ॥

তৈছে রাধা কৃষ্ণ-বেশে স্মিত-প্রকাশিয়া।
নিজ-বেশ-ধারী কান্তে রমণ করিয়া ॥
হৈল পূর্ণমাত্রা কান্ত-নিসর্গালঙ্কৃত।
হেরি বৃন্দাদির চিত্ত পূর্ণ প্রমোদিত।
বাম্য যুক্ত রাধা-বেশী কৃষ্ণের সহিত।
চপল-কৃষ্ণ বেশিনী রাধা স্মর-রত ॥
বিপরীত বৈদগ্ধী দোহে দেখি সখীগণ।
কৌতুক সাগরে কৈল অঙ্গাবগাহন ॥
দূরে দেখি বৃন্দা নেত্রজলে দ্রব হৈয়া।
নিজ জন্ম ধন্য করি লইলা মানিয়া ॥১৯।২০
রাসে যৈছে রাধাসহ হৈল অন্তর্হিত।
তৈছে রাধা কৃষ্ণে-লৈয়া গেলা অন্যভিত ॥
সখী যুথ হৈতে রহ-স্থানে কৃষ্ণ লৈয়া!
ক্রীড়া-পরায়ণ হৈলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
তবে বিরহ-কাতরা প্রিয় সখীগণ।
অশ্বত্থ নীপাদি পুছি করি অন্বেষণ ॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে জালরন্ধ্রে নেত্র দিয়া।
রহো-লীলা দর্শন করিল ব্যগ্র হৈয়া ॥
পরে রাধা কৃষ্ণ লৈয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
নিজবেশী কৃষ্ণে কৈল মাল্যাদি ভুষিতে ॥
পরে কৃষ্ণ কহে আমি চলিতে না পারি।
তব যথা-মন তথা লহ বুকে করি ॥
শুনি রাধা প্রিয়তমে অকস্মাৎ ছাড়িয়া।
কোন সুনিভৃত স্থানে লুকাইলা গিয়া ॥

তবে রাধাবেশী কৃষ্ণ বিলাপ করিয়া।
হাহা রবে ভূমিতলে পড়িলা কাঁদিয়া॥
ললিতাদি সখী আসি দশা জানি ঘেরি।
সুস্বরে বিলাপ করে প্রিয় গান-করি ॥২৩
হে দয়িত! সুখী কর দরশন দানে।
যে তব মৃদু-চরণ করিতে সেবনে॥
ধরি তপ্ত-বুকে ব্যথা পাবে ব'লে ধীরে।
সে পাদপদ্মে নাহি যাও খর তৃণাঙ্কুরে॥২৪
কৃষ্ণবেশী রাধা সে বিলাপে মৃদু হাসি।
গোপীর মণ্ডলে হৈলা আবির্ভূত আসি॥
নীলকান্তি পীতাম্বর ঝলমল করে।
দোহ অঙ্গকান্তি যেন দিয়াছে দোহারে॥
কোন গোপী কর ধরে, কেহ পদাম্বুজে।
কেহ লয় স্কন্ধে বাহু, কেহ চক্ষু বুজে॥
রাধাবেশী-কৃষ্ণের চিল্লী চালনাস্বাদিয়ে।
কৃষ্ণবেশী-রাধা নেত্রভঙ্গী প্রকাশয়ে॥ ২৬
হেনকালে বৃন্দা আসি রাধা-কৃষ্ণে কয়।
স্বকান্তকে কান্তা কৈল! রাধে। তব জয়॥
হে কৃষ্ণ তুমিও রাধায় দুর্গম ভাব লৈয়া।
ধন্য হৈলা জয়লক্ষ্মী আলিঙ্গিত হৈয়া॥
এ লীলায় কাজ নাই। রাধে! বংশী দেহ
কৃষ্ণ করে দিয়া কহে, কৃষ্ণ! বাঁশী লহ॥
মুরলী পাইয়া কৃষ্ণ আশ্চর্য্য মানিল।
"অহো আমি রাধা নহি? সাশ্চর্য্যে
কহিল॥ ২৭।২৮

অতঃপর দোহে নিজ নিজ বেশ ধ'রে।
বসিল রাসস্থলীতে, বৃন্দা সেবা করে॥২৯
রাধাকৃষ্ণ দোহে দোহায় প্রহেলী
জিজ্ঞাসে।
কৃষ্ণ কহে রাধে! কহ, উত্তর প্রকাশে॥
"যে স্বভাবে প্রাণহীনা যদি প্রাণ পায়।
প্রাণীগণে মোহে তার নবদ্বার কায়॥"
প্রহেলী শুনি শ্রীরাধা কৌতুক তরঙ্গে।
শ্যামের প্রহেলী অর্থ কহে কৃষ্ণে রঙ্গে॥
"যাকে মুখ সুধা দাও সে তোমার বাঁশী।"
শুনিয়া উত্তর সখীগণ উঠে হাঁসি॥৩০।৩১
রাধা কহে যে বিস্তৃত যশঃ গেয়ে গেয়ে।
মুর্চ্ছালভে, যাতে গুণ শ্রেণী সুশোভয়ে॥
যে গ্রামস্থ হৈয়াও অতনু রসে বিকল।
হে নাথ। সে-কে? এই প্রহেলী অর্থ বল?
শ্যাম কয় কলাবলী জিনে মুরলীকে।
আপন মাধুর্য্যে যে সুখী করে মো'কে॥
সে তোমারি মত পীন তুম্বি স্তনী 'বীণা'
শুনিয়া প্রহেলী কয় ললিতা প্রবীণা॥
যাহারা বালত্বে খ্যাত হৈয়া অতি বৃদ্ধ।
যাদের দুই অবস্থা মোক্ষ এবং বদ্ধ॥
শুদ্ধ হৈয়া তম, কুটিল, কি তাদের নাম?
প্রশ্ন শুনি দ্বৈধ অর্থে উত্তরিছে শ্যাম॥
যারা প্রতি কর্ম্মে বদ্ধ, হ'লে রত্যুদ্দাম।

আমি যাদের মোক্ষ দেই, সে বিভক্ত
'কেশে'।
আমি তো ভজনা করি ভজন বিশেষে ॥
১ (কর্ম্ম বন্ধের রত্যাঙ্কুর হৈলে মোক্ষ হয়।
সে বিভক্ত সুখৈশ্বর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥)
২ (প্রসাধনে বদ্ধ যারা সম্প্রয়োগে মুক্ত।
'রাধা কেশ ভজি কাল কুটিল, বিভক্ত ॥
বিশাখা কহে আমি যে প্রহেলী কহিব।
যদি তুমি কহিতে পার ধন্যবাদ দিব ॥
"অর্থ তত্ত্বে সুপণ্ডিতা, (১) বিশ্ব-ভাব-
দর্শিনী। (২)
বিভূতি ধারণ করি (৩) ভ্রমে, কে
যোগিনী? (৪)
কৃষ্ণ কহে অনঙ্গ সুখে মুক্তি-সুখ-হেতু।
উজ্জ্বলাত্ম-বেদনে যে যোগিনী কৃপাতু ॥
যার আজ্ঞায় কর্ম্ম-ছাড়ি বনে এ নির্বৃতি।
সেই 'প্রিয়া দৃক্'-যোগিনীরে করি স্তুতি ॥
চিত্রা প্রহেলী কহে, শুন কৃষ্ণধন।
কহ তো "যে দ্রব্য সদা পবর্গ সাধন—
নিতান্ত দান্ত বিগ্রহ, এবং শুচিপ্রিয়।
অনুরাগে স্বসৌভাগ্যে জগতে শোভয়"?
কৃষ্ণ কহে চিত্রে, তুমি যে প্রহেলী কৈলে
তাহা কি বর্ণিব মোর রসনায় না দিলে ॥
সে রাধা 'অধরে' মোর রসনা মিলাহ।
রাধা কহে তোমরা এ লম্পট সঙ্গে রহ ॥

ইহা বলি সখী প্রতি কোপান্বিতা হৈয়া।
ভীষণ ভ্রুকুটী করি তর্জ্জন করিয়া ॥
ক্রোধ করি তথা হৈতে যাইতে উদ্যতা।
কৃষ্ণ তবে ধরি কহে রাধে! শুন কথা ॥
মোর প্রহেলিকা যদি দাও সদুত্তর
সুবুদ্ধি জানিব তোমা জয় দিব তোর ॥
এ বলি লজ্জায় যাহা উত্তরিতে নারে।
সে গূঢ় প্রহেলী কৃষ্ণ কহিলা রাধারে ॥
যার প্রথম বর্ণে শোভা, দ্বিবর্ণে দেবতা।
ত্রিবর্ণে তোমার প্রিয়, চৌবর্ণে তরুতা ॥
পাঁচ বর্ণে সখীগণের কর্ণানন্দ শব্দ।
পাঁচ অক্ষরে কি শব্দ হয় তব বোধ?
শুনি রাধা নত মুখে হাস্য নাহি ধরে।
সূক্ষ্ম বুদ্ধ্যে ছল করি কহিছে কৃষ্ণেরে ॥
মম প্রশ্নোত্তর তুমি আগে তো করিবে।
পরে তব উত্তর পদ্মা-সখী কাছে পাবে ॥
কি ইচ্ছা করে১গৃহী? কি যুবার২বাঞ্ছিত।
সুবাদ্য৩ কি? কর্ণ৪ বেদ্য? মোর সখীযুথ ॥
কি৫ শুনিতে লতাজালে থাকে লুকাইয়া।
তব পঞ্চাক্ষর লহ ইহাতে মিলাইয়া ॥
"সুরতরুত" শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারে অমনি।
সখীগণ দিল রাধার জয় জয় ধ্বনি ॥
কৃষ্ণ সেই লজ্জাকর প্রহেলীর অর্থ।
রাধামুখে কহাইতে না হৈল সমর্থ ॥

বুদ্ধি মতী রাধা অন্য প্রহেলিকা বলি।
কৃষ্ণ মুখ হ'তে কহাইল সে প্রহেলী॥
তবে বৃন্দা সুখে বস্ত্র মাল্য তাম্বুলাদি।
দিব্য আভরণ দিয়া সেবে রাধানিধি॥
তবে রাসবিলাসে কৃষ্ণে তৃষ্ণাতুর হেরি।
বৃন্দা সেই প্রস্তাব করিলা কর জুড়ি॥
হের হে রসিক-মণি যমুনা-পুলিনে।
বালুকা-তুলায় অতুল শিল্পী পবনে॥
তরঙ্গাকারে রুচির চিত্র রচিয়াছে।
হের যমুনাতে চিত্র তরঙ্গ খেলিছে॥
তীরে নীরে তরঙ্গেতে ভ্রম নাহি হয়।
তীরে শুক্ল নীরে কৃষ্ণ কান্তি নিকশয়॥
উত্তর দক্ষিণ কূলে শ্বেত বর্ণ তট।
মধ্যে কৃষ্ণ-বর্ণ জল যমুনা প্রকট॥
যেন কর্পূর নদী-বক্ষে মৃগমদ নদী।
কিংবা উত্তরে দক্ষিণে নহে পুলিনাদি॥
এ যেন যমুনা যশঃ রাস-কলাদিতে।
স্তুতি করা'য়া আদরে আছে আলিঙ্গিতে॥
বৃন্দাবাণী শুনি কৃষ্ণ রাধা কর ধরি।
কহে এসো প্রিয়ে 'রাস' প্রকটন করি॥
তবে তো পুলিনে আসি নৃত্য আরম্ভিল।
তবে কৃষ্ণ গোপীগণে কহিতে লাগিল॥
দেখসখি রাসে মোদের ঔৎসুক্য দেখিয়া।
কে যেন পুলিন ধুইল উজ্জ্বল করিয়া॥
শুক্লগুণ-সরস করি বস্ত্রে ছানিয়া।
কলা প্রকাশিল তাতে পুলিন-সেচিয়া॥
ছানিতাবশিষ্ট হেয় অংশ যাহা ছিল।
মালিন্য শঙ্কায় বিধি উর্দ্ধে নিক্ষেপিল॥
তাহা হ'তে আকাশে ঐ চন্দ্র জন্মিয়াছে।
তৎশেষ মালিন্যে তাতে কলঙ্ক রচি'ছে॥
উর্দ্ধে নিক্ষেপিতে সনিঃসৃত কণারাশি।
লক্ষাধিক্ নক্ষত্র হৈল, নেহার প্রেয়সি॥
তবে গোপীগণ গোবিন্দে মধ্যে রাখিয়া।
মণ্ডল রচিল সবে ভুজে ভুজ দিয়া॥
শোভে যেন কন্দর্পের-কীর্ত্তি-সরোবরে।
লক্ষ দল হেম-পদ্মে নীল কর্ণিকারে॥
পুলিন যেন ধরার চন্দনী-কপাল।
কৃষ্ণ-কস্তুরী তাহে গোপী কাশ্মীর-জাল॥
তবে কৃষ্ণ চতুশ্রুতি-স্পর্শি কেদার রাগে।
রোহাবরোহ, গমকে ভূষিত বিভাগে॥
"তানানানা" আলাপিল রাগের মাধুরী।
শুনি স্বরে-জরাক্রান্ত হৈল সুর-নারী॥
অপ্রাকৃত কন্দর্পী শ্রীকৃষ্ণ শরাঘাতে।
রতি সহ রতি-পতি হৈল মোহ-প্রাপ্তে॥
তবে রাস-রসরাজ, গোপীর মণ্ডলে।
গোপীদ্বয় মধ্যে গিয়া দ্বিভুজ-দ্বিগলে॥
সখীগণ কণ্ঠে নিজ কণ্ঠ মিলাইয়া।
যবে আরম্ভিল নৃত্য, সঙ্গীত করিয়া॥

অদৃশ্যে বাদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবগণ আসি।
নিজ ক্রিয়া করে সেবা অবসর বাসি॥
রাগ, মুচ্ছ্ না, শ্রুতি, গ্রাম, হস্তক তালে।
দেবগণ মূর্ত্তা হৈয়া হইল মিশালে॥৬৩ ৬৪
নব শব্দ উঠে বীণা মৃদঙ্গের সঙ্গে।
গানে নৃত্যারম্ভিলা হরি অপূর্ব্ব ভঙ্গ্যে॥
"থৈ তত্তা থৈয়া তা তথ থৈয়া,
দৃমিকি দৃমিকি দৃমি ত্রিকি ত্রিকি
ত্রিকি থা॥"
এই তাল উঠে কৃষ্ণ গোপীগণ মুখে।
এই তালে তালে নৃত্য করে সবে সুখে॥
তাতে কিঙ্কিনী কঙ্কণ ঝন ঝন বাজে।
উজ্জ্বল-রস-মাধুর্য্যে সুমন বিরাজে॥
গোপী নৃত্য-শোভা দেখি এই লয় মনে।
শোভার-সাগর কৈল কন্দর্প-মন্থনে॥
তদুদ্ভূতা লক্ষ্মীগণ গোপীরূপ ধ'রে।
অপূর্ব্ব নৃত্য চাতুর্য্যে কীর্ত্তি বিস্তারে॥
গোপী কৃষ্ণ মণ্ডলীতে এই মনে হয়।
কন্দর্প যেন এ জপ-মালাটী জপয়॥
বিদ্যুন্মেঘে, স্বর্ণ রত্নে, চাঁপাপদ্মে নহে।
এলীলা নির্ম্মিত যেন উজ্জ্বল রসাবহে॥৬৮
তাদৃশ রসাঙ্গে সিদ্ধ সম্প্রয়োগ অঙ্গে।
পূর্ণ গোপী কৃষ্ণাভিন্ন-প্রীতি-রস-রঙ্গে॥
অপূর্ব্ব-বৈচিত্র্যময় নৃত্য-কলায়ণে।
স্বভাবাভিনয়ে সিদ্ধ প্রয়োগ লক্ষণে॥

তবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা বদন নেহারি।
গান আরম্ভিলা বদন বর্ণন করি॥
হে সুন্দরি! কি লাবণ্য তোমার বদনে।
তাহে বিলাসয়ে চঞ্চল দৃগন্ত গণে॥
অসমোর্দ্ধশোভা তাহে কামকলাচয়।
অনুরাগী মন মম মোহিল নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ-গীত শেষ হৈলে রাধাও তখন।
"সুন্দরী" পদে সুন্দর করিয়া যোজন॥
কৃষ্ণকে বর্ণন করি গাইল সঙ্গীত।
শুনি কৃষ্ণ চিত্ত সুখে হইল মোহিত॥
পুন কৃষ্ণ গায় রাধা বদন-মহিমা।
রাধা তাতে দেখাইয়া চাতুর্য্যের সীমা॥
সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি—তে স্বর
মূর্চ্ছা দিয়া।
কৃষ্ণের বদন বর্ণে সুচ্ছন্দ করিয়া॥৭১।৭
মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ কুতুকী।
কহে সবে একে একে নৃত্য কর দেখি॥
শুনিতেই ললিতা দেখায় নৃত্য-চাতুরী।
ধিক্ ধিক্ মৃদঙ্গ বাজে দেখয়ে মুরারি॥
বিশাখাদি সখী দেখায় নৃত্য বৈদগ্ধী।
শির ধুনাইয়া স্বাদে রাধা-কৃষ্ণ-নিধি॥
তবে সবে কহে হে নটিনী নটরাজ।
উভয়ে নৃত্য কর দেখি গোপিকা সমাজ॥
শুনি রাধাকৃষ্ণ নাচে গোপীগণ গায়।
কতক রঙ্গিনী সুখে মৃদঙ্গ বাজায়॥

দোঁহে নাচে মুখে বলে তাল যুগপৎ।
তৎতা থিদ্ধি ততি কট-থুঘি তৎ ॥৭৫।৭৬
তবে দোঁহে কর ধরি নৃত্য আরম্ভিল।
ভুজ-কম্রে রত্ন ভূষা কান্তি উচ্ছলিল ॥
কুণ্ডলের চাঞ্চল্য যে কান্তি নিকষিল।
দোঁহার মুখমণ্ডল দোঁহে নির্ম্মঞ্ছিল ॥
পরস্পরে ধরি বেগে নাচে ঘুরি ঘুরি।
নীল পীত চক্র ঘুরায় কাম কুম্ভকারী ॥
সেকালে দোঁহার বেণী পৃষ্ঠসঙ্গ-ছাড়ি।
পরিধি রচিল যেন নীল শোভাধারি ॥
এই ঘূর্ণানৃত্যে তাল সমাপ্তির কালে।
হস্ত ছাড়ি নানা ভেদে নৃত্য প্রকাশিলে ॥
সমাপ্তি সময়ে কৃষ্ণ রাধার বক্ষজে।
হস্ত দিতে 'সেই তালে' রাধা-হস্ত-ত্যজে ॥
রাধার তাল চাতুরী দেখি সখীগণ।
শ্রীরাধার জয়ধ্বনি করিছে তখন ॥৭৯
দুহু নৃত্যশেষে কেহ চামর ঢুলায়।
কোন সখী বেশভূষা বিন্যাস করয় ॥
কোন সখী দুহু অঙ্গে চন্দন সেবয়।
কোন সখী দুহুমুখে তাম্বুল অর্পয় ॥৮০
অর্ব্বাচীনে "রাস" কৈছে হয় আস্বাদন।
প্রত্যক্ষ দর্শীর মুখে না হয় বর্ণন ॥
জাতপ্রেমা ভক্ত যদি বর্ণিবারে চায়।
প্রেমে বাক্য স্তম্ভ হয় বর্ণিতে না পায় ॥
দুহু কৃপাশক্তি যবে শুক-মুখ দ্বারে।
সঞ্চারিয়া দিগদর্শন করায় যাঁহারে ॥
সে দর্শনে রাস-স্থলি আশ্রয় লভিয়া।
বর্ণিবারে পারে আধুনিক মুখ দিয়া ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত ভাষানুবাদে রাস বিলাসাস্বাদন
নাম উনবিংশতি সর্গ।

বিংশ সর্গ

অলস নিদ্রাদি লীলা

তবে দোঁহে বহু তাল মিলন প্রবন্ধে।
সুবিচিত্র তৌর্য্যত্রিক বিহিত আনন্দে॥
যমুনার জলে স্থলে বিহার করিয়া।
নিজোচিত বেশ কৈল কুঞ্জে প্রবেশিয়া॥
আম রম্ভা কাঁটালাদি বৃন্দা আনি দিল।
ভোজ্য প্রশংসিয়া দোঁহে আনন্দে ভুঞ্জিল॥
সখীগণ আনীত কর্পূর-কেলি আদি।
হাস্য রসে আস্বাদিল দুহু গুণ নিধি॥
আচমন পরে দাসী স্বর্ণ বিটী সেবে।
তাম্বুল চর্ব্বণে দেখ কি শোভা কেশবে॥
মাধুর্য্যে ধৌত নীল নিধি-উপরে চন্দ্র।
সে চন্দ্রেতে থাকে যদি নক্ষত্রের ছন্দ॥
অনুরাগে যদি মধ্য অরুণিমা হয়।
তবে কিছু সে শোভার সাদৃশ্য লভয়॥৩।৫
সে চন্দ্র দেখিয়া রাধা-ধৈর্য্য তমো গেলে।
লজ্জা ম্লান স্মরোদয় নেত্র-মণি গলে॥৬
ঐছে হেরি কৃষ্ণ রাধা-'কাম' অনুমানি।
ভাব উদ্দীপিয়া কহে সুমধুর বাণী॥
দেখ দেখ রাধে বৃক্ষ পত্র ফাঁকে ফাঁকে।
কে জোছনা কণা আদি ভূষিছে ধরাকে॥
তাহা দেখি জন মনে হয় স্মরোদয়।
ব্রজ কুঞ্জ পরিচর্য্যা শুভক্ষণ এ হয়॥ ৭।৮
এসো প্রিয়ে 'কল্প-কুঞ্জে পুষ্পতল্পাশ্রয়ে'।
ইহা বলি প্রিয়া কর ধরিয়া উঠয়ে॥
রামভুজে কণ্ঠ ধরি পর্য্যঙ্কে শোয়া'ল।
দাসীগণ পদ-সেবাবাঞ্ছা পূর্ণ হৈল॥
দুই দাসী দুই ক্রোড়-স্বর্ণ-পীঠোপরে।
স্থাপি রাধা কৃষ্ণ পদ-যুগ দেব-বরে॥
প্রথমে নয়ন জলে পাদ্য সমর্পিয়া।
উদ্গত রোমাঞ্চ দূর্ব্বাঙ্কুরে অর্ঘ্য দিয়া॥
সুকোমল পানি পদ্মে অর্চ্চনারম্ভিল।
ক্রমে গন্ধার্পণ-আগে পুষ্প প্রদানিল॥
চন্দন কর্পূর-কস্তুরী কুচ গন্ধ দিল।
শ্বাস ধূপে, নখদীপে আরতি করিল॥
উরজে নৈবেদ্য কল্পি স্পর্শ করাইল।
প্রাণ-কর্পূর-প্রদীপে প্রেমে নির্ম্মঞ্ছিল॥
দাসীগণ পদ সেবে ব্যজন ঢুলায়।
কঙ্কণ ঝঙ্কারে তাহে হস্ত চালনায়॥
কবি প্রায় সে ঝঙ্কারে দুহু যশঃ গায়।
প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী মনে সুখ পায়॥

দুই পাশে দুই দাসী তাম্বুল অর্পিল।
দুই স্বর্ণ লতা যেন দ্বি-চন্দ্র পূজিল ॥
তবে রাধা সহ ক্রীড়া অভিলাসী হৈয়া।
শ্রীরাধারে কহে দাসীগণে দেখাইয়া ॥
দাসীগণ নৃত্য শ্রমে অলসাঙ্গী হের।
ইহাদিগে শয়ন করিতে আজ্ঞা কর ॥
তব পদ শ্রান্তি যদি এখনও থাকে।
আমি সম্বাহিব, আজ্ঞা করহ আমাকে ॥
শুনি মাত্র কাল জানি সেবিকা কিঙ্করী-
বাহিরে আইল যেন পূজার পূজারী ॥২০
তবে কৃষ্ণ স্মর-তীর্থে নিস্নাত হইল।
শীতে রোমাঞ্চ, অঙ্গে ঔজ্জ্বল্য স্ফুরিল ॥
স্মৃত্যুদ্ভব অশেষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।
হর্ষ ভরে ভজিতে প্রবৃত্ত ভগবান ॥ ২১
প্রারম্ভে ত্রি আচমনে শ্রদ্ধাভিলষিত।
অনঙ্গ বিধি কর্ম্ম ও কৈল সুসাধিত ॥২২
নানা দ্রব্যে আশাবন্ধে বিঘ্ন অপসারি।
স্বর্ণরত্নময় কুম্ভে করন্যাস করি ॥২৩
স্বর্ণ ঘটোপরি উমা-শঙ্কর লিখিয়া।
ঐক্যভাবনা কৈল দ্বিজাচ্ছাদন দিয়া ॥
তুরীয় সুরত-সুখ অনুভব করি।
সখী-প্রেমে মনে মনে কহিছে কিশোরী
"যে সুখ অধুনা আমি কৈনু অনুভব।
কেমনে এ সুখ আমি সখীগণে দিব ॥"

প্রেয়সীর মনোভাব বুঝিয়া শ্রীহরি।
বিলসিল যত সখী তত মুর্ত্তি ধরি ॥
কেলী-দর্শন-গত-প্রাণাদাসীগণ।
দেখিতেছিল গবাক্ষে অর্পিয়া-নয়ন ॥
হঠাৎ এক দাসী কহে দেখ সখীগণ।
কি অদ্ভুত দশা দোহার হৈল আগমন ॥২৪
বাহু বদ্ধ দোহার নিষ্পন্দ দেহ কাঁপে।
বিরহ পীড়ায় পুন হা হা বলি ঝাপে ॥
গদগদ শব্দ করি উষ্ণ-আঁখি-বারি।
পরস্পর পরস্পরে অভিষিক্ত করি ॥
নিবিড় আশ্লেষ ত্যজি সম্মুখে থাকিয়া।
হা হা রবে ললাট-আঘাতে কর দিয়া ॥
অশ্রু ধারে কেহ কারে দেখিতে না পায়।
তাহাতে অত্যন্ত দুঃখে কৃশ হৈল কায় ॥
এই প্রেম-বৈচিত্ত্য-ভাব তরঙ্গ নিচয়।
দোহার অনঙ্গ-রসে বিঘ্ন করয় ॥
উজ্জ্বল রসে যে উঠে বক্রিমা তরঙ্গ।
তাতে অতি সুখ, দুঃখ, উঠে দুই রঙ্গ ॥
ক্ষণে অন্য দাসী কহে দেখ সখীগণ।
পুনর্ব্বার করি দোহে গাঢ় আলিঙ্গন ॥
নেত্রধারে পরস্পরে অভিষেক করি।
কৃষ্ণ কহে শ্রীরাধারে মানিনি! হে প্যারি ॥
আমায় ছাড়িয়া তুমি কোথা গিয়াছিলে?
রাধা কহে মোরে ছাড়ি কোথায় লুকালে?

দাসী পুছে মিলনে বিরহ কেন হয়।
কেহ মিলা'ল না হঠাৎ কেন বা মিলয় ?
দোহার ভাব-কুসুম বাসিত হৃদয়ে।
কোন দাসী রস-বস্তু সিদ্ধান্ত কহয়ে॥
বিচ্ছেদে সদা চিন্তাতে গাঢ়-ধ্যান হয়।
ধ্যানে পরস্পরের প্রাপ্তি স্ফূর্ত্তিতে ঘটয়॥
সে স্ফূর্ত্তিতে আলিঙ্গনে যে অধ্যবসায়।
প্রিয়-অবিদ্যমানতায় তাহা সিদ্ধি নয়॥
প্রাপ্তি-জ্ঞান অনিশ্চয়ে যে বিরহ চয়।
ইহাই প্রেমিক যুগে বিরহ রীতি হয়।
কিন্তু এ প্রেম-বৈচিত্ত্যে বিরহের স্থলে।
স্ফূর্ত্তিতে যে প্রিয়-প্রাপ্তি অনুভব মিলে॥
সে প্রিয়-সাক্ষাতে প্রাপ্তিনহে সে স্ফূর্ত্তিতে
এ হেতু বিরহ-পীড়া নাহিক ইহাতে॥
এবে তো দেখিলে! দোহে অত্যন্ত বিরহে।
দোহার স্ফূর্ত্তিতে দোহে আলিঙ্গিতে চাহে॥
তখনি সাক্ষাৎ দোহার স্পর্শ দোহে পায়।
অতএ বিরহ পীড়া শান্তি এ প্রেমায় ॥৩৩
বিরহ বলি প্রেম-বৈচিত্ত্য হেয় নয়।
এ বিরহ বিনা সম্ভোগ পুষ্টি না হয়॥
প্রেম বৈচিত্ত্য বিরহোৎকণ্ঠা ফল দেখ।
সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্ লক্ষ গুণিতক ॥৩৪

দেখ সখি! এ বিরহ-ভয়ে যেন দোহে।
বস্ত্র ত্যজি গাঢ়াশ্লেষে হৃদে প্রবেশয়ে ॥৩৪
দোহামনোভাব, 'নিত্য যে চিত্তে ভাবহ'।
অত্য তথা বিহরিব, প্রবেশ করাহ॥
ঐছে কহি পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে।
প্রবেশয়ে পরস্পর-হৃদি মধ্য স্থানে ॥৩৬
এই দোহার দেহ দেখ এক হইয়াছে।
রাধাকৃষ্ণ 'এক-আত্মা' এ সত্য ঘোষিছে॥
দু দেহ পৃথক থাকা আর উচিত নয়।
এ বিচারে আত্মভু দোহে এক করয়॥
দেখ সখি রাধা-উর দলিছে শ্রীহরি
মনেহয় কৃষ্ণ বক্ষ নিজে ঈর্ষা করি॥
রাধা বক্ষ তুঙ্গত্ব জয়াভিলাষী হৈয়া।
নিজ বক্ষে প্রিয়া বক্ষ যুঝিছে পীড়িয়া॥
বিম্বাধর পান দেখি হেন মনে ভায়।
কাম যেন চাঁদে পদ্মে শত্রুতা ভাগায় ॥৩৯
অথবা উজ্জ্বল-রসে অগাধ-সরোবরে।
যে দোহ-মুখ-কমল নিত্য শোভা করে॥
কন্দর্প বাত্যায় আজ সে দোহে মিলিল।
চাঞ্চল্যে সীৎকারে চিত্ত ভৃঙ্গ ঝঙ্কারিল॥
মুখামৃত পান কালে অলকা চঞ্চল।
যেন যুদ্ধে পরস্পর শ্রীবিধু যুগল॥
হেরি বাললম-চয় অবসর পাইয়া—
চতুর্দ্দিকে নাচিতেছে শত্রুতা করিয়া ॥৪০

নয়ন চুমিতে লাগে অঞ্জন অধরে।
কৃষ্ণাধর পানে রাধা তাহা দূর করে॥
নিজাধর রাগে কৃষ্ণ অধর রঞ্জয়।
যেন সে কমলে মসী দেখি সে সময়॥
রাই বিম্বাধর মসী গ্রহণ করিয়া ;
নিজানুরাগে কমলে দিয়াছে রঞ্জিয়া ॥৪২
পরস্পর দন্তাঘাতে এই লয় মনে।
চারিটী বান্ধুলী যেন যুঝিতে সেক্ষণে॥
স্মর-ভূপ সুশানিত কুন্দরূপ শরে।
চারিটী বান্ধুলী ফুলে বাণ বিদ্ধ করে ॥৪৩
উরক্ষত স্তনোপরি ছিন্ন মুক্তা হার।
ঝরিতেছে দেখি মনে হয় গো আমার॥
কাম যেন নিজ-বিপক্ষ শম্ভু যুগলে।
বাঁধিয়া পল্লব-রূপ পাশদ্বয় দলে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণাঙ্কিত করিল দেখিয়া।
সুরধুনী-ভূমিতলে পড়িল ঝরিয়া॥
মদন-সম্বন্ধী অহঙ্কারে বল ধরি।
দামিনী জাগিছে নব নীরদ উপরি॥
দেখি সখী নয়নাশ্রু সম্বরিতে নারে।
জালাবলী ভাসাইল আনন্দাশ্রুধারে ॥৪৫
বাহিরে কিঙ্করীগণ যন্ত্র-পাখা টানে।
অশ্রুধারে বাঁধা দিল সে লীলা দর্শনে॥
এই দুঃখে প্রেমানন্দ প্রতি ক্রোধ মনে।
কহে যেন প্রেম আর না হয় সেক্ষণে ॥৪৬

চন্দ্র করিল নীল কমল মধুপান।
এ ঈর্ষায় অলিদ্বয় চন্দ্র-সুধা খান॥
বিপরীত রতি কালে রাধা মুখচন্দ্র।
পান করে কৃষ্ণ মুখপদ্ম-মকরন্দ॥
তাতে অসহিষ্ণু হৈয়া কৃষ্ণ নেত্র অলি।
রাধামুখ-চন্দ্র সুধা পিয়ে কুতুহলী ॥৪৭
কৃষ্ণ মেঘোপরে কৌস্তুভ সূর্য্যমণ্ডলে।
মোক্ষদেখি রাধা মুক্তাবলী নৃত্য করে॥
রাধা পদ স্বর্ণ-তীর্থে হংস অবধুত।
কটক ছলে করে হর্ষে বাদ্য অদ্ভুত॥
অঙ্গ-মর্দ্দ-পরিমলে লক্ষালি নিকর।
শ্রুতি প্রিয় গায় অঙ্গে স্বাত্ত্বিকবিকার ॥৪৯
সুকুটিল বালগণ বিষয়ের ভোগে।
অতি চঞ্চল সংস্থিত শ্রুত্যুক্ত কর্ম্ম-মার্গে॥
প্রসক্ত ও প্রতিকর্ম্মে প্রখ্যাত হইয়া।
অবস্থান কৈল চন্দ্র-মণ্ডল বেড়িয়া ॥৫০
দাসীর কুটিল-কেশ দেখি সে সম্ভোগে।
চাঞ্চল্যে বিক্ষিপ্ত। শ্রুতি ব্যাপ্ত-কর্ম্ম ভাগে—
প্রসক্ত ও প্রসাধনে শোভিত হইয়া।
বিরাজিল মুখ-চন্দ্র মণ্ডল বেড়িয়া ॥৫০
অবার্য্যমান অমৃত পানে হৈয়া দৃপ্ত।
চন্দন কবচ যাঁদের হয়েছে খণ্ডিত॥

পরস্পর ভুজ নাগ-পাশে তারা বদ্ধ।
ভোগেচ্ছা জিগীষায় নিত্য-বদ্ধিত ও
শ্রদ্ধ।৫১
রসিক-শেখর-হরি রসিকা নাগরী।
এ তুমুল অনঙ্গরণে অন্যোন্যে চাতুরী—
জানাইতে অতি ব্যস্ত হেরি শ্রান্তিসখী—
নিদ্রাকে আনিয়া কৈল রণের সমাধি॥
রতিশ্রমে দুহু নিদ্রা হেরি সখী দাসী।
সেবি যথা স্থানে নিদ্রাগতা হৈল আসি॥
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা জপমালা রূপ।
প্রতিলীলা এক এক মণির স্বরূপ॥
যে মণিতে জপ স্মৃতি আরব্ধ হইল।
গ্রন্থকার সে লীলাতে সমাপ্তি রচিল॥
মালার সুমেরু প্রায় মঙ্গলাচরণ।
অন্তে তাই পুন কৈল সে শ্লোকবন্দন॥

জয় ব্রজ কল্পভূমি ঈশ্বরী ঈশ্বর।
জয় তাঁর সনাতন রূপ পরিকর॥
তাঁদের সে পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
রাগানুগা ভক্তিপথ শাস্ত্র-মত লৈয়া॥
গৌতমীয় তন্ত্র আর ক্রম-দীপিকাদি।
প্রশস্ত সাধুসম্মত রাগানুগা পদী॥
অনুসরি সেবা করি অন্তরে বাহিরে।
হেন আনুগত্য মোরে দেউ কৃপা ক'রে॥
বন্দোঁ মু অদভুত সুবরণ মেহ।
জিনি কোটি কাম কান্তি ধারা বরিখণে-
রসপুর করু জগমাহ॥
যাকর উদয়ে বিদ্যুৎদ্যুতি প্রকটই
তম পরপঞ্চ দূরে ভাগে।
সো শচীনন্দন মেহক পদপাশে
গোপী শরণ ধন মাগে॥৫৪

ইতি-শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ভাষানুবাদে
নক্তলীলাস্বাদন নাম বিংশতি সর্গ।

শ্রীগ্রন্থকারের সদৈন্য বন্দনা

প্রচুর কৃপায় যিনি স্বোত্তম সহায়ে।
ঘন-তম-কূপ হৈতে পুন উদ্ধারিয়ে॥
ইঙ্গিতে স্বপ্রেম-মার্গে দিক্ দর্শাইল।
দিব্য-লীলা-রত্নাঢ্য সে মার্গাশ্রয় দিল॥
যাঁর গুণে এ নিভৃত গোবর্দ্ধনে বাস।
সেই শ্রীলোকনাথ হৃদে হউন প্রকাশ॥৫৫
বিশ্বাকাশ বিকার শকে গুরুতে ফাল্গুনে।
বিশ্বানন্দী পূর্ণিমা-প্রতিপদ সন্ধিক্ষণে॥
গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী দোলোৎসবক্ষণে।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুভ জন্ম-দিনে॥

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড তীরে রসময়।
এই কাব্য পূর্ণ হৈয়া হইলা উদয়॥১
শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম মধুর বৈভবে।
হায়! আমি কিরূপে করিব তাঁর স্তবে॥
যে মধু সহসা পানে মলিন চিত্তালি।
সংসার-উগ্র-মদিরা ভুলাইয়া ফেলি॥
বৃন্দাবনে রাধাশ্যাম-কেলি-কল্প বাসে।
স্থান দিয়া সদা-বাস করাইল উল্লাসে॥২

ইতি শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত মহাকাব্য সমাপ্ত।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পনমস্তু॥

বিশ্ব—১, আকাশ—০, বিকার—১৬, ১৬০১ শকাব্দা। (গৌর পূর্ণিমা)
ফাল্গুন মাসে, বৃহস্পতিবারে, বিশ্বানন্দী-পূর্ণিমা ও প্রতিপদ সন্ধিতে।

আত্ম-দৈন্য

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করুণার সিন্ধু।
অধম দুর্গত দীনহীন জন বন্ধু ॥
অদোষ দরশী পতিতোদ্ধার পরশ।
গৌর-কৃষ্ণ প্রেম রসে সর্ব্বদা সরস ॥
এ অধমে জান ইথে অযোগ্য সর্ব্বথা।
তথাপি এ দুঃসাহস করিনু অযথা ॥
বৈষ্ণবের যাঁহা চির বিহারের ভূমি।
ইথে অপ্রবেশ মোর জান সব তুমি ॥
তথাপি এ প্রগল্‌ভতা কেন যে করিনু।
চিত্তের চাঞ্চল্য কিছু বুঝিতে নারিনু ॥
তোমরা যে নিরুপাধি কারুণ্যের বশ।
তাই এবে কিছু কহি করিয়া সাহস ॥
ভ্রম প্রমাদাদি দুষ্ট সদা এ হৃদয়।
তাতে গ্রন্থে নানা দোষ থাকিবে নিশ্চয় ॥
আপন কারুণ্য গুণে শুদ্ধ করি ল'বে।
উপদেশে মোরে শোধিতেও না বঞ্চিবে ॥
এই ভরসায় পদে লইনু শরণ।
অপরাধ ক্ষম মোর যত মহাজন ॥
হে ঠাকুর বিশ্বনাথ তব শ্রীচরণে।
কি বলিব নাহি জানি নাহি স্ফুরে মনে ॥
তোমার যে মর্ম্ম-ভাব অপার গম্ভীর।
পরশিতে চাহি শুধু এক বিন্দু নীর ॥
এ মলিন চিত্ত তাতে সর্ব্বধা অযোগ্য।
জানি তভো পর্দ্ধা কৈনু অর্জ্জিতে অভাগ্য ॥
আপনা শোধিতে কৈনু এতেক প্রয়াস।
পদাশ্রয় দানে মোর পূর্ণ কর আশ ॥
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু বিশ্বনাথ।
পতিত এ গোপীনাথে কর আত্মসাৎ ॥

পক্ষ বাণ বেদ গৌরাব্দে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতে ॥
শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্নান যাত্রা শুভতিথে ॥
শ্রীবৈষ্ণব কৃপা লেশ মনে করি আশে।
গ্রন্থের সমাপ্তি স্ফূরে গোপীনাথ দাসে ॥

সমাপ্ত

পক্ষ ২, বাণ ৫, বেদ ৪—৪৫২ গৌরাঙ্গে।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতের

শ্রীসঙ্কল্প কল্পদ্রুম

হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! হে বয়ো জলধে ।
হে 'রূপ' 'গুণ' 'লীলা' সৌভাগ্য' সুনিধে ॥
হে কেলি—করুণানিধে কর অবধান ।
দাসী ক'রে মোরে তব পদে দেহ স্থান ॥
সকান্ত-সসখী-তব করিয়া সেবন ।
সুখিনী করিব শুধু এই নিবেদন ॥ ১

বিবিধ ভূষণে সাজা'য়ে যতনে
কুঞ্জে নি'ব অভিসারে ।
তুমি কৃষ্ণ হেরি লাজে যা'বে ফিরি
আমি তবাঞ্চল ধ'রে ॥
হরি সন্নিধানে আনিব ; সে ক্ষণে
আমারে তর্জ্জন করি ।
সে তর্জ্জন বাতে সুধা-সম, মোতে
হরিষ দিবে সঞ্চারি ॥২

তোমা রুষ্টা দেখি পদে বিনয় করিব ।
অলক্ষিতে নাগরে অপাঙ্গে সঙ্কেতিব ॥
তাতে কৃষ্ণ বাহুবেড়ি আলিঙ্গি তোমাকে ।
পুলকাঙ্গী করি ধন্য করিবে আমাকে ॥৩

"প্রাণ প্রিয়ে ! পুষ্পশয্যা কর অলঙ্কৃত ।"
আমি পিব অচ্যুতের এ উক্তি অমৃত ॥
তুমি তাতে সগদ্গদ কহিবে-"মাধব ।
আমি 'সতী মোরে ছাড়, একি লীলা তব ?'
ইহা শুনি আসি আমি তোমার নিকটে
শ্রীহরিকে তিরস্কার করিব কপটে ॥ ৪

তবে কৃষ্ণ হঠে তোমা বক্ষে-রুদ্ধা কৈলে
"হর্ষ-বাষ্পবতী-তুমি" বাম্যে উচ্ছলিলে ॥
তবালকা ব্যস্ত, স্খলৎবেণী নীবি দেখি ।
কৃতার্থ করিব মোর সাধু-জন্ম-আঁখি ॥ ৫

মম কৃত বহু শিল্পকলাকৃত সেযে ।
কৃষ্ণ তোমা নিলে তব না-না না-না ব্যাজে ॥
সে অনন্তলীল সুখে রমিবে তোমারে ।
নেত্র সফলিব তাহা দেখি ছিদ্র-দ্বারে ॥৬

সে সম্ভোগ কালে আমি বাহিরে থাকিয়া ।
যন্ত্র ডোরি টানি মৃদু ব্যজন করিয়া ॥
উত্তুঙ্গ কেলিজ ঘর্ম্ম-বিন্দু দূর করি ।
দুহু মণিত শুনিব স্মিত উদ্গারি ॥ ৭

ডোরী ছাড়ি পুষ্প চয়নাদি করিবারে।
তবে শ্রীরূপাদি-আজ্ঞা সেবি নত শিরে॥
স্বাভীষ্ট দর্শন-সুখ-ত্যাগে-অবিমর্ষা।
দেখি মোরে তুলসী-মঞ্জরী হবে হর্ষা॥
তাঁর কৃপা পাত্রী হৈয়া পরম আনন্দে।
প্রেমসেবা করিব তোমা-দোহার সম্বন্ধে॥ ৮
শ্রীরূপাদি আজ্ঞাতে আমি মালা গাথিব।
হার বলয়াদি ভূষা মার্জ্জন করিব॥
মকরী-ভঙ্গ্যাদি চিত্রের তুলি বানাইব।
কর্পূর কুঙ্কুমাগুরু চন্দন যোগাব॥
লবঙ্গ গুয়াদি লৈয়া সখীগণ সঙ্গে।
স-কলা তাম্বুল বীটি নিরমিব রঙ্গে॥ ৯
কান্ত সনে স্মর-রণে বেশ ভুষা স্রস্ত।
দেখি, পুন শীঘ্র সাজাইতে হৈয়া ব্যস্ত॥
শ্রীরূপাদি আমা প্রতি দৃষ্টি দিবা মাত্র।
তব পাশে আনিব হার-মাল্যাদি-পাত্র॥
আদেশ-বাণীতে যেন অপেক্ষা না থাকে।
এমতি চাতুর্য্য মোরে দাও শ্রীরাধিকে॥
তুমি শিখা-পদাবধি
ভূষিতা হইলে, যদি
শ্রীগোবিন্দ সতৃষ্ণ হইয়া।
তোমার স্পর্শের তরে
নিকটে আসিলে, পরে
আমি মিথ্যা রোষ প্রকাশিয়া॥
বিকট ভ্রূকুটী-ভঙ্গ্যে
হুঙ্কারিয়া সে ত্রিভঙ্গে
উৎক্ষিপ্ত-বদনা হইয়া।
গুরু তিরস্কার ক'রে
বারণ করিব তাঁরে
তব আনুগত্য দেখাইয়া॥ ১১
"তোমা দোহার বিহারে বিস্রস্ত বেশ জ্ঞানে।
ললিতা পরিহাসার্থ আসি কুঞ্জ-বনে॥
(শ্রীরূপাদির ছদ্মবেষ রচনা কৌশলে)।
পূর্ব্ববৎ বেশ দেখি বিস্মিতা হইলে॥
কৃষ্ণ তাঁকে কহিবেন দেখ হে ললিতে।
আসিনু রাধা-সাধ্বীত্ব-কণ্টক তুলিতে॥
কিন্তু এ ধূর্ত্তাকিঙ্করী তাতে মোরে বাঁধে।
"এ কৃষ্ণোক্তি মধু" আমি করিব আস্বাদে॥ ১২
পরে কুঞ্জ গৃহ হৈতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া।
শ্যাম-বামভুজে তুমি বদ্ধতনু হৈয়া॥
সখী সঙ্গে কথোপকথায় হর্ষে, বনে—
বিহারে অনুগা আমি করিব ব্যজনে॥১৩
হে স্বামিনি !
তব গুণ-গান গা'ব স্বরচিত পদে।
যে পথে যাইবে তুমি পদ-কোকনদে॥
সেই পথ মৃদু-পুষ্পে করিব আস্তৃত।
সে সুগন্ধি পুষ্পে পথ হবে সুগন্ধিত॥

প্রতি পদে প্রতি দিকে সখীগণ সনে।
অতিশয় পুষ্পবৃষ্টি করিব সুমনে॥ ১৪
বিপিন-বিহারে তব প্রিয়তম হরি।
সাধ ক'রে নিজ করে পুষ্প চয়ন করি॥
হার কাঞ্চী কেয়ূরাদি কিরীট কুণ্ডলে।
নির্ম্মিয়া বৈদগ্ধ্যে তোমা ভূষিত করিলে॥
আমি নিজ-কাব্যপুষ্পে তোমারে সাজাব।
সেই কাব্য আলীগণে আস্বাদ করাব ॥১৫
কদম্ব-সৌরভ সমাগত অলিগণ।
যথা করে তোমাদের গুণের কীর্ত্তন॥
চন্দ্রাংশুর রৌপ্য-জলে ধৌত সে পুলিনে।
কৃষ্ণ-সহ তোমার সে 'রাস' আরম্ভনে॥
'তোমার-শিক্ষিতা-আমি বীণায়-নিপুণা'
হর্ষে এ গৌরবে তথা বাজাইব বীণা ॥১৬
রাস সমাপিয়া কৃষ্ণ-বামে সখী মিলে।
নবল-মালতী-কুঞ্জে বিশ্রাম করিলে॥
আমি সরস দাড়িম্ব আম্রাদি আনিব।
যতনে তোমাকে পরিবেশন করিব ॥১৭
তুলসীর নানা-কলা-কৃত-পদ্ম-দলে।
অনঙ্গ-কেলি-পর্য্যাপ্ত-সুখ-শয্যা-তলে॥
পরানন্দে তোমা-দোহায় শয়ন করাব।
তাম্বুল সেবাতে অতি উল্লাস-জন্মা'ব॥
আমি তব চরণ যুগল সম্বাহিব।
পদাঘ্রাণ-সৌরভে সুচমৎকৃত হ'ব॥
আঁখি যুগে ধরি কুচযুগে-আলিঙ্গিব।
আর অলক্ষিতে যত্নে চুম্বন করিব ॥১৯
হে রাধে!
নিশিশেষে তোমাদোহ
চলালকা কেশ-সহ
অলঙ্কারে গ্রথিত দেখিয়া।
সর্ব্বাগ্রে উত্থিত হৈয়া
সখীগণে জাগাইয়া
সেই রঙ্গ দেখা'ব আনিয়া ॥২০
দেখাইয়া সুখ-সিন্ধু-নিমগ্ন করা'ব।
তাতে সখীহ'তে অতুল প্রসাদ লভিব॥
নূপুরের শব্দে তুমি জাগিবে সঘনে।
চকিতা-লজ্জিতা তোমা করিব ভজনে ॥২১
প্রিয়সখীগণে দেখি,
হবে লজ্জাকুলা আঁখি
উঠি যাইতে হইবে চেষ্টিতে।
কিন্তু হার কুণ্ডলাদি
কেশে গ্রন্থি-হেতু বাঁধি
না পারিবে কান্তাঙ্গ ছাড়িতে॥
আমি অগ্রসর হৈয়া
তোমার নিকটে যা'য়া,
সেই কাজে হৈয়া বিচক্ষণা।
ত্বরিতে বৈদগ্ধী বলে
অঙ্গুলীর সুকৌশলে
করি দিব গ্রন্থি-বিমোচনা ॥২২

নাসিকা হ'তে বেশর
দু কাণ হ'তে কুণ্ডল
খুলিতেই গ্রন্থিখুলি যাবে।
আর মণিসর ধরি
ত্রোটিয়া বিসূত্র করি
বাঁধা বাঁধি করিব লাঘবে॥
প্রাণার্ব্বুদাধিক এহ
এক এক তনুরুহ
যাতে কোন ব্যথা নাহি লাগে।
তৈছে অবহিত হৈয়া
সযতনে নিরখিয়া—
দেবি! তোমা সেবিব সোহাগে॥
হে স্বামিনি! সখীসাথে গুপ্তপথে,
তুমি যবে নিজ ঘরে, চলিযাবে।
তখন আমি তোমা ছাড়ি,
কৃষ্ণ পাছে যাব অলক্ষিত ভাবে॥
খণ্ডিতা চন্দ্রাবলীকে,
কৃষ্ণে অনুনয় করিতে দেখিয়া।
ফিরি সখী মণ্ডলীতে,
সে বৃত্তান্ত বর্ণি দিব প্রকাশিয়া॥ ২৪
সুগন্ধি সলিলে তব চাঁদমুখ
পাখালিয়া দিব।
আম্র-দল পূটিকায় দন্তরাজি
ধাবন করা'ব॥
সূক্ষ্ম-স্বর্ণ-জিব চাঁচে, তব জিহ্বা
মার্জ্জন করা'য়া।
দরপণ-দেখাইব সুনৈপুণ্যে
মুখানি মাজিয়া॥ ২৫
স্নান লাগি সূক্ষ্মবাস পরাইয়া দিব।
হারাদি ভূষণ সব খুলিয়া লইব॥
সুগন্ধারুণ হৃদ্য তৈলে অভ্যঞ্জন দিব।
নব কুঙ্কুমে-কর্পূরে উদ্বর্ত্তন করিব॥ ২৬
তবে মহাসুগন্ধি জলে স্নান করাইব।
সূক্ষ্ম বস্ত্রে অঙ্গ হ'তে জল মুছি দিব॥
অগুরুর ধুমে যত্নে কেশ শুখাইয়া।
আনন্দে দিব সে কেশ সুগন্ধি করিয়া॥২৭
পরে তোমায় মনোজ্ঞ বসন পরাইব।
স্বর্ণ চিরুণীতে কেশ গুচ্ছ আচড়িব॥
বাঁধিব বিচিত্র বেণী পুষ্পে সারি সারি।
তদগ্রে চমরি মণি শোভা যুক্ত করি॥২৮
ভালে বিচিত্র-তিলকা
মুক্তাময় ললাটিকা
শিরে শিরোমণি রচি দিব।
অঞ্জন দিব নয়নে
মণিকুণ্ডল শ্রবণে
মুক্তা-ফলে নাসা বিভূষিব॥ ২৯
গণ্ড দ্বয়ে মকরিকা,
কস্তুরি-বিন্দু চিবুকে,
কুচ-যুগ করি চিত্রাঙ্কিত।
বাহুতে অঙ্গদ জুড়ি
হাতে পরাইব চুড়ি
ইন্দ্র-নীলমণির নির্ম্মিত॥ ৩০

মণিময়াঙ্গুরী দিয়া অঙ্গুলী ভূষিব।
উত্তম পদক দিয়া বক্ষ সুশোভিব॥
মুক্তাগাঁথা কাঁচলীতে স্তন দ্বয় পূজি।
সুবিচিত্র মাল্যে দিব কণ্ঠদেশ সাজি ॥৩১
তোমার নিতম্ব দেশে কাঞ্চী পরাইব।
হংসক নূপুর পাদ-পদ্ম দ্বয়ে দিব ॥
শব্দিত অঙ্গুরী পদাঙ্গুলে সাজাইব।
পদতল লাক্ষারসে রঞ্জিত করিব ॥৩২
যদিও তোমার অঙ্গ স্বতঃ সুগন্ধিত।
তথাপি নব কুঙ্কুমে করিব চর্চ্চিত ॥
হস্ত পদ্মে লীলাপদ্ম ধারণ করাব।
মণি দর্পণ আনিয়া তোমা দেখাইব ॥৩৩
তবে তুমি স্ব অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
তাহা কান্ত-নেত্রালির লোভানী জানিয়া॥
চঞ্চলা হইলে—আমি দিয়া অর্ব্বুদ প্রাণ।
কর্পূর-বর্ত্তিকা-দীপে করিব নীরাজন॥৩৪
কৃষ্ণের প্রাতঃকালীন ভোজন সাধনে।
শ্রীযশোদা-প্রেরিতা শ্রীকুন্দলতা সনে ॥
সখী সঙ্গে গেলে—আমি অনুগতা হৈয়া।
যা'ব তাম্বুলাধার, মণি, ব্যজনাদি লৈয়া ॥
যশোদার ঘরে যাইবা,
চরণে প্রণতা হৈবা
তিহ তবে কুশল পুছিবে।
বাৎসল্যে নয়ন জলে
তব শির আঘ্রাণিলে
স্নেহজলে অভিষিক্তা হবে॥
লজ্জায় তখন জনু
হবে সমাবৃতা তনু
সে তোমাকে দর্শন করিয়া।
আমিও যশোদা মায়ে
মাথা রাখি দুটী পায়ে
প্রণমিব ভক্তিমতী হৈয়া ॥৩৬
হে "বরাঙ্গি রাধে তুমি বৃষভানুকুলে।
মুর্ত্তিমতী তপস্যাস্বরূপে জনমিলে।
আমার গৃহেও তুমি ভাগ্য মূর্ত্তিমতী।
তুমি যে দুর্ব্বাসা বরে অমৃত রসবতী ॥
সেই হেতু নন্দনের নৈরুজ্য-কারিনী।
মায়ের এবাক্যে পাছে হাঁসিব যে আমি ॥
স্নানানুলেপনে কৃষ্ণের সে অঙ্গমাধুর্য্য।
দেখি, তব চঞ্চলাখি হৃদয় অধৈর্য্য ॥
নন্দালয়ে কৃষ্ণ-দর্শন-যোগ্য কোন স্থানে।
ছলে ক্ষণেক তোমা করিব আনয়নে ॥
তবে তব পাদ-পদ্ম যুগ প্রক্ষালিব।
পাক-লাগি 'মণি' পুষ্প-মাল্যাদি খুলিব।
সেকালে মৎকৃত প্রিয়-দর্শান—চাতুর্য্যে।
হৃদয়ে আনন্দ লাভে কৃপার প্রাচুর্য্যে ॥
"এ ভূষণ তোর হউক" শ্রীমুখে বলিবে।
মম চিত্ত মাধবীর মত উল্লাসিবে ॥৩৯
পাকান্তে মিষ্ট-পায়স, স্থপ, ভাজি আদি।
সুধা-নিন্দি-খাদ্য পরিবেশনার্থে যদি—

মা আদেশে, তুমি
পুনঃ পুনঃ 'না না' ক'বে।
সে ভঙ্গিমা দেখি মোর আঁখি ধন্য হবে॥৪০
ভোজনে তৃপ্ত প্রিয়ের অঙ্গ কান্তি রাশি।
হেরি হেরি বাতায়নে সহসা উল্লসি॥
তোমার কদর্প কৃত-আনন্দ জনিত।
কান্তি ধারে মোর মন করিব আপ্লুত॥৪১
"হে রাধে! হে পুত্রি। শুভে! এ গৃহ
তোমার।
ভিন্ন নাহি জানি তোরে পুত্র হ'তে
মোর॥"
রাণীর এ বাক্য শুনি তোমার শ্রীমুখে।
যে মৃদু হাস্য উদিবে তাহা হেরি সুখে॥
"পুত্রের অপরা নহ" এ অর্থ জানিয়া।
নিজ চিত্তে নিত্য আস্বাদিব এ অমিয়া॥
সখাসঙ্গে প্রাণকান্ত গোচারণে যাবে।
রুদ্য-মান পিত্রাদি অনুগমন করিবে॥
সেই কান্তে হেরি তুমি গুরুগৃহে আইলে।
তোমা সনে যাব বনে মিত্র পূজা ছলে॥৪৩
বনে ফিরি কান্ত হেরি পুষ্পাবচয়নে।
পুষ্পাধার লৈয়া আমি রব তব সনে॥
কান্ত ক'বে এ চৌরীকে? "কেহ নহে"
বলি—
'কৃষ্ণার্পিতা নেত্রা তোমা' ভজিব সেবেলি॥
"দেখি চৌরি! কত ফুল করিয়াছ চুরি।"
মোর প্রতি এইরূপ কহিলে সে হরি॥
তবে আমি পুষ্পাধার গোপন করিলে।
দেখি কৃষ্ণ হস্ত দিলে মোর কক্ষতলে॥
কৃষ্ণের হঠকারিতা অভিমৃষ্য জ্ঞানে।
রোদন করিব আমি ব্যথিতার ভানে॥৪৫
"রাধে, তব দাসী আজি রক্ষা কর মোরে।"
এ কাতর বাক্যে আশ্রয় চাহিলে
তোমারে॥
তাতে তুমি কহিবে "হে ধূর্ত্ত নট বর।
কেন তুমি মম জনে দুঃখ দান কর॥
ইহা বলি স্বকরে কৃষ্ণে করিবে পীড়ন।
তোমাকে আশ্রিব, জানি সেই আস্বাদন॥
তবে কৃষ্ণ আমা ছাড়ি তোমাকে ধরিয়া।
কঞ্চুলী খণ্ডি তোমার পুষ্পমাল্য লৈয়া॥
স্বগলে পরি বলিবে! মোর এই বন্য—
পুষ্প রাজি, কি তোমার কণ্ঠ-মালা জন্য?
অয়ি চৌরি! আমি তোমা ক্ষমা না
করিব।
এ বাহুতে তব কণ্ঠ অত্যন্ত পীড়িব॥ ৪৭
হে ধূর্ত্তে কন্দরে রাজা আছে সেথা চল।
রাজাজ্ঞায় তোমা হঠাৎ করিব বি-চেল॥
তিনি হৃষ্ট হৈলে, নিজ দিব্য মুক্তামালা—
আমার ললাটে দিয়া করিবে উজালা॥৪৮

ব্রজ-রাজ-সুত হৈয়া দুষ্টরাজা সেব।
তাই এ বিরুদ্ধ বুদ্ধি হইয়াছে তব॥
তা তব দোষ কি ? ইহা দুষ্ট সঙ্গ দোষ।
কিন্তু এ সতী ভাগ্যে কি এবিধি নির্দ্দেশ॥
দোহার এ বাঙ্ময় সুধা পরম আনন্দে।
স্বীয় কর্ণ-দ্বয়ে পান করাব অবাধে॥
পরে কান্ত সহ তব কেলীরূপামৃত।
নেত্র দ্বয়ে পিয়াইয়া করিব প্রমত্ত॥৫০
অয়ি দেবি! তুমি নিজ প্রিয় কুণ্ড কুলে।
পুষ্প কৃত অভিনব বিচিত্র হিন্দোলে॥
কান্ত-সহ আরোহিলে তোমাকে দোলাব।
পরাগ-উড়াব, বীণা-বাদ্যে গুণ গা'ব॥৫১
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু মূলে।
সিংহাসনে কান্ত সনে তুমি বিরাজিলে॥
পাদ্যার্ঘ্য দীপাদি চতুর্ব্বিধান্ন অর্পিব।
স্রকৃভূষাদি দ্বারা দোহে সম্যক পূজিব॥
হে রাধে! শ্রীগোবর্দ্ধনে
মধুর-বসন্ত-বনে
তুমি যবে হোলিকা উৎসবে।
লজ্জাহীনা শত আলী
সেনানী সহিত হোলি
যুদ্ধ লাগি কান্ত পাশে যাবে॥
কান্তে জয় ইচ্ছা করি
আবির গুলাল ধরি
অগ্রসর হইতে দেখিব।
তৎকালে ত্বরিতে রাকা
নব কুঙ্কুম-কুপিকা
ধরি আমি তব হাতে দিব॥৫৩
তা'তে কৃষ্ণ কহিবেন
"আমি বক্ষ উৎঘাটন"
করি রৈনু তবাগ্রে নিশ্চল।
এসো এ বক্ষে এখন
কন্দুক কর ক্ষেপণ
দেখি তব কত আছে বল॥
অথবা তোমার চিত্তে
যদি থাকে এ বীরত্ব
তবে কঞ্চুলিকা উদ্ঘাটহ।
বক্ষ প্রদর্শন করি
সাহসে নির্ভয়ে প্যারি
মোর আগে দাড়াইয়া রহ॥৫৪
তুমি এই কথা শুনি
কহিবে, "নির্লজ্জ! তুমি
যাহা কহ", এ তব "স্বভাব"।
দেবী মুখে শুনেছিলাম
পূর্ব্ব জন্মে তব নাম
ছিল অজিত, তাও মিথ্যাবাদ॥
মোর দাসী কতবার তোমা হারায়েছে।
তবু কেন "আত্মশ্লাঘা" কর মোর কাছে॥
ঐছে বহু বাক্যে আমি হৈব পুলকিত।
বাজিবে রণ-দুন্দুভি কঙ্কণ ঝংকৃত॥

মুখামুখি রদারদি বাহু বাহু যুদ্ধে।
দেখিয়া করিব স্তব যোড়-কর-পদ্মে ॥৫৬
তুমি গিরিরাজে কোন উপত্যকা মাঝে।
শত শত সখী সনে ল'য়ে রস-রাজে ॥
বিশ্রাম করিলে আমি বন-দেবী-কৃত।
মধু পাত্র লৈয়া অগ্রে হৈব উপস্থিত ॥৫৭
মধুপান করি তব স্খলিবে বচন।
বলিবে ধ ধ ধরণী হয় ঘূর্ণ্য মান ॥
ভ-ভয়ে বি বৃক্ষ সব হতেছে ধাবিত।
ভী ভীরু কে কেমনে মুই রহিব জীবিত ॥
মত্ততায় পুন ঐ ছে প্রলাপ বকিবে।
বলিতে বলিতে কৃষ্ণ কণ্ঠে লগ্না হবে ॥৫৮
কৃষ্ণ তবে কহিবেন মোরে লক্ষ্য করি।
দেখ দাসি! প্রলাপিছে তোমার ঈশ্বরী ॥
এক্ষণে নীরোগ আমি করিব ইহারে।
তুমি কিন্তু নাহি যাও এই স্থান ছে'ড়ে ॥
এ অমৃতে তৃপ্তা আমি নির্গতা হইয়া।
বিহার দেখিব লতাজালে নেত্র দিয়া ॥৫৯
পরে জললীলায় নাসা, কর্ণ, আঁখি, মু'য়ে।
জল সিঞ্চি তোমা কর্তৃক পরাজিত হ'য়ে ॥
কৃষ্ণ হঠাৎ তথা হৈতে জলে ডুবি যাবে।
কুম্ভীরের মত জল মধ্যে যা করিবে ॥
আমি তাহা তোমা মুখ পদ্মদরশনে।
অবগত হ'ব অনুভবি মনে মনে ॥৬০

পরে সখী কান্ত-সহ তোমারে সেবিব।
অঙ্গে অভ্যঞ্জন দিব স্নান করাইব ॥
চিত্র বসনাভরণে ভূষিতা করিব।
ফলাদি ভুঞ্জায়া মণি-মন্দিরে শোয়াব ॥৬১
দেবী! তুমি শয্যা ছেড়ে উত্থিত হইয়া।
কৌতুকে বাণীর কুঞ্জে র'বে লুকাইয়া ॥
কৃষ্ণ উঠি অন্বেষিতে পরিহাস করিব।
রাধা "বাণী কুঞ্জে" আছে কৃষ্ণকে কহিব ॥
ইথে অবিশ্বাসী, কৃষ্ণ অন্যত্র খুঁজিবে।
ইহা তোমায় দেখাইব, তুমি সুখী হ'বে ॥
পরে কৃষ্ণ লুকা'লে কহিব হে ঈশ্বরি!
অন্যত্র কেন খোঁজ কদম্ব কুঞ্জে হরি ॥
মম বাক্য বিশ্বাসি শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্ত হৈবে।
এ দাসী তোমারি হস্তে জয় সমর্পিবে ॥
পরে পাশা খেলে তোমায় কহিবেন হরি।
জয়িনী কি পরাজিতা হৈয়া প্রাণেশ্বরি !!
কেন না কর চুম্বন-পণ গ্রহণ কি দান।
ইহা কভু পাশা খেলায় নহে তো বিধান ॥
আশ্লেষ, চুম্বন মধুরাধর পান বিনা।
রসজ্ঞেরা অন্য পণ-শ্রেষ্ঠ তো কহেনা ॥৬৪
তাতে তুমি উত্তরিবে—এই গিরিরাজে।
ভৃঙ্গীনামে পুলিন্দী মোর এক সখী আছে ॥
এই কার্য্যে তাঁরে দিনু নিযুক্ত করিয়া।
সেই বিচক্ষণা সখী মৎপক্ষে থাকিয়া ॥

মোর গ্রাহ্য কিংবা দেয় আশ্লেষাদি পণ।
প্রদান করিবে কিংবা করিবে গ্রহণ ॥৬৫
ইহা কহি 'যাও বলি' আমি আজ্ঞা পাব।
দ্রুত গিয়া সে ভৃঙ্গীকে কাছে আনি দিব ॥
কৃষ্ণ পাশে বসা'য়া তারে লজ্জিতা করিব।
সুমুখী সঙ্গিণীগণে হাস্য করাইব ॥৬৬
ভৃঙ্গী দেখি কৃষ্ণ চুম্বনাদি পণ ছাড়ি।
বংশী পণ করি, বংশী নিকটে না হেরি ॥
করিবে বিষাদে, সখী কহে পরিহাসি।
ব্রজে এক মাত্র তব স্বীয়া ছিল বাঁশী ॥
আহাহা, তাঁকেও তুমি রক্ষিতে নারিলে।
সে লম্পটা তবাধরামৃত পিয়া, ভূলে—
তবু ও পরপুরুষ ব্রজে অন্বেষয়।
ইহা হৈতে আশ্চর্য্যের কি আছে বিষয় ॥
কৃষ্ণ কয় সুভগা বংশী সতী গুণবতী।
সাম্য না লভিয়া দ্বেষ করি তার প্রতি ॥
তোমরা কোথাও তারে করেছ আবদ্ধা।
তাই এ ভূজে তোমাদিগে করিব
গুহারুদ্ধা ॥৬৮
ঐছে কৃষ্ণ আসে দেখি অলক্ষ্যে নির্জ্জনে।
তোমা হ'তে বাঁশী লয়ে করিব গোপনে ॥
পরে তোমাসনে বংশী-অন্বেষণ ছলে।
স্মর যুদ্ধ দেখি নেত্র করিব সফলে ॥ ৬৯
সুর্য্যার্চ্চনে বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
সবিনয়ে কহিবেন জটিলা জরতী ॥
হে ব্রাহ্মণ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী তোমায়।
পৌরহিত্যে বরিতে বধুর মন চায় ॥
তাই ইনি সূর্য্যার্চ্চনে হয়েছে তৎপর।
তুমি এ বধুকে দাও অনুগ্রহ বর ॥
এ বলি করাবে তোমা প্রণাম অর্চ্চণ।
তাতে তব স্মিত-মুখ করিব ভজন ॥৭০
পরে গুর্ব্বাদেশে যবে গৃহে ফিরি যাবে।
কৃষ্ণ দর্শন তৃষ্ণায় চিন্তা যুক্তা হবে ॥
মন বুঝি এই দাসী পশ্চাতে রহিবে।
মুখ-ফিরে তুমি কৃষ্ণ কান্ত্যামৃত পিবে ॥
কৃষ্ণ দেখি দেখি মোরে কহিবে ছল করি
ও কিঙ্করি! চলে আয় আয় ত্বরাত্বরি ॥৭১
বিরহে কাতরা অপরাহ্নে আইলে ঘরে।
নব পুষ্প শেযে শয়ান করাব তোমারে ॥
ক্ষণেকে তুষাগ্নি তুল্য লাগিলে বিছানা।
সচন্দন মৃণাল শয্যায় করাব শয়ানা।৭২
চন্দনকলা কথিত যশোদা আজ্ঞাতে।
কৃষ্ণ-সান্ধ্য ভোজ্য লড্ডুকাদি পক্কাইতে ॥
সসখী-ঔৎসুক্য দেখি চুল্লি লেপি দিব।
তাহাতে কটাহ চাপি অগ্নি জ্বালাইব ॥
জল, ঘৃত, খণ্ড, মরিচ, কর্পূর, নারিকেল।
গোধুম চূর্ণাদি বস্তু আনিব সকল ॥৭৩।৭৪
চন্দন-দ্রব-সমুহ করিয়া লেপন।
যে প্রবল বিরহাগ্নি নৈল নির্ব্বাপণ ॥

তাহা দেখি লাড্ডুকাদি সাধনাগ্নি দ্বারে।
শান্ত হৈল! পরিহাসে বলিব তোমারে॥
হম্বারবে আসে ঐ কৃষ্ণ-ধেনুগণ।
গোধূলীতে দশদিক কৈল আবরণ॥
আমি তোমা এ বৃত্তান্ত-মধু পিয়াইব।
অপরাহ্ণে এ মধুতে আনন্দে মাতা'ব॥
পাকাদি কর্ম্ম ছাড়া'য়ে সখীগণ সঙ্গে।
রাধে! তোমা অভিসার করাইব রঙ্গে॥৭৬
কৃষ্ণাগম রহ পথে তোমারে আনিব।
তোমার বিরহানল নির্ব্বাণ করিব॥
"কৃষ্ণ-আসে" দেখি তুমি লতা আড়ে থাকি
গোপতে দেখিবে কৃষ্ণ নিজ অঙ্গ ঢাকি॥
সেই কালে আমি তোমা আকর্ষণ ক'রে।
আমা প্রতি কোপান্বিতা করিব তোমারে॥
কৃষ্ণ নেত্রালিকে তব মুখাব্জাস্বাদাইব।
তবাঁখি চকোরে কৃষ্ণ চন্দ্রামৃত দিব॥
তাঁর হাস্য সুধাধারে তোমা জীয়াইব।
সে কৃষ্ণ মাধুর্য্যামৃতে নিমগ্ন করাইব॥৮০
দুহু হেরি দোঁহে অদ্ভুত-বৈবশ্য দেখিব।
ললিতা আদেশে তোমা গৃহেতে আনিব॥
অমৃত কর্পূর-কেলি আদি প্রদর্শনে।
সখীসহ যা'ব আসি যশোদা সদনে॥৭৯
যশোদা চরণে আমি প্রণতা হইব।
জিজ্ঞাসিতা হৈয়া তোমার মঙ্গল জানাব॥

লড্ডূক দেখা'য়া তারে সুখিনী করিব।
তাঁর মুখে তব গুণ সখীকে শুনাব॥৮০
গোষ্ঠাগত পুত্রে হেরি অত্যন্ত সম্ভ্রমে।
স্তন্যাশ্রুতে অভিষেক করি, অভ্যঞ্জনে—
নিজ দাসী ও আমাকে আদেশ করিবে।
করিব ব্রজেশ্বরীকে মনে মনে স্তবে॥৮১
মিত্র সহ স্নান অনুলেপনাদি সারি।
বসনাভরণে চিত্র শোভিত শ্রীহরি॥
মা কর্ত্তৃক ভুক্ত পীত শায়িত, দেখিব।
অলক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণের শেষান্ন আনিব॥৮২
বিরহ ঔষধি কৃষ্ণাধরামৃত দিয়া।
কৃষ্ণ স্নান ভোজনাদি বৃত্তান্ত কহিয়া॥
আমি তোমার রসনা, কর্ণ ও হৃদয়।
তাপহরি সুশীতল করিব নিশ্চয়॥৮৩
প্রাবৃটে সন্ধ্যায় স্নানে পাবন সরোবরে।
এক ঘাটে থাকি কৃষ্ণ সঙ্গে পরিকরে॥
ডুবি অন্য ঘাটে স্থিতা তোমা আলিঙ্গিয়া।
পুন বন্ধুবৃত ঘাটে উঠিবেন গিয়া।
কৃষ্ণের চাতুরী তব শাশুরী ননদী।
কেহ কিছু না জানিবে বলরাম আদি॥
কিন্তু আমি জানি সখী সঙ্গেতে আসিব।
ললিতা সমীপে কৃষ্ণ-চাতুরী বর্ণিব॥৮৫
পরে পুষ্পোদ্যানে চন্দ্রশালিকার ঘরে।
আনিব ও বাতায়নে থাকিয়া তোমারে॥

সুরভী দোহনকারী কৃষ্ণকে দেখাব।
আনন্দ-সমুদ্রে মহা তরঙ্গে ডুবাব ॥৮৬
পরে যশোদা সস্নেহে ভুঞ্জায়া শোয়াইলে।
কৃষ্ণপাশে যাই তোমার অবস্থা কহিলে ॥
সঙ্কেত জানি পুন তব নিকটে আসিব।
কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা সব তোমারে জানাব ॥৮৭
শুক্লা, কৃষ্ণা নিশি-যোগ্য বসনাভরণে।
বিভুষিত করি তোমা কল্প-কুঞ্জ-বনে ॥
অভিসার করাইয়া কান্ত মিলাইব।
তোমাসহ স্মর-সিন্ধু-কেলি করাইব ॥৮৮
হে তুলসি! মহা-কৃপা-সুর-তরঙ্গিনি।
মমশিরে পাদপদ্ম অর্পিয়াছ তুমি ॥
সেই পাদোদক আমি অল্পমাত্র পী-তে।
মোর মনে উদিয়াছে এই মনোরথে ॥৮৯
কোথা আমি শত শাঠ্য-অনুবিদ্ধ-চিত্তা।
সমুদ্ভূত দুর্লভ এ সঙ্কল্প বা কোথা ॥
নিরুপাধি কৃপা তব এ অগতির-গতি।
না গণি মোর অপরাধ করায় হেন মতি ॥
হে রঙ্গ মঞ্জরি! মোরে হও সুপ্রসন্ন।
হে প্রেম-মঞ্জরি! কর কৃপাদৃষ্টেক্ষণ ॥
বিলাস মঞ্জরি! পদে যোগ্য করি লও।
সখী দাসী হৈতে মোরে অধিকার দাও ॥
মঞ্জুলালি! তুমি নিজ-নাথ-পাদ-দ্বন্দ।
নিত্য সেবাতুল ঋদ্ধিরূপা, হও প্রসন্ন ॥

নমি হে গুণ মঞ্জুরি! মোরে দয়া কর।
হে রসমঞ্জরি! তুমি আমার উদ্ধার ॥৯২
ভানুমতি! নিজেশ্বরী প্রেমাব্ধি-নিমগ্না।
তুমি মোরে নিজ পদবীতে কর লগ্না ॥
লবঙ্গ-মঞ্জরি! প্রেম-প্রবাহ-পতিতা।
কৃপাদৃষ্টে মোরে চাহি, দেহ আত্মীয়তা ॥
হে রূপমঞ্জরি! যুগল কেলি-কলা রসে।
তব চিত্ত-বৃত্তি গড়া বৈচিত্র্য বিলাসে ॥
তোমা দত্ত দৃষ্টে যাহা সঙ্কল্প করিনু।
সে সিদ্ধে তব কৃপাকে প্রভুত্ব অর্পিনু ॥
হে দেব! নন্দনন্দন! রাধাঙ্গ আশ্লেষে।
পে'য়েছ তদ্ধর্ম্ম-দ্বয়, তনু চিত্তাবেশে ॥
"তনু, গৌর "পরম-দয়াল চিত্তধর্ম্মে"।
মনোরথ লতা সফল কর মোরমর্ম্মে ॥৯৫
ললিতা কৃপায় রাধা-গিরিধারী পাই।
ব্রজে সুপ্রসিদ্ধ ইহা! তাই আমি চাই ॥
হে ললিতে। তব পাদ-পদ্মাশ্রয় করি।
লহ মোরে, কারুণ্য-রঞ্জিত দৃষ্টে-ধরি ॥৯৬
হে বিশাখে! তব নাম, রূপ, গুণ, বয়ঃ।
সুনেত্রা-সভায় রাধা-সম গণনীয় ॥
নিরুপাধি কৃপাময়ি এই যাচ্ঞা ধরে।
শতাপরাধ না গণি মোরে অঙ্গীকর ॥৯৭
হে অতুল প্রেম ঋদ্ধ; ব্রজ যুব-দ্বন্দ।
প্রাণাধিক "সখাগণ" "নর্ম্ম-সখীবৃন্দ ॥"